উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 1 December 2024 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 192 MLD

রংদার রোববার

এখন ফেসবুকের কল্যাণে আবার সবার মুখে চিঠি নিয়ে কথাবার্তা। চিঠি নিয়ে নানারকম লেখালেখি। পোস্ট কার্ড, ইনল্যান্ডের দিন শেষ মেল এবং হোয়াটসঅ্যাপের কল্যাণে। শ্রীচরণেষু, ইতি– এসব শব্দও হারিয়ে যাওয়ার মুখে। এবারের প্রচ্ছদে চিঠি নিয়েই চর্চা।

চিঠি

নয় থেকে বারোর পাতায়

ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম

আর শিক্ষা দপ্তরে গিয়ে হয়রানির শিকার হতে হবে না। যেকোনও কাজের বর্তমান স্ট্যাটাস জানতে পারা যাবে নয়া সিস্টেমের মাধ্যমে। এমন ব্যবস্থা রাজ্যে এই প্রথম। এই সিস্টেমের উদ্বোধন করেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন।

বিস্তারিত তিনের পাতায়

জমি বিবাদে খুন

১২ শতক জমি সহ টিনের ঘর কার দখলে থাকবে? তা নিয়েই দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বিবাদ। আর তা থেকে দুইপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ। ধারালো অস্ত্র নিয়ে এক পক্ষ আরেক পক্ষের উপর চড়াও হয়। মারা যান এক ব্যক্তি। আহত হন কয়েকজন।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

অর্থাভাবে নষ্ট পুলিশের 'সোর্স'

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : কথার মাঝে ঘরের কোণে টিকটিকি'র টিকটিক মানেই সেকথা ঠিক বলে ধরে নেওয়া হয়। বাঙালি গৃহস্থের মতোই বাংলার পুলিশ মহলও খবর সংগ্রহ বা খবরের সত্যতা যাচাইয়ে টিকটিকি নির্ভর। কোনও গোপন অভিযানে নামার আগে দুঁদে পুলিশকর্তারাও আজও টিকটিকি'র সিগন্যালের অপেক্ষায় থাকেন। সেই টিকটিকিরা ইদানীং ঠিকঠাক কমিশন পাচ্ছেন না। ফলে কেউ মন দিয়েছেন অন্য কাজে, কেউ আগের মতো আর সক্রিয় নন। দারোগাবাবুরা বেকায়দায়। ছোট-বড় অপরাধের আগাম খবর আর আগের মতো তাঁদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। আইনশৃঙ্খলা সামলাতেও তাঁদের হিমসিম খেতে হচ্ছে।

টিকটিকি আদতে সরকারি স্বীকৃতিহীন পুলিশের সোর্স। যে কোনও অপরাধের কিনারা করতে সেই সোর্স ছাড়া থানার বড়, মেজো বা ছোটবাবুরা কার্যত এক পা-ও নাড়াতে পারেন না। পুলিশের নানা সাফল্যের কথা ঘটা করে প্রচার হলেও সোর্সদের কথা চিরকাল পর্দার আড়ালে দুয়োরানির মতোই থেকে যায়। টিকটিকিদের একটা বড় অংশেরই রোজগারের মূল ভরসা ছিল গোপন খবর পৌঁছে দিয়ে পাওয়া কমিশন। শেষ কয়েক বছরে সেই কমিশনেও টান পড়তে শুরু করেছে। ফলে দারোগাদের ডাকে খবরিলালরা আগের মতো আর সাড়া দিচ্ছেন না। এক ব্যক্তি শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এসওজি'র টিকটিকি হিসাবে কাজ করতেন। মাস আটেক ধরে বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা করা ও ব্যক্তির কথায়, 'কমিশনের লোভে ঝুঁকি নিয়ে অনেক কাজ করেছি। ইদানীং কাজ করলেও না মিলছে সোর্স মানি, না পাওয়া যাচ্ছে বকশিশ। একসঙ্গে আমরা ১৮ জন খবরিলাল আর ওদের সঙ্গে কাজ করছি না।'

পুলিশ সূত্রের খবর, সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশদের (ভিপি) দৌরাত্ম্য বাড়তেই টিকটিকিদের কদর কমেছে। বেশিরভাগ থানাবাবুরা সিভিক, ভিপিদেরই বিকল্প সোর্স হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। টিকটিকি বা খোচরদের সামলাতে প্রতি থানাতেই কমবেশি 'সোর্স মানি' বরাদ্দ থাকে। সেই টাকাই কমিশন হিসাবে বিভিন্ন সময় টিকটিকিদের দেওয়া হয়। প্রতি থানাতেই একজন করে অলিখিত 'ক্যাশিয়ার' থাকেন। তিনিই বিষয়টির দেখভাল করেন। বিভিন্নভাবে থানার হাতে আসা কাটমানির টাকা থেকে খানিকটা সোর্স মানি হিসেবে তাঁর কাছে জমা থাকে। সিভিক, ভিপিদের আলাদা করে কমিশন দিতে হয় না। ফলে বেশিরভাগ থানাতে সোর্স মানি জমা রাখা হচ্ছে না। সেই টাকা থানাবাবুরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিচ্ছেন। কোথাও কোথাও সোর্স মানি রাখা হলেও তা সামান্যই। আর সেই টাকায় টিকটিকিদের চাহিদা মেটানো যাচ্ছে না। আবার অনেকক্ষেত্রেই খবরিলালরা মোটা টাকা কমিশন দাবি করছেন। পুলিশ যা বাস্তবে মেটাতে পারছে না।

সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক মাদক পাচারচক্র ধরতে পুলিশের বিশেষ দল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং শিবমন্দির বাজারে ছদ্মবেশে ফাঁদ পেতেছিল। কিন্তু সঠিক খবরের অভাবে দুষ্কৃতীরা তাদের নাগাল এড়িয়ে পালায়। চক্রের এক পান্ডাকে কায়দা করে নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি থেকে মাটিগাড়া এলাকায় আনতে পুলিশ টিকটিকিদের সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু কমিশন নিশ্চিত না হওয়ায় কোনও খবরিলালই ওই কাজে রাজি হননি। মাদক ও জাল নোট উদ্ধারে মালদা পুলিশের একসময়ের ভরসার এক টিকটিকি এখন দৈনিক হাজিরায় ট্যাক্সি চালান। তাঁর কথা, 'বড়বাবুরা আগের মতো হাত খোলেন না, তাই থানার ফোনও ধরি না।'

সিভিক, ভিপিদের ভরসায় যে অপরাধের কিনারা করা যাচ্ছে না সেটা পুলিশকর্তাদের অনেকেই বুঝেছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে জটিল কেসের সমাধানে তাঁরা টিকটিকির দ্বারস্থ হচ্ছেন। তবে থানাওয়ারি বরাদ্দ কমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ওই পুলিশকর্তারাও সেভাবে টিকটিকিদের সাহায্য করতে পারছেন না। তেমনই এক পুলিশকর্তার বক্তব্য, 'থানাওয়ারি সোর্স মানি উপরমহল থেকে বরাদ্দ হয়। নীচুতলায় আমাদের সেভাবে কিছু করার থাকে না। এরপর টিকটিকি পুষতে হলে আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে।'

বাড়ছে দুষ্কর্ম

- টিকটিকিদের একটা বড় অংশেরই রোজগারের মূল ভরসা ছিল গোপন খবর দিয়ে মেলা কমিশন
- শেষ কয়েক বছরে সেই কমিশনেও টান পড়তে শুরু করেছে, বেশিরভাগ থানাতে সোর্স মানি থাকছে না
- তাই বিরক্ত খবরিলালরা দারোগাদের ডাকে আগের মতো আর সাড়া দিচ্ছেন না
- সিভিক, ভিপিদের ভরসায় যে অপরাধের কিনারা করা যাচ্ছে না সেটা পুলিশকর্তাদের অনেকেই বুঝেছেন

তপনের বদলপুরের বোল্লাকালী বিসর্জন। শনিবার ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ সরকার।

ইউনূসকে বার্তা, পরিস্থিতি আরও ঘোরাল

বিশ্বমঞ্চে মোদির সক্রিয়তা দাবি

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : সুদূর রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ভারতের উদ্যোগ বিশ্বমঞ্চে প্রায়ই সমাদৃত হয়েছে। এবার ঘরের পাশে বাংলাদেশে লাগাতার হিন্দু নিগ্রহ বন্ধ করতে মোদি সরকারকে সেই বিশ্বগুরু মডেল গ্রহণ করার নিদান দিল আরএসএস। পাশাপাশি ঘরোয়া রাজনীতিতে হিন্দুত্ব এবং মেরুকরণের অস্ত্রে শান দেওয়ার মোক্ষম সুযোগ পেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে হিন্দুহৃদয় সম্রাট হিসেবে আসরে নামার বার্তাও দিয়ে রেখেছে সংঘ পরিবার।

এক বিবৃতিতে আরএসএসের সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসাবালে বলেছেন, 'বাংলাদেশে হিন্দু সহ সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর যে লাগাতার হিংসা চলছে, তার বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে জনসমর্থন তৈরির জন্য সরকার যেন জরুরি পদক্ষেপ করে। বাংলাদেশ জুড়ে ইসলামি মৌলবাদীরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং অন্য সমস্ত সংখ্যালঘুর ওপর যে অত্যাচার, হত্যা, লুঠপাট চালাচ্ছে, মহিলাদের ধর্ষণ করা হচ্ছে, তা অত্যন্ত চিন্তাজনক এবং আরএসএস তার তীব্র ভাষায় নিন্দা করছে।' এই ইস্যুতে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসকেও বার্তা দিয়েছে সংঘ পরিবার। হোসাবালে বলেছেন, হিন্দুদের ওপর আক্রমণ চলছে দেখেও ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। অবিলম্বে প্রাক্তন ইসকন সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসের মুক্তি চাওয়ার পাশাপাশি হিন্দুদের ওপর আক্রমণ বন্ধ করার বার্তাও দিয়েছেন তিনি। আরএসএসের পাশাপাশি বিশ্ব হিন্দু পরিষদও বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেছে।

এরপর ষোলোর পাতায়

বাংলাদেশে ধৃত আরও এক সন্ন্যাসী

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৩০ নভেম্বর : ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে স্থায়ী ফাটল ধরানো আর সংখ্যালঘু হিন্দুদের পুরোপুরি কোণঠাসা করা, হাসিনা-উত্তর বাংলাদেশে মাথাচাড়া দেওয়া মৌলবাদীরা যে এক ঢিলে দুই পাখি মারার কৌশল নিয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। অন্তর্বর্তী সরকার ও বাংলাদেশের পুলিশ-প্রশাসনে সংখ্যালঘু বিদ্বেষ জাঁকিয়ে বসা নিয়েও দ্বিমত প্রকাশের পরিসর ছোট হয়ে আসছে।

বাংলাদেশে ইসকনের প্রাক্তন সদস্য চিন্ময় কৃষ্ণদাসকে সোমবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে মামলা হয়েছে। শনিবার গ্রেপ্তার হয়েছেন আরও এক ব্রহ্মচারী। নাম শ্যামদাস প্রভু। তিনিও ইসকনের প্রাক্তন সদস্য। এদিন চট্টগ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। দিনকয়েক আগে জেলবন্দি চিন্ময় কৃষ্ণদাসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন শ্যামদাস। তাঁর গ্রেপ্তারির কারণ জানা যায়নি। বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তার দাবিতে যেসব সাধু-সন্ন্যাসী সরব হয়েছেন, শ্যামদাস তাঁদের অন্যতম। প্রাক্তন সদস্যের গ্রেপ্তারি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইসকন। এদিন কলকাতায় সংগঠনের মুখপাত্র রাধারমণ দাস বলেন, 'আজ আরও একজন ব্রহ্মচারী শ্যামদাস প্রভুকে চট্টগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার দাবিতে রবিবার বিশ্বজুড়ে প্রার্থনা ও কীর্তনের ডাক দিয়েছে ইসকন। দেড়শোর বেশি দেশে এদিন ভক্তরা ইসকনের মন্দিরে জড়ো হয়ে নাম-গান করবেন। ভারত, বাংলাদেশ ছাড়াও এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকার বহু দেশে হবে প্রার্থনা ও কীর্তন। এক্স পোস্টে রাধারমণ দাস লিখেছেন, '১৫০টির বেশি দেশ এবং অগণিত শহরে লক্ষ লক্ষ ইসকন ভক্ত এই রবিবার, ১লা ডিসেম্বর, বাংলাদেশি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করতে জড়ো হবেন।'

- রবিবার বিশ্বজুড়ে প্রার্থনা ও কীর্তনের ডাক দিয়েছে ইসকন। দেড়শোর বেশি দেশে এদিন ভক্তরা ইসকনের মন্দিরে জড়ো হয়ে নাম-গান করবেন
- ভারত, বাংলাদেশ ছাড়াও এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকার বহু দেশে হবে প্রার্থনা ও কীর্তন

এদিকে বাংলাদেশ হাইকোর্ট ইসকনকে নিষিদ্ধ করার আবেদন খারিজ করে দিলেও হিন্দু সংগঠনটির সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করছে বাংলাদেশ সরকার। শনিবার পর্যন্ত ইসকনের সঙ্গে যুক্ত অন্তত ১৬ জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। বিসিজি ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হিন্দু পড়ুয়াকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনিও ইসকনের সঙ্গে যুক্ত। পাশাপাশি প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগে কর্মরত বহু সংখ্যালঘু কর্মী-আধিকারিককে হয় বরখাস্ত নয়তো গুরুত্বহীন পদে বদলি করা হয়েছে বলে বাংলাদেশের হিন্দু নেতাদের দাবি।

ইউনূস সরকার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেও হিন্দুদের মন্দির, ঘর-বাড়ি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত হওয়ার একের পর এক ঘটনা সামনে আসছে। শুক্রবার অন্তত ৩টি মন্দিরে হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে মৌলবাদীরা। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে এক হিন্দু ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সেই সময়

এরপর ষোলোর পাতায়

রায়গঞ্জ আদালত চত্বরে প্রতিবাদ আইনজীবীদের

'ঘুষ' চেয়ে বিপাকে এসআই

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ৩০ নভেম্বর : ঘুষ চাওয়াকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়লেন পুলিশ অফিসার ও রায়গঞ্জ জেলা আদালতের আইনজীবী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার বিকেলে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে রায়গঞ্জ জেলা আদালত চত্বরে। আদালতের সব আইনজীবী ওই পুলিশ অফিসারকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। নিজের ভুল স্বীকার করে পালিয়ে বাঁচেন ওই পুলিশ অফিসার।

হেমতাবাদ এলাকার এক নাবালিকার সঙ্গে এক তরুণের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সম্প্রতি তারা পালিয়ে বিয়ে করে। নাবালিকার পরিবারের তরফে হেমতাবাদ থানায় অপহরণ ও ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ তদন্তে নেমে নাবালিকাকে উদ্ধার করলেও অভিযুক্ত তরুণ এখনও পলাতক। অভিযোগ, মামলার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার অভিযুক্ত তরুণের পরিবারের কাছ থেকে ঘুষ বাবদ ৩০ হাজার টাকা দাবি করেন। ইতিমধ্যে তাঁকে ১৬ হাজার টাকা দিয়েছে অভিযুক্তের পরিবার।

শনিবার দুপুরে অভিযুক্ত তরুণের বাবা ও মা আদালতে বিশিষ্ট আইনজীবী আশিস সরকারের কাছে আইনি পরামর্শ নিতে এসেছিলেন। সেই সময় ওই পুলিশ অফিসার ঘুষের বকেয়া টাকা না দেওয়ায় তাঁদের রীতিমতো হুমকি দেন। আশিসবাবুর সামনেই অভিযুক্ত তরুণের বাবা-মাকে জেলে পুরে দেওয়ার হুমকি দেন। প্রতিবাদ করেন আশিসবাবু। এনিয়েই গণ্ডগোলের সূত্রপাত। আশিসবাবুর সঙ্গে ওই পুলিশ অফিসার বচসায় জড়িয়ে পড়েন। তিনি অভব্য আচরণ করেন বলেও অভিযোগ। খবর পেয়ে বাকি আইনজীবীরা একে একে ঘটনাস্থলে জড়ো হন। তাঁদের সঙ্গেও ওই পুলিশ অফিসারের বচসা শুরু হয়। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চলে ঝামেলা। বেগতিক বুঝে আইনজীবীদের কাছে নিজের ভুল স্বীকার করে বাইক নিয়ে পালিয়ে যান ওই পুলিশ অফিসার।

ওই পুলিশ অফিসারের নাম রণজিৎ রায়। হেমতাবাদ থানায় সাব-ইনস্পেকটর পদে কর্মরত। অভিযুক্ত তরুণের বাবার বক্তব্য, 'আমার ছেলের সঙ্গে ১৭ বছরের এক নাবালিকার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারা বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়েও করে। এই ঘটনায় পকসো আইনে মামলা রুজু করে পুলিশ। আমার ছেলেকে যাতে গ্রেপ্তার না করা হয় তার জন্য রণজিৎ রায় ঘুষ বাবদ ৩০ হাজার টাকা চায়। আমি তাঁকে ১৬ হাজার টাকা দিই। বাকি ১৪ হাজার টাকা আজ দেওয়ার কথা ছিল। টাকা জোগাড় করতে পারিনি। দু'দিন সময় চেয়েছিলাম। তার মধ্যেই আদালতে এসে তিনি আমাকে আইনজীবীর সামনে জেলে পুরে দেওয়ার হুমকি দেন। আইনজীবীর সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন। এনিয়ে আমি এসপির কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করব।'

আইনজীবী আশিস এরপর ষোলোর পাতায়

পুলিশের কীর্তি

- হেমতাবাদ এলাকার এক নাবালিকার সঙ্গে এক তরুণের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সম্প্রতি তারা পালিয়ে বিয়ে করে
- নাবালিকার পরিবারের তরফে হেমতাবাদ থানায় অপহরণ ও ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ তদন্তে নেমে নাবালিকাকে উদ্ধার করলেও অভিযুক্ত তরুণ এখনও পলাতক
- মামলার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার অভিযুক্ত তরুণের পরিবারের কাছ থেকে ঘুষ বাবদ ৩০ হাজার টাকা দাবি করেন। ইতিমধ্যে তাঁকে ১৬ হাজার টাকা দিয়েছে অভিযুক্তের পরিবার

নার্সকে জুতোপেটা, গলায় ওড়নার ফাঁস

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩০ নভেম্বর : টিবি রোগীকে ওষুধ দেওয়া নিয়ে তর্ক-বিতর্ক। যার জেরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্তব্যরত এক কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদমর্যাদার এএনএম-কে আক্রমণ, বেধড়ক মারধর করা হয়। ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে ওই টিবি রোগীর আত্মীয় পরিজনদের দিকে।

রোগীর আত্মীয়রা ওই স্বাস্থ্যকর্মীর উপরে বেপরোয়া কায়দায় আক্রমণ চালায়। হেলমেট দিয়ে মারার পাশাপাশি জুতোপেটা করা হয়। এমনকি গলায় ওড়না জড়িয়ে শ্বাসরোধ করে আক্রমণকারীরা। ওই স্বাস্থ্যকর্মীর চিৎকার চেঁচামেচি শুনে গ্রামের লোকেরা ছুটে এসে রোগীর আত্মীয় পরিজনদের হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় মশালদহ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ওই স্বাস্থ্যকর্মীকে। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৫ নভেম্বর দুপুরে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লক এলাকার কোচপুকুর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে। মশালদহ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ওই ঘটনার পর পাঁচ দিন কাটলেও এখনও অধরা অভিযুক্তরা। এব্যাপারে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন। যদিও হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশের দাবি, অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ইতিমধ্যে এফআইআর করা হয়েছে।

৫ দিন পরেও অধরা অভিযুক্তরা

পুলিশ জানিয়েছে, গত ২৫ নভেম্বর কোচপুকুর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে মিলনগড়ের কোবাইয়া গ্রামের বাসিন্দা আকতারা বিবি টিবি রোগের ওষুধ নিতে আসেন। কর্তব্যরত কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট উম্মে জয়নাব তাঁকে জানান, সরকারি গাইডলাইন অনুযায়ী রোগের পরীক্ষা করে তবে ওষুধ নিতে হবে। আর এই কথা শুনে রোগীর স্বামী মইনুল হক এবং ছেলে শামিম আখতার ওই মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীর উপর চড়াও হয়। তাকে এলোপাতাড়ি কিলচড়, ঘুঁষি মারার পাশাপাশি হেলমেট দিয়ে আঘাত করে। শ্বাসরোধও করা হয়।

আক্রান্ত স্বাস্থ্যকর্মী উম্মে জয়নাব জানান, 'আমি এখনও আতঙ্কে আছি। দীর্ঘ ১৫ বছর আমি ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ করি। সরকারি গাইডলাইন অনুযায়ী যারা টিবি রোগী তাঁদের ওষুধ পেতে হলে নিয়মিত পরীক্ষা করাতে হয়। সেই কথাটা বলতেই আমার উপর চড়া হয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করে রোগীর আত্মীয়রা। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছি, কিন্তু ঘটনার পরে ৫ দিন কেটে গেলেও এখনও কেউ ধরা পড়েনি। আমি আশঙ্কায় আছি।'

বিএমওএইচ তাপস মুখোপাধ্যায় বলেন, 'খুব নিন্দনীয় ঘটনা। আমি ইতিমধ্যেই সমস্ত বিষয় জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে জানিয়েছি। পুলিশ প্রশাসনকেও জানানো হয়েছে।' ওই ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকার কড়া নিন্দা করেছেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি।

এরপর ষোলোর পাতায়

স্কুলে 'বিষাক্ত' ফল খেয়ে অসুস্থ ৬০ জন পড়ুয়া

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : বিষাক্ত ফল খেয়ে গুরুতর অসুস্থ ৬০ জন শিশু। এই খবর লেখা পর্যন্ত ২০ জন শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের রায়গঞ্জ মেডিকেলের সিসিইউ বিভাগে ভর্তি করা হয়। যদিও ওই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মেডিকেল সূত্রে খবর। অভিভাবকদের দাবি, কল্যাণ রায় নামে স্কুলের এক সহকারী শিক্ষকও ওই ফল খেয়ে কুনোর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

গুরুতর অসুস্থ শিশুদের মধ্যে রয়েছে পূজা রায় (৯), সুধেন রায় (৭), ধীরাজ রায় (৮), নিশা রায় (৯), জিৎ রায় (৯), পারমিতা রায় (৩), কোয়েল দাস (৩), লতা বর্মন (৬), দেবী দেবশর্মা (৮), মোহন বর্মন (৪) সহ আরও অনেকে। প্রত্যেকের বাড়ি কালিয়াগঞ্জ থানার পূর্ব গোয়ালগাঁও গ্রামে।

কালিয়াগঞ্জের বিমলপাড়া চাওনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস করতে গিয়েছিল ওই শিশুরা। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার সময় স্কুল ক্যাম্পাসের মধ্যে থাকা একটি গাছ থেকে বিষাক্ত ফল খেয়েই বমি করতে শুরু করে তারা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে স্কুল ক্যাম্পাসে। অভিভাবকরা তড়িঘড়ি স্কুলে গিয়ে অসুস্থ শিশুদের উদ্ধার করে প্রথমে কুনোর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখান থেকে বেশ কয়েকজনকে রায়গঞ্জ মেডিকেলে রেফার করে দেওয়া হয়। সবাই ওই স্কুলের প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া। অসুস্থ এক শিশুর কাকা বাজারু রায় জানান, 'আমার ভাইপো ও ভাইজি দু'জনেই আজ স্কুলে গিয়েছিল। স্কুল ক্যাম্পাসে থাকা একটি গাছের ফল খেয়ে ওরা বমি করতে শুরু করে।'

সন্তান কোলে চিকিৎসার জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলে।

আরেক অভিভাবক তুষার রায় বলেন, 'প্রায় ৬০ জন পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ায় কুনোর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩০ জনকে রায়গঞ্জ মেডিকেলে রেফার করা হয়েছে। ওই বিষফল খেয়েই অসুস্থ হয়েছে পড়ুয়ারা।' রায়গঞ্জ মেডিকেলের সহকারী অধ্যক্ষ প্রিয়ংকর রায় বলেন, 'এই মুহূর্তে ২০ জন শিশু সিসিইউ বিভাগে ভর্তি হয়েছে। সংখ্যাটি আরও বাড়বে বলে আমাদের অনুমান।'

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পা খোয়ানোর এতদিন পর হতাশ

শহিদ দিবসের প্রাসঙ্গিকতা কী, প্রশ্ন ক্ষুদিরামের

বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা ধরন্দা গ্রামের ভাঙাচোরা বাড়িতে দিন কাটে ক্ষুদিরাম নাহার। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকারের দাবিতে ভারতের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধে মাত্র ১৬ বছর বয়সে সেনাবাহিনীর সঙ্গে ময়দানে ঝাঁপিয়েছিলেন তিনি। ওই যুদ্ধের সময় আশ্রয়স্থল থেকে কোনও কাজে ধরন্দা গিয়েছিলেন। কাজ সেরে ফেরার পথে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর পোঁতা মাইন ফেটে ডান পা উড়ে গিয়েছিল তাঁর। কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচলেও ডান পা হারান তিনি।

বিধান ঘোষ

হিলি, ৩০ নভেম্বর : কয়েকদিন বাদেই বাংলাদেশ যুদ্ধের বিজয় দিবস। তার ক'দিন আগে হিলিতে অনুষ্ঠিত হবে সেই যুদ্ধের শহিদ দিবসও। কিন্তু বাংলাদেশ গঠনের পাঁচ দশক বাদে ওই দুই দিবসের প্রাসঙ্গিকতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। প্রতিবেশী দেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে হৃদয় ভারাক্রান্ত ওই যুদ্ধে জীবন বিপন্ন করে ভারতীয় সেনাকে সাহায্যকারী ক্ষুদিরামের। তিনিও হিলিতে শহিদ দিবস পালনের প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

হিলি থানার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত লাগোয়া ধরন্দা গ্রামের বাসিন্দা ক্ষুদিরাম নাহা। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকারের দাবিতে ভারতের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধে মাত্র ১৬ বছর বয়সে সেনাবাহিনীর সঙ্গে ময়দানে ঝাঁপিয়েছিলেন তিনি। ভারতীয় সেনাকে পথ দেখানো, ভারতীয়দের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া সহ নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ওই যুদ্ধের সময় আশ্রয়স্থল থেকে কোনও কাজে ধরন্দা গিয়েছিলেন। কাজ সেরে ফেরার পথে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর পোঁতা মাইন ফেটে ডান পা উড়ে গিয়েছিল তাঁর। কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচলেও ডান পা হারান তিনি। তার কয়েকদিন বাদেই পশ্চিম পাকিস্তানকে পর্যুদস্ত করে ভারতের বিজয় ও বাংলাদেশ গঠনের কথা শুনে পা হারানোর যন্ত্রণা ভুলেছিলেন। কিন্তু ওই ঘটনার ৫৪ বছর বাদে ছাত্র আন্দোলন, তার জেরে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও পলায়ন, সেদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিচলিত বৃদ্ধ ক্ষুদিরাম।

বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা ভাঙাচোরা এরপর ষোলোর পাতায়

> হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল। সেই অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানকে হারিয়ে ভারতের জয়ের কথা শুনে শান্তি পেয়েছিলাম। তারপরেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন হল। কিন্তু যার জন্য বাংলাদেশ পেল, তাঁর প্রতিই অকৃতজ্ঞ হয়ে গেল বর্তমান প্রজন্ম।
>
> **ক্ষুদিরাম নাহা**

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে পারেন। অপ্রিয় সত্যি কথা বলে সমস্যা পড়তে হতে পারে। নতুন ফ্ল্যাট কেনার সুযোগ আসবে। কন্যার বিবাহ স্থির হতে পারে। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ।

বৃষ : বাবা ও মা-কে নিয়ে তীর্থভ্রমণের সুযোগ আসবে। এই সপ্তাহে সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবেন। শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ সম্মানিত হতে পারেন। অকারণে কেউ আপনাকে উত্ত্যক্ত করতে পারে। মাথা ঠান্ডা রাখুন। সামান্য বিষয় নিয়ে সংসারে অশান্তি হলেও তা মিটে যাবে।

মিথুন : মায়ের শরীর নিয়ে উদ্বেগ বাড়বে। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা। শিক্ষার্থীরা এ সপ্তাহে ভালো ফলের আশা করতে পারেন। তীব্র ভোগেচ্ছাকে সামলে রাখুন। গৃহ সংস্কারের যোগ রয়েছে। নতুন গাড়ি কেনার শুভ সময়।

কর্কট : ব্যবসায়ে মন্দাভাব কেটে যাবে। অংশীদারি ব্যবসায় মতানৈক্য হলেও, অর্থাগমে খামতি থাকবে না। এ সপ্তাহে পরিচিত কোনো ব্যক্তির পরামর্শে কোনো সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। পেশাগত কাজে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। ভ্রমণের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। বিদেশে বাসরত সন্তানের জন্যে উদ্বেগ কাটবে। অপ্রিয় সত্যি বলে সমস্যায় পড়বেন।

সিংহ : এ সপ্তাহে ব্যস্ততায় কাটবে। ক্রীড়া ও রাজনীতির ব্যক্তিগণ এ সপ্তাহে বড়ো কোনো সুযোগ পাবেন। সৃষ্টিমূলক কাজের জন্যে সম্মানিত হতে পারেন। হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাকেও গুরুত্ব দিন। প্রয়োজনে পড়লেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

কন্যা : কাউকে অযথা উপদেশ দিয়ে সমস্যার তৈরি করবে। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে রাশ টানা দরকার। যে কোনো ব্যবসা এ সপ্তাহে ভালো ফল দিতে পারে। রাজনীতির ব্যক্তি হলে হঠাৎ কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।

তুলা : প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ফেলে পরে অনুশোচনা। বিদ্যার্থীরা এ সপ্তাহে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে পারেন। অতি ভোগলালসায় ক্ষতি। নতুন ব্যবসার জন্যে দূরস্থানে যাত্রা করতে হতে পারে। প্রেমে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ সমস্যা তৈরি করবে। অধিক পরিশ্রমে নতুন কাজ সম্পূর্ণ করতে পারলেও শরীর সমস্যা আনবে। পুরোনো কোনো কাজের জন্যে অনুশোচনা।

বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে এ সপ্তাহে নিজের কর্মদক্ষতার জন্যে উপযুক্ত সম্মান পাবেন। কর্মপ্রার্থীরা কাজের সুযোগ পাবেন। রাস্তায় চলতে খুব সতর্ক থাকুন। নতুন বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে হঠাৎ সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। বিপন্ন কোনো ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি লাভ। অধ্যাপক ও চিকিৎসকদের বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছাপূরণ হতে পারে।

ধনু : বহু দিনের প্রিয়জনকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। গুরুজনের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কেটে যাবে। হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তি। সংসারে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দ। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে স্বজন বিরোধের অবসান হবে। মা ও বাবার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

মকর : কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সম্পত্তি ক্রয় করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। সন্তানের পড়াশোনায় অগ্রগতি মানসিক শান্তি দেবে। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ। সাহিত্যিক ও সংগীতশিল্পীরা এ সপ্তাহে নতুন কোনো সুযোগ পেতে পারেন। বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছাপূরণ ঘটতে পারে।

কুম্ভ : ব্যবসা ভালো যাবে। সাংবাদিকদের জন্যে সপ্তাহটি শুভ। পাওনা আদায়ে সমস্যা হবে। গবেষণার কাজের স্বীকৃতি মিলতে পারে। দাম্পত্যের সমস্যা আরও বেশি জটিল হতে পারে।

মীন : সন্তানের বিদেশ যাত্রার বিষয় নিয়ে অহেতুক উদ্বেগ। নিজের বুদ্ধিমত্তার জন্যেই কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা প্রাপ্তি। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করবেন না। সংসারে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দ। সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে বিরোধে মনোকষ্ট। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সপ্তাহটিতে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

পাত্র চাই

■ রাজবংশী, 32/5'-2", M.A. পাশ, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। M.No. 8927026255. (C/113316)

■ ব্রাহ্মণ, 29+/5'-1", ফর্সা, সুশ্রী, M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য ব্রাহ্মণ, সঃ চাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 8768218905. (C/113568)

■ রবি দাস, SC, 31/5'-5", B.Sc. নার্স, কর্মরতা। উপযুক্ত সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9832662112. (C/113573)

■ বারুজীবী, B.A., Eng.(H), 32/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/111994)

■ পাল, 29/4'-11", M.A. (Regular), B.Ed., Computer (DCA), শ্যামবর্ণা, দেবগণ। সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9641402684, 8001847276. (C/111993)

■ SC, 38/5'-5", PG স্কুল শিক্ষিকা, Net Set, Ph.D.(R), সুন্দরী, ডিভোর্সি, উপযুক্ত উদার পাত্র কাম্য। (M) 9933025895. (C/112854)

■ কুলীন, কায়স্থ, অবিবাহিত, 30/5'-2", B.A. ইনকমপ্লিট। ফর্সা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (সরকারি চাকরি ডিভোর্সি হলেও চলবে)। বাবা রেলে আছেন। 7478489792, 8509028056, শিলিগুড়ি। (C/113575)

■ বারুজীবী, 21+/5'-1", স্নাতক, মাঙ্গলিক পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 26-30-এর মধ্যে চাকরিজীবী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। M : 7679048594. (S/N)

■ মাহিষ্য, 32/5'-2", Ph.D (Bengali), ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য কেঃ সঃ চাঃ, অফিঃ, Prof., KV-র শিক্ষক পাত্র কাম্য। Mobile - 8101268451. (C/113591)

■ ধূপগুড়ি নিবাসী, বারুজীবী, 26/5'-1", B.A., ফর্সা, স্লিম, সুশ্রী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/ চাকুরিজীবী পাত্র কাম্য। M : 8116833514. (A/B)

■ কায়স্থ, সুশ্রী, সংগীতজ্ঞা, 5'-4"/29+, পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে, উপযুক্ত ব্যবসায়ী, অনূর্ধ্ব 35yr. পাত্র কাম্য। পাত্রী B.A., M.A., B.Ed.। Mob : 8900505345, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (C/113594)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, নরগণ, 29/5'-3", ফর্সা কেঃ সংস্থায়, স্থায়ী মেডিঃ অফিসার (বদলিযোগ্য)। অমাঙ্গলিক, অদেবারি, অনূর্ধ্ব 35, ডাক্তার, কেঃ সঃ অফিসার, ইঞ্জিঃ, ব্যাংক কলকাতাস্থিত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। M : 9609993737. (A/B)

■ সাহা, শিলিগুড়ি, ফর্সা, স্লিম, 27/5'-2", হোটেল ম্যানেজমেন্ট পাশ, শিলিগুড়িতে কর্মরত পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 9933406265/ 8900700144. (C/113590)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, প্রতিষ্ঠিত, সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর মেয়ে, DOB : 01-01-1990, M.A., B.Ed., 5'-3", ফর্সা, সুদর্শনা, পারিবারিক ব্যবসায় অংশীদার হিসাবে নিজস্ব আয়। এমন পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। যোগাযোগ- 9434048912. (C/113477)

■ সূত্রধর, জেনারেল কাস্ট, বিএ পাশ, ৩৮/৫'-১", সংগীত শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সঃ/বেঃ সঃ চাকরিজীবী পাত্র চাই। যোগাযোগ- ৯০৬৪৭৫৭২৪০. (C/113110)

■ কায়স্থ 31/5'-2", M.Sc., Ph.D, কর্মরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসঃ, সুচাকুরে পাত্র কাম্য। 6289072143,7847097461. (C/113589)

■ নমঃশূদ্র, 25+/5'-2", M.A., B.Ed, DElEd, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। কোচবিহার। M : 8617429549.(C/113108)

■ ইংরেজিতে MA ফার্স্ট ক্লাস, বিএড সম্পন্না বিভিন্ন বড় বড় দেশীয় ম্যাগাজিনে লেখার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সুশ্রী ২৫+ কায়স্থ পাত্রীর জন্য (কেন্দ্রীয় ও রাজ্য) কর্মচারী (গ্রুপ-বি অফিসার) রায়গঞ্জের পাত্র চাই। পিতা স্কুলটিচার। কেবলমাত্র সরকারি চাকরিরত পাত্ররাই ফোন করিবেন। মোঃ 9733052076/ 9775435414. (K)

■ পাত্রী কায়স্থ, 44/5'-4", BA, ফর্সা, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা বা সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। M : 8116007272. (M/M)

■ পূঃ বঃ সাহা, বয়স 34+, উচ্চতা 5'-1'', M.A., B.Ed পাত্রীর জন্য দাবিহীন পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ কাম্য। M : 9434183574. (C/111998)

■ কায়স্থ, মধ্যবিত্ত, 22/5'-3", H.S. পাশ, সুন্দরী, শিক্ষিতা, ভদ্র ফ্যামিলির ঘরোয়া মেয়ের জন্য যোগ্য সুপাত্র কাম্য। (M) 7003763286. (C/113478)

পাত্র চাই

■ EB, কায়স্থ, দেবারি, মাঙ্গলিক, DOB : 29.11.90, 5'-2", অধ্যাপিকা (শিলিগুড়ি), M.Phil., Ph.D., 11-12 LPA, 38 মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ পাত্র চাই। W : 9475960688. (M/M)

■ কায়স্থ, জেনারেল, 33/5'-1", M.A., সরকারি চাকরিজীবী, প্রকৃত সুন্দরী, ফর্সা, ঘরোয়া পাত্রীর সরকারি চাকুরে পাত্র চাই। M : 9679373179. (S/C)

■ ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ, ২৮, ফর্সা, সুন্দরী, দেবারিগণ, এমএ, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য সুচাকুরে, স্বঃ বা অন্য বর্ণ পাত্র চাই। 8170979637. (C/112895)

■ B.Sc. নার্সিং, 26, CHO কর্মরত (গভঃ) ৫'-৫", লম্বা, ফর্সা, সুন্দরী, চিকিৎসক, গভঃ স্থায়ী চাকরির পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। সরাসরি যোগাযোগ নম্বর : 9474393661. (C/112900)

■ ঘোষ, আলিপুরদুয়ার, 34/5'-2", M.A. (Eng.), B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9734189905. (C/113701)

■ কায়স্থ দত্ত, একমাত্র কন্যা, 30+, ডক্টরেট, বৃষ রাশি, নরগণ, সুশ্রী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত (কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী)। উপযুক্ত (সরকারি/ বেসরকারি), সুশিক্ষিত, দাবিহীন পাত্র চাই। সরাসরি যোগাযোগ : 9650982659. (C/113581)

■ 27+ ফর্সা, 5'-3", M.A., কথক ও নিউট্রিশনে ডিপ্লোমা করা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9932480724. (C/112000)

■ কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, 28 বছর বয়সি, 5'-2" height, পাত্রী B.Tech., MNC-তে কর্মরত, পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা সরকারি অবসরপ্রাপ্ত, সুপাত্রীর জন্য উপযুক্ত সরকারি ও বেসরকারি পাত্র কাম্য। 080-69074907. (K)

■ ব্রাহ্মণ, 26+/4'-10", সিভিল ইঞ্জিনিয়ার পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিরত উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। (M) 7585978951. (C/113600)

■ ব্রাহ্মণ, 26+/5'-2", ফর্সা, পরমা সুন্দরী, M.A., B.Ed. (Eng.), একমাত্র কন্যার জন্য উচ্চ সরকারি আধিকারিক/সুপ্রতিষ্ঠিত সুদর্শন, ব্রাহ্মণ পাত্র চাই (জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য)। (M) 9832427133. (C/113604)

■ কায়স্থ, নরগণ, ৩৫/৫'-৩", M.A., D.Ed., উপযুক্ত পাত্র কাম্য, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 6294411077. (C/113603)

■ জেনারেল, 26/5'-2", B.Tech., স্লিম, সুন্দরী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য ইঞ্জিনিয়ার পাত্র কাম্য। (M) 7585852488. (C/113477)

■ কায়স্থ, 24/5', ফর্সা, সুন্দরী, D.El.Ed., GNM পাশ। B.A., Eng. Hons. দ্বিতীয় বর্ষ, পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র কাম্য। (M) 7029883757. (C/113112)

পাত্র চাই

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC, বড় বোন B.A., Eng. (H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng. (H), 32/5'-2", PNB ব্যাংকের স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/113477)

■ সাহা, ২৬/৫'-১", B.Sc. (Compu. Sc.), উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। উপার্জনশীল সুপাত্র চাই। (M) 9474273216. (C/113479)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, মকর, দেব, ২৮+/৫'-৫", M.Sc., B.Ed., Health Dept. চাকরিরত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। কোচঃ অগ্রগণ্য। Ph : 9475247544. (C/113479)

■ পঃ বঃ ব্রাহ্মণ মুখার্জি, ভরদ্বাজ গোত্র, শ্যামবর্ণ, সুশ্রী, 32/5', M.A. পাশ, উপযুক্ত সঃ চাঃ পাত্র চাই। (M) 8016561028. (S/N)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৭, ফর্সা, সুন্দরী, B.Tech., PWD-তে ক্লার্ক পদে কর্মরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/113478)

■ কোচবিহার নিবাসী, 1993 জন্ম, কায়স্থ, 5'-6", সরকারি চাকরিরতা পাত্রীর জন্য সঃ চাকরিজীবী/ বেঃ সঃ চাকরি/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9832640617. (C/113111)

■ ব্রাহ্মণ, 29/5'-3", M.A., D.El. Ed., ফর্সা, সুশ্রী, নামমাত্র ডিভোর্সি, বালুরঘাট নিবাসী, একমাত্র কন্যার জন্য সুপাত্র কাম্য। স্বঃ/অসবর্ণ চলবে। (M) 9609866303. (C/113605)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ২৫ বছর বয়সি, M.A. in ইংলিশ, সুন্দরী, পিতা সরকারি আধিকারিক ও মাতা গৃহবধূ। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/113478)

■ ডাক্তার (MBBS), চাকরিরতা, 29/5'-2", একমাত্র কন্যা। কায়স্থ, MD/MS ডাক্তার পাত্র চাই। (M) 8116816675. (C/113478)

■ দে, কায়স্থ, ফর্সা, 36/5'-6", প্রাইভেট, বিএড কলেজে কর্মরত, ডিভোর্সি (13 বছরের কন্যাসন্তান আছে), শিলিগুড়ি নিবাসী। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 6296148705. (C/113478)

■ সাহা, 26/5'-3", M.Sc., গভঃ এগ্রিকালচার গ্রুপ-B পদে কর্মরতা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। (M) 9733066658. (C/113478)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭ বছর বয়সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, প্রাইভেট ব্যাংকে চাকরিরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/113478)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, প্রাইভেট প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/113478)

পাত্র চাই

■ পাত্রী EB, SC, 29/5'-4", রাক্ষসগণ, B.Tech., MBA, সুদর্শনা, Kolkata-তে কর্মরতা, উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 8116780353, 6289429033. (C/113330)

■ পাল, 25/5'-1", B.A., B.Ed., M.A. পাঠরতা, স্লিম, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9832335401. (C/113483)

■ ব্রাহ্মণ, 34/5'-1", ফর্সা, সুশ্রী, গভঃ প্রাইমারি শিক্ষিকা (2010), পাত্রীর জন্য আলিপুরদুয়ার নিকটবর্তী সরকারি চাকুরে, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ সুপাত্র কাম্য। (M) 7908371782. (C/113702)

■ ব্রাহ্মণ, সাবর্ণ গোত্র, 30/5'-11", M.A., শিলিগুড়ি নিবাসী, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9800760808. (C/113485)

■ ফর্সা সুশ্রী, 29/5'2", M.Sc, Ph.D মালদাতে কলেজ শিক্ষিকা 32 এর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত চাকুরিরত পাত্র চাই। মালদা অগ্রগণ্য। 6295064985. (M/112557)

■ পাল, M.A, 33+/5', M.A (বাংলা), ফর্সা পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে /প্রঃ ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। Mob : 9614906228, রায়গঞ্জ। (M/112622)

■ রায়গঞ্জ, কায়স্থ, 34/5'2" সুশ্রী, শ্যামবর্ণা, স্লিম, মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে / ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। রায়গঞ্জ অগ্রগণ্য। M-7029021011. (M/112622)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 31/6', পিতা পেনশনভোগী, পিতা-মাতার একমাত্র পুত্র, রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য 5'-4"-8"/21-26'এর মধ্যে শিক্ষিতা, ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9641657361. (C/111996)

■ বিপত্নীক, 48+, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মী। উপযুক্ত সরকারি কর্মী/শিক্ষিকা পাত্রী চাই। (M) 9832516332, 7076854139. (C/113317)

■ নমশূদ্র, 33/5'-5", জুনিয়ার ইঞ্জিঃ, শ্যামবর্ণ, Pvt. Co.-তে কর্মরত। পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। শিলিঃ। (M) 9547413032. (C/113567)

■ পাত্র 33/5'-8", কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র সন্তান, মার্চেন্ট নেভির চিফ অফিসার, ক্যাপ্টেনের সার্টিফিকেট আছে। চাকরিজীবী সুদর্শন পাত্রের জন্য সুদর্শনা, উচ্চশিক্ষিতা, উপযুক্ত ৩১ বছরের মধ্যে পাত্রী চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। M : 9434885267/ 6297603233. (C/113574)

■ EB, কায়স্থ, 29+/5'-9", B.Tech. (IIT) MNC, Bangalore-এ উচ্চপদে কর্মরত, বাবা BSNL-এ কর্মরত, রুচিশীল পরিবারের পাত্রের জন্য সুযোগ্য পাত্রী কাম্য। 080-96141340. (K)

পাত্রী চাই

■ সাহা, B.Tech., 38/5'-10", Govt. Bank Manager-এর জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। জাতিভেদ নাই। 9641185545. (C/113570)

■ পোদ্দার (কুণ্ডু), 39+/5'-3", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 8759463336. (C/113318)

■ পাত্র দাস, 34+, গোত্র আলিম্মান, বেঃ সরকারি কর্মী। উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9832699331. (C/113319)

■ ব্রাহ্মণ, 29/5'-8", M.Sc., সুদর্শন, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের উচ্চপদে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য সুশ্রী, ব্রাহ্মণ, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী চাই। যোগাযোগ-9064205538, 7864987143. (C/113564)

■ EB, বৃশ্চিক, দেবারি, 32/5'-6", BE, Kol IT কর্মরত, এক ছেলে, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ৩১ মধ্যে শিক্ষিত, চাকরিজীবী পাত্রী কাম্য। 8918947176, অভিভাবকরা যোগাযোগ করবেন। (K)

■ কায়স্থ, 35 বয়স্ক, MBA পাশ, বিদেশি সংস্থায় বর্তমানে কলকাতায় কর্মরত (আদি বাড়ি কোচবিহার জেলায়), পাত্রের জন্য ২৮/২৯ বয়স্কা, শিক্ষিতা (দেবারিগণ বাদে) পাত্রী কাম্য। শীঘ্রই বিবাহ। Ph.No. 8927977484, যোগাযোগের সময় সন্ধে 6টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত। (C/113566)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, 31+/5'-7" (CSIR) সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে কর্মরত, পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 22 থেকে 25-এর মধ্যে। M : 8116450848. সরাসরি যোগাযোগ (5.30 P.M. to 10.30 P.M. (C/43583)

■ একমাত্র পুত্র, কায়স্থ, 30, B.A., 5'-5", সুদর্শন, ভদ্র, নেশাহীন, প্রপারে ত্রিতল বাড়ি, গাড়ি, প্রতিষ্ঠিত ভালো ব্যবসায়ী। ভদ্র, সাধারণ পাত্রী কাম্য। 9635715254. (C/113571)

■ বিশ্বাস, ৩৬/৫'-৫", B.A., ITI, আয় টিউশন ও ঘরভাড়া। ৩০-৩৪, কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 9064587607. (K/D/R)

■ কায়স্থ, 29/5'-7", B.A., M.R., সুদর্শন, বাবা-মা পেনশন প্রাপক, কোচবিহার শহর নিবাসী, নিজস্ব ত্রিতল বাড়ি। সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। M : 9851310107. (C/113104)

■ দত্তগুপ্ত 27+/5'-6", সুদর্শন, গ্র্যাজুয়েট, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী চাই। মোঃ 6296453424. (C/113588)

■ 36/5'-7", শিলিগুড়ি নিবাসী, M.Com, MBA, Gen Caste, ব্যবসায়ী পুত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী শিলিগুড়ির মধ্যে চাই। M : 8250618470. (K)

■ ব্রাহ্মণ 32/5'-3", ICT স্কুল শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য, উচ্চশিক্ষিত বা সঃ চাকরিজীবী সুশ্রী পাত্রী চাই। M : 9933472638. (C/113585)

পাত্রী চাই

■ পাত্র মাধ্যমিক পাশ, ৫'-৮", ৫২ বঃ ডিভোর্সি নিজের সাইকেল দোকান ও বাড়ি, ৪৫-এর মধ্যে ভদ্র পাত্রী কাম্য। M : 7047047232. (M/M)

■ পাত্র কায়স্থ 42 বৎসর 5'-5" শ্যামবর্ণ নিজস্ব গাড়ি চালক, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী চাই। M : 8768076899. (M/M)

■ রাজবংশী, 38/5'-5", H.S. পাশ, শিলিগুড়ি নিবাসী (মাসিক 30,000+) (মাথায় চুল কম আছে) পাত্রের জন্য H.S. পাশ ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। M : 98323-08987. (C/113580)

■ কর্মকার, 31+/5'-6.5", মেষ রাশি/ নরগণ, পূঃবঃ, আলিম্মান গোত্র, ব্যাঙ্গালোরে নামী কোঃ ইঞ্জিনিয়ার, স্থায়ী চাকরি। অনূর্ধ্বা 26, শিক্ষিকা, সুশ্রী, ফর্সা, 5'-4'', স্ববর্ণ/উচ্চ অসবর্ণ পাত্রী চাই। অভিভাবক স্বয়ং যোগাযোগ করিবেন। M :8967540876. (U/D)

■ নাথ, 32/5'-5", Coal India Limited (ECL), Asst. Manager, posted near Durgapur, Paschim Bardhaman. জলপাইগুড়িতে নিজ বাড়ি, কলকাতায় ফ্ল্যাট আছে। ভালো পরিবারের সুশ্রী, শিক্ষিতা, রুচিসম্পন্না পাত্রী কাম্য। M.No. 9434038848, 6290053160. (C/113601)

■ দাবিহীন দত্ত বণিক, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, H.S., 42+/5'-6", ঘরোয়া, ফর্সা, সুশ্রী 35 মধ্যে পাত্রী চাই। (M) 8250336960. (C/113476)

■ সেন, 43+/5'-2", M.A. Eng., B.Ed., TET পাশ, পার্ট টাইম শিক্ষক H.S. স্কুল, 60 বছর চাকরি + টিউশন + LIC, পাত্রী চাই। পাত্রী গরিব হলেও চলিবে। (M) 9474160904. (C/113329)

■ কায়স্থ, ৩২+/৫'-৫", B.A. অনার্স, Reliance IT, Slg.-তে কর্মরত। একমাত্র পুত্র, শিলিগুড়িতে নিজস্ব দুটি বাড়ি। এইরূপ পাত্রের জন্য সুন্দরী, কায়স্থ, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 7602031370. (C/113327)

■ পাত্র, মাহিষ্য, নরগণ, ৩৭/৫'-১১", গ্র্যাজুয়েট, জলপাইগুড়ি নিবাসী, শ্যামবর্ণ। নিজস্ব বাড়ি আছে। বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। পাত্রের জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। 8900315442, যোগাযোগের সময় : 12 P.M. to 6 P.M. (C/113325)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, মাহিষ্য 24+বিকম পাশ, নিজস্ব ওষুধের দোকান, নিজগৃহ, একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্যে প্রকৃত সুন্দরী 23-এর মধ্যে ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি সন্নিকটে অগ্রগণ্য। মোঃ নং 9832096013. (C/113321)

■ 32/5'-10", মকর, দেব, M.Sc., B.Ed., Private School Teacher 70K/Month। উপযুক্ত পাত্রী চাই। M : 8637803885. (U/D)

■ দাবিহীন, ব্রাহ্মণ, 37+/5'-5", B.Com. Pass, Hardware Diploma, ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্র, স্নাতক, স্মার্ট, কর্মঠ, সুমুখশ্রী, ফর্সা পাত্রী চাই। 9733262845. (C/113596)

■ পাত্র দাস, কায়স্থ, 30/5'-5", শিলিগুড়ি/কলকাতা নিজগৃহ। B.Tech., MS in Data Science, কলকাতা MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, B.Tech., MBA, MCA পাত্রী কাম্য। (M) 7001148091. (C/113597)

■ সাহা, হাইস্কুল শিক্ষক (মালদা), 48 বৎ/5'3" পাত্রের জন্য সঃ/অসবর্ণ 35 বৎ-এর মধ্যে সরকারি চাকুরিজীবী পাত্রী চাই। M-9733051528. সময়- 6-9 PM. (M/ED)

পাত্রী চাই

■ প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত রুদ্রজ ব্রাহ্মণ পরিবারের পাত্র, বয়স ৩৩+/৬'-১", স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, নিজস্ব Taxi-Cab ব্যবসা, মাসে ২০-২৫ হাজার আয়। পাত্রী চাই সুশ্রী, ২৩-২৬/৫'-৩" উর্ধ্বে। ডিভোর্সি, দালাল, শিলিগুড়ির মেয়ে নিষ্প্রয়োজন। Any Caste, দাবি নেই। পারিবারিক যোগাযোগ কাম্য। (M) 7063345575. (C/113323)

■ ব্রাহ্মণ, ৩৪/৫'-৫", নর, B.Com., বেঃ সঃ, শিলিগুড়িতে দুটি নিজস্ব বাড়ি, পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। 7407956952. (C/113592)

■ Gen., 27, MBBS, 6' (সঃ হাঃ ডাক্তার)। সুদর্শন এই পাত্রের সুন্দরী পাত্রী কাম্য। সঃ চাকুরে পাত্রী চলিবে। (M) 7001699369. (C/113593)

■ সম্ভ্রান্ত, কায়স্থ, নাগ, কলকাতা নিবাসী, 5'-5", সুদর্শন, B.Tech. (CS), IT সেক্টর, 7 LPA, পাত্রের অতিব সুমুখশ্রীযুক্তা, সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিতা, 21 অনূর্ধ্ব পাত্রী চাই। (M) 8240715576. (K)

■ সাহা, 32, B.A., 5'-8", প্রাঃ ব্যাংকের ম্যানেজার। ডিভোর্সি, সুদর্শন এই পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9126261977. (C/113593)

■ পঃ বঃ ব্রাহ্মণ মুখার্জি, ভরদ্বাজ গোত্র, শ্যামবর্ণ, সুশ্রী, 37/5'-7", M.A. পাশ, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 9434961138. (S/N)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 42/6', সুদর্শন, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 35, উঃ বঙ্গ নিবাসী, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9832608567 (6 P.M. to 10 P.M.). (C/112894)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 7679478988. (C/113478)

■ গন্ধবণিক দত্ত, 29/6', জলপাইগুড়ি, Software Engineer পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9832746697. (C/112898)

■ সাহা, 31/5'-4", ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9641402517. (C/113595)

■ কায়স্থ, বয়স 36+/5'-9", M.A., B.Ed., টিউশন এবং অন্য কাজ আছে, শিক্ষিতা, ভদ্র ঘরের ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 7001370839, 7797708905. (C/111999)

■ 34 বছর বয়সি, কোচবিহার নিবাসী, সরকারি ব্যাংক-এ উচ্চপদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য সুযোগ্য পাত্রী কাম্য। সত্বর বিবাহে আগ্রহী। 080-69074943. (K)

■ রাজবংশী, 34/5'-10", B.Tech., MNC (Delhi posted), 15 LPA, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বাবা Govt. Officer, পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। 080-69074907. (K)

■ ৩২ বৎসর, C.A/C.S, Bangalore (MNC)-তে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 8910449031. (K)

■ পাত্র রাজবংশী, 32/5'-9", গ্র্যাজুয়েট, রেলঃ ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ আধিকারিক, কোচবিহার শহরে নিজস্ব বাড়ি, সংস্কৃতিমনস্ক পরিবার। অনূর্ধ্ব 26 বছর, 5'-2"-3", ফর্সা, সুদর্শনা, ঘরোয়া পাত্রী (গ্র্যাজুয়েট) কাম্য। প্রকৃত ইচ্ছুক সমমনস্ক অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। (M) 7319593989, 9641384631. (C/113113)

■ কায়স্থ 5'-8", Software Engineer, Bangalore-এ কর্মরত, 30+, Package 10-12 lakh, পাত্রের জন্য সুশ্রী, Bangalore চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। শুধুমাত্র অভিভাবক ফোন করবেন। মোঃ 8337836673. (C/113584)

পাত্রী চাই

■ ফালাকাটা নিবাসী, 30/5'-6", Railway-তে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9635924555. (C/113484)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 38/5'-9", MBBS (Govt. Hospital) কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 8116521874. (C/113484)

■ পাত্র কায়স্থ, 30+/5'-6", MNC-তে কর্মরত, বাড়ি (শিলিগুড়ি) থেকে কাজ। অনূর্ধ্ব 27 পাত্রী কাম্য। (M) 8250771689. (C/113802)

■ কায়স্থ, ৩০+/৫'-৭" উচ্চতাসম্পন্ন MBA পাশ, শিলিগুড়ি নিবাসী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, মাস্টার ডিগ্রি, কায়স্থ পাত্রীর প্রয়োজন। যোগাযোগ- 9476155704. (C/113475)

■ কায়স্থ (কুণ্ডু), বয়স 30, উচ্চতা 5'-10", গ্র্যাজুয়েট, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা, কাটিহার (বিহার), নিজস্ব বাড়ি ও গাড়ি। একমাত্র পুত্রের জন্য সুশ্রী, সুন্দরী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 5'-4" - 5'-6" হলে ভালো। জাতিভেদ নেই। (M) 9749062068, 7631230448. (C/113477)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী সম্প্রদায়ের, শিক্ষিত, গভঃ ব্যাংকে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। সইচ্ছুক পাত্রীর পরিবার দেওয়া নম্বর-এ যোগাযোগ করতে পারেন। (M) 9836084246. (C/113478)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০, MD, গভঃ ডাক্তার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসার, এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। দাহিবীন। (M) 9874206159. (C/113478)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৬ বছর বয়সি, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রীর খোঁজ হচ্ছে। (M) 9330394371. (C/113478)

■ কায়স্থ, 33/5'-9", M.Sc. (Math), Ph.D., গভঃ কলেজের অধ্যাপক, পিতা Retd. Army Officer, ভদ্র ফ্যামিলির দাবিহীন পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। (M) 9432076030. (C/113478)

■ ধূপগুড়ি নিবাসী, ঘোষ, 35+/5'-6", প্রাথমিক শিক্ষক পাত্রের জন্য 5 ফুট,+25 উর্ধ্বে, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। M : 9775439859. W/A. (A/B)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, 34/5'-8", MCA, রেলের Asst. ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য অবিবাহিতা/ডিভোর্সি, সন্তান গ্রহণযোগ্য সুপাত্রী কাম্য। (M) 9330848518. (C/113478)

■ সরকার, 34, Area Manager (MR) উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9832527946. (C/113587)

■ সদগোপ, দক্ষিণ দিনাজপুর বালুরঘাট, বয়স 29+, উচ্চতা 5'-7", M.A. Honours, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, বালুরঘাট টাউনে নিজস্ব (Mustard Oil Mill), Trading ও Stoke ব্যবসা আছে। বাবার কৃষি জমিও আছে। এই একমাত্র ছেলের জন্য একটি সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। 9475612467, 7908350827. (C/113478)

■ পাত্র, SC, শিলিগুড়ি নিবাসী, B.Com. পাশ, 5'-2"/36+, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। দাবিহীন পাত্রী চাই। (M) 9832039258. (C/113482)

■ শিলিগুড়ি, EB, 30/5'-9", B.Com., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য যোগ্য, সুন্দরী, ফর্সা পাত্রী কাম্য। (M) 9832422180. (C/113483)

■ ব্রাহ্মণ, 31/5'-8", M.Tech., WBSECL Govt. দপ্তরে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9804807902. (C/113484)

■ কোচবিহার নিবাসী, 35/5'-8", সরকারি চাকুরে, উচ্চপদস্থ আধিকারিক পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9635575795. (C/113484)

■ মালদার প্রাঃ শিঃ (2012) 37+ নেশা ও দাবিহীন ব্রাহ্মণ পাত্র। অনূর্ধ্ব 33 ব্রাঃ/অব্রাঃ মালদার বাইরের সুশ্রী পাত্রী চাই। মোঃ - 7029200543. (M/112559)

■ ব্রাহ্মণ 49 হাইস্কুল শিক্ষক, অবিবাহিত। মালদা ও কলকাতায় বাড়ি। 34 মধ্যে সুন্দরী পাত্রী চাই। ডিভোর্সী নয়। গরিব ঘরের চলবে। M-8337838014. (M/ED)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ 35/5'4", High School Teacher, 21-28 মধ্যে, শিক্ষিত সুন্দরী ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। M-8797674127.(M-112558)

■ কায়স্থ, লম্বা, 31, ইঞ্জিনিয়ার, MNC তে কর্মরত। ফর্সা, লম্বা পাত্রী কাম্য। M- 9475312341. (M/112622)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 599/-. Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/113478)

ইংরেজবাজারে কাটমানি, রাজনৈতিক পক্ষপাতের অভিযোগ

আবাসে নাম বাতিলে 'অনিয়ম'

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৩০ নভেম্বর : এবার আবাস যোজনায় গরমিলের অভিযোগ ইংরেজবাজারের বিনোদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। আবাসের তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার কারণ হিসাবে কেউ কাটমানি, আবার কেউ রাজনৈতিক বিরোধিতার অভিযোগ তুলেছেন। এই অভিযোগের জেরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। বিজেপির অভিযোগ, শাসকদলের লোকজন টাকার বিনিময়ে আবাস যোজনার তালিকা তৈরি করেছে। যদিও পঞ্চায়েত প্রধানের দাবি, নির্দেশিকা পরিবর্তনের কারণে কিছু নাম বাতিল হতে পারে। তবে ওই ব্যক্তিরা পুনরায় বিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারেন।

এক উপভোক্তা ইস্তেকার মোমিন বলেন, 'ঘর পাইনি। তবে ঘরের জন্য নাম এসেছিল। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আমার কাছে ১০ হাজার টাকা চেয়েছিল। আমি টাকা না দিতে পারায় আমার নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। অথচ যাদের দোতলা বাড়ি, গাড়ি রয়েছে, আবাস যোজনার তালিকায় তাদের নাম রয়েছে। টালির বাড়ি থাকা সত্ত্বেও আমার নাম নেই। সার্ভে করতে লোক এসেছিল। আশা করেছিলাম, প্রকল্পের সুবিধে পাব। পাইনি।'

আরেক উপভোক্তা সায়েদ মোমিনের বক্তব্য, 'আমার সেলুন রয়েছে। আবাস যোজনার জন্য আবেদন করেছিলাম। সার্ভে চলাকালীন লোকজন আজ আসব, কাল আসব করে আমার বাড়ির সামনে দিয়ে তিনদিন ঘুরে গিয়েছে। প্রথমে তালিকায় আমার নাম ছিল। কিন্তু আজ দেখি, তালিকা থেকে আমার নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। অনেকের পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও অন্যদের কাঁচা বাড়ি দেখিয়ে তালিকায় নাম তুলে নিয়েছে।'

> সার্ভে চলাকালীন লোকজন আজ আসব, কাল আসব করে তিনদিন ঘুরে গিয়েছে। প্রথমে তালিকায় আমার নাম ছিল। আজ দেখি, তালিকা থেকে আমার নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। অনেকের পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও অন্যদের কাঁচা বাড়ি দেখিয়ে নাম তুলেছে।
>
> **সায়েদ মোমিন, উপভোক্তা**

রাকিম মোমিন নামে এক উপভোক্তা জানালেন, 'আমি শ্রমিকের কাজ করি। আমার কাঁচাবাড়ি। তালিকায় আমার নামও উঠেছিল। এখন দেখছি, তালিকা থেকে আমার নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। আমরা বিরোধী দল করায় আমাদের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে।'

বিনোদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রাজু মিয়াঁর দাবি, 'রাজ্য সরকারের তরফে প্রথমে নির্দেশিকা এসেছিল, যদি বাড়িতে একটিও ইট থাকে তবে তা বাতিল করা হবে। পরে আবার নির্দেশিকা আসে, ইট থাকলেও যদি টালির ছাদ থাকে তবে তা প্রকল্পের সুবিধে পাওয়ার যোগ্য। হয়তো এই মতভেদের জন্য যাদের আগে সার্ভে করা হয়েছে, তাদের নাম বাদ পড়েছে। তবে টাকার বিনিময়ে কিংবা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত এমন অভিযোগ আসেনি। এখনও পোর্টাল খোলা রয়েছে, যাঁদের নাম বাদ পড়েছে তাঁরা চাইলে পুনরায় বিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারেন।'

পারিবারিক অশান্তির জেরে বধূকে মারধর

কুমারগঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : কুমারগঞ্জের বাদকানাই এলাকায় পারিবারিক অশান্তির জেরে এক গৃহবধূ সহ তাঁর স্বামী ও সন্তানের উপর মারধরের অভিযোগ উঠেছে শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে। কারিমা বিবি নামে ওই গৃহবধূর দাবি, তাঁকে মারধর করতেন শ্বশুর, শাশুড়ি এবং দেওর। ঘটনায় কুমারগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন জখম গৃহবধূ। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

শুক্রবার কারিমা বিবির সঙ্গে তাঁর শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের তীব্র গণ্ডগোল বাধে। অভিযোগ, শ্বশুর নজরুল মণ্ডল, শাশুড়ি নুরনাহার বিবি এবং দেওর নবিউল মণ্ডল অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং ইট দিয়ে কারিমা বিবির পিঠে আঘাত করে। সেইসময় কারিমা বিবির ছেলে নাঈম মণ্ডল মাকে রক্ষা করতে গেলে তাকেও মারধর করা হয়। কারিমার স্বামী নুরজামান মণ্ডল বাড়ি ফিরে ঘটনার কারণ জানতে চাইলে তাঁকেও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়। ঘটনায় দুইজন প্রতিবেশীও যুক্ত রয়েছেন বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় কারিমা, তাঁর স্বামী নুরজামান এবং ছেলে নাঈমকে কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে কারিমা বিবি কুমারগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

নিরাপত্তায় মুড়ল আদিনা মসজিদ

গাজোল, ৩০ নভেম্বর : শনিবার আদিনার ছবিটা ছিল একেবারে আলাদা। গোটা এলাকা পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। কড়া নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা চত্বর। প্রবেশপথে বেশ কয়েকটি ফেস্টুনে লেখা রয়েছে 'কাজ চলছে'।

শুধু ছাড় ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের। তবুও শুধুমাত্র পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করতে হয়েছে তাঁদের। পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করছেন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। থমথমে এলাকায় সকলের চোখে প্রশ্ন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল বৃন্দাবনের সাধু হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজ শনিবার আবার আদিনায় আসতে পারেন। তাই এত আয়োজন প্রশাসনের।

তবে বিকেল পর্যন্ত আসেননি ওই সাধু। যদিও এই বিষয় নিয়ে মুখ খুলতে চায়নি পুলিশ। তবে এদিনের এই ঘটনার জেরে অনেকটাই ক্ষতির মুখে পড়েছেন বলে জানালেন স্থানীয় দোকানদাররা।

পুলিশের জালে তরুণ

কালিয়াচক, ৩০ নভেম্বর : বধূ নির্যাতনের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃতকে শনিবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতের নাম আনুয়ার শেখ (২৯)। তাঁর বাড়ি কালিয়াচকের দল্লুগ্রাম এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, মেহেনাজ খাতুন নামে এক গৃহবধূ শুক্রবার তাঁর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে আনুয়ার শেখকে গ্রেপ্তার করে কালিয়াচক থানার পুলিশ। ওই বধূর অভিযোগ, কয়েক বছর ধরেই তাঁর স্বামী ও শাশুড়ি বিভিন্নভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাচ্ছেন। সহ্য করতে না পেরে তিনি থানার দ্বারস্থ হন। কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরী বলেন, 'বধূ নির্যাতনের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতকে শনিবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।'

দুর্নীতি রোধে ফাইল ট্র্যাকিং

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৩০ নভেম্বর : ট্যাব কেলেঙ্কারিতে বিধ্বস্ত রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা। ছাত্রদের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ধরা পড়েছেন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, এমনকি সিএসপি মালিকরাও। সেই জালিয়াতির জাল গুটাতে যখন রাজ্য নতুন অ্যাপ বা সফটওয়্যার তৈরির চিন্তাভাবনা করছে, তখন ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করে রাজ্যকে দিশা দেখাল মালদা জেলা শিক্ষা দপ্তর। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক সহ সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দপ্তরে গিয়ে হয়রানির শিকার হতে হবে না। যে কোনও কাজের বর্তমান স্ট্যাটাস সহ সমস্ত বিবরণ জানতে পারা যাবে এই সিস্টেমের মাধ্যমে। এমন ব্যবস্থা রাজ্যে এই প্রথম। সফল হলে গোটা রাজ্যে এই ব্যবস্থা চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন।

শুক্রবার রাতে ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম সফটওয়্যারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে মালদায় আসেন শিক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন। রাত সোয়া ১০টা নাগাদ জেলা শিক্ষা ভবনে পৌঁছান তিনি। তাঁকে স্বাগত জানাতে জনা পঞ্চাশ শিক্ষক নিয়ে উপস্থিত ছিলেন মালদার ডিআই বাণীব্রত দাস। ফলক উন্মোচন করে ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেমের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। এরপর নিজে কম্পিউটারে বসে এই নতুন ব্যবস্থার খুঁটিনাটি ডেভেলপারদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেন। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'মালদার ডিআই-এর উদ্যোগেই এই জেলায় ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু হল। আজ সেই ব্যবস্থার উদ্বোধন হল। এই ব্যবস্থার ফলে কোনও শিক্ষক যদি তাঁর কোনও ফাইল শিক্ষা দপ্তরে জমা করে থাকেন, খুব সহজেই সেই ফাইলের সন্ধান পাওয়া যাবে। এতে প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকার উপকার হবে। অফিসের কর্মীদেরও সুবিধে হবে। এখন কোনও ফাইল ডিআই কিংবা এসআই অফিসে জমা হলে অনেক সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই ফাইল যদি নাম দিয়ে কম্পিউটারের নথিতে তোলা থাকে, তবে তা দ্রুত খুঁজে পাওয়া যাবে। মালদা থেকে এই ব্যবস্থা শুরু হল। আগামীদিনে হয়তো গোটা রাজ্যেই এই ব্যবস্থা চালু করা হবে।'

রাজ্যে প্রথম মালদা জেলায় উদ্যোগ শিক্ষা দপ্তরের

জেলা শিক্ষা দপ্তরের কর্মীদের একাংশ জানাচ্ছেন, সাম্প্রতিক সময়ে গোটা দপ্তরে কার্যত ঘুঘুর বাসা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শিক্ষক নেতাদের একটা অংশ গোটা দপ্তর নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। নিজেদের মর্জিমতো ফাইল বছরের পর বছর আটকে রাখতেন। তাঁরা সবাই শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকায় কর্মীদেরও কিছু করার ছিল না। এই সমস্ত নেতাদের জন্য এমন ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজন ছিল।'

ডিআই বাণীব্রত দাস জানিয়েছেন, 'এই সফটওয়্যারে নির্দিষ্ট ডকেট নম্বর দিয়ে সার্চ করলেই সেই ফাইল কোন টেবিলে, কার কাছে, কেন আটকে রয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য উঠে আসবে। ফলে কোনও শিক্ষকের ফাইলই দীর্ঘদিন দপ্তরে আটকে থাকবে না। জেলা শিক্ষা দপ্তরের তিনজন এই সফটওয়্যার তৈরি করেছেন।'

আঁকিবুকি। শনিবার মালদায় ছবিটি তুলেছেন স্বরূপ সাহা।

বাজেয়াপ্ত ট্র্যাক্টর, পলাতক চালক

কুমারগঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : কুমারগঞ্জ থানার পুলিশের অভিযানে শুক্রবার চাঁদপুর আত্রেয়ীর পাড় থেকে সরকারি রয়্যালটি ছাড়া বালিবোঝাই একটি ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ট্র্যাক্টরটি দ্রুতগতিতে চাঁদপুর ঘাট থেকে উঠছিল। অভিযানের সময় ট্র্যাক্টরচালক জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায়। পুলিশ ট্র্যাক্টরটি বাজেয়াপ্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়।

দীর্ঘদিন ধরে আত্রেয়ীতে পাম্প মেশিনের সাহায্যে বালি চুরির অভিযোগ ছিল। প্রশাসনের টানা অভিযানে গত কয়েকদিনে চুরির অভিযোগে বালিবোঝাই আরও চারটি ট্র্যাক্টর আটক হয়েছে। অভিযানে নেতৃত্ব দেন বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস এবং বিএলআরও ভিক্টর সাহা। তবে স্থানীয়রা চুরির মূলচক্রকে ধরার দাবি জানিয়েছেন। প্রশাসন জানিয়েছে, বালি চুরির বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

চাঁদা তুলে বিধায়কের এলাকায় রাস্তা মেরামতি

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : মেম্বার, পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা এই রাস্তা দিয়ে রোজ যাওয়া-আসা করেন। সেই রাস্তা বেহাল। অভিযোগ, প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান করে রয়েছে। তাই রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মনের বিধানসভা কেন্দ্রের সেতু সংলগ্ন রাস্তা মেরামতির জন্য তোলা হল চাঁদা। সেই টাকা দিয়ে কেনা হল সিমেন্ট, বালি পাথর। গ্রামের বাসিন্দারাই রাস্তা মেরামতি করলেন।

রায়গঞ্জ শহর থেকে একটু দূরে কুলিক নদীর ওপরে বামুহা সেতু। এই সেতু দিয়ে দিনরাতে কমপক্ষে ৩৫ হাজার মানুষ চলাচল করে। স্থানীয় বাসিন্দা বিষ্ণু সাহানি বলেন, 'এই রাস্তা দিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য, প্রধান চলাচল করেন। তাঁরা দেখেও না দেখার ভান করে বসে আছেন। এই সেতুতে ওঠার মুখের দু'দিকের রাস্তা ভীষণ খারাপ। সেতুর দু'ধারের রাস্তা উঁচু-নীচু হয়ে গিয়েছে। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। প্রশাসনের নজর নেই। বাধ্য হয়ে আমরা রাস্তা সারাইয়ে হাত লাগালাম।'

> এই রাস্তা দিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য, প্রধান চলাচল করেন। তাঁরা দেখেও না দেখার ভান করে বসে আছেন। এই সেতুতে ওঠার মুখের দু'দিকের রাস্তা ভীষণ খারাপ। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। প্রশাসনের নজর নেই। বাধ্য হয়ে আমরা রাস্তা সারাইয়ে হাত লাগালাম।
>
> **বিষ্ণু সাহানি, বাসিন্দা**

একই বক্তব্য গ্রামের আরেক বাসিন্দা রফিক আজমের। তাঁর কথায়, 'এই রাস্তায় রাতে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। টোটো, বাইক উলটে জখম হচ্ছেন অনেকে।' এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন আবগারি দপ্তরের এক চালক।

তাঁর মন্তব্য, 'এই সেতু দিয়ে ওঠা এবং নামা দুটোই বেশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এখন সারাই হচ্ছে। আমিও চাঁদা দিলাম। এরা সঠিক কাজই করছে।' চাঁদা দিয়ে খুশি স্থানীয় দুধ ব্যবসায়ী অনাথচন্দ্র সাউ। তিনি বলেন, 'এই রাস্তায় একাধিকবার দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রায়ই আমার দুধ পড়ে যেত।

যদিও এমন ঘটনা শুনে অবাক রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়শ্রী বর্মন। তিনি বলেন, 'গ্রামবাসী যৌথভাবে হাত লাগিয়ে নিজেদের কাজ নিজেরা করেছেন, এটা যথেষ্ট কৃতিত্বের। কিন্তু একবার আমাদের জানালে আমরাই করে দিতাম।'

চাঁদা তুলে রাস্তা মেরামতিকে তৃণমূল প্রশাসনের ব্যর্থতা বলে দাবি জানিয়েছে বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম। শাসকদলকে কটাক্ষ করে তাদের বক্তব্য, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী একজন ব্যর্থ বিধায়ক। এলাকার বাসিন্দাদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে পারছেন না। যদিও বিধানসভায় ব্যস্ত থাকায় হেমতাবাদের বিধায়ক তথা শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

এই প্রসঙ্গে রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি বলেন, 'ওই এলাকার বাসিন্দারা নিজেদের সমস্যা নিজেরা মিটিয়ে নিয়েছেন। এটা নিঃসন্দেহে খুব ভালো উদ্যোগ। পাশাপাশি গ্রামবাসী পঞ্চায়েতকে লিখিত আবেদন জানিয়ে রেখেছেন। আশা করছি, প্রশাসন অবশ্যই বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ করবে।'

বিষপানে মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : রায়গঞ্জ মেডিকেলে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ইটাহারের জয়হাটে। ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ শনিবার বিকেলে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মেডিকেলের মর্গে পাঠায়। মৃতের নাম জীতেন চৌড়ে (৪৫)।

পরিবারের দাবি, শুক্রবার সকালে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ওই ব্যক্তি। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে এবং পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। রায়গঞ্জ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। তবে কী কারণে ওই ব্যক্তি আত্মঘাতী হল তা বোঝা যাচ্ছে না। রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে।

পতিরামে সভা

পতিরাম, ৩০ নভেম্বর : শনিবার পতিরামে হয়ে গেল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভা। কলেজ ইউনিট গঠন সহ একাধিক বিষয়ে এদিনের সভায় আলোচনা হয়েছে। সভায় ছিলেন ব্লক ছাত্র পরিষদ সভাপতি শঙ্কু বক্সী, প্রাক্তন ছাত্রনেতা সুমনকুমার দাস, রুবেল মণ্ডল প্রমুখ।

চতুর্থ প্রয়াণ বার্ষিকী

কবিতা দাস
তিরোধান ১লা ডিসেম্বর 2020
তোমার স্মরণে শ্রী আশুতোষ দাস
ও সমগ্র পরিবার। শিলিগুড়ি।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

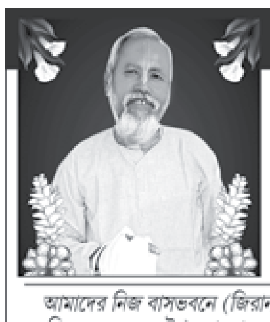

আমার পরমারাধ্য স্বামী/আমাদের পিতৃদেব
সুরেশ চন্দ্র রায়
(সুবল সখা দাসাধিকারী, দীক্ষিত নাম)
গত ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
(২২শে নভেম্বর, ২০২৪) শুক্রবার
সময়: বিকেল ৪:১৫ মিনিটে
সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন

আমাদের নিজ বাসভবনে (জিরানপুর) ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ (২রা ডিসেম্বর ২০২৪ ইং) সোমবার তাঁহার বিদেহী আত্মার অক্ষয় শান্তি কামনায় পারলৌকিক ক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি/আপনারা আমার স্বামী/আমাদের পিতৃদেবের আত্মার শান্তির বিধানে সবান্ধব উপস্থিত থাকিয়ে শ্রাদ্ধাদি কর্মদর্শন ও আগামী ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ (৬ই ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং) শুক্রবার, অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে মধ্য রাত্র পর্যন্ত নিয়মভঙ্গ ও মৎস্যমুখী অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আমাকে/আমাদের স্বামী/পিতৃদায় হইতে মুক্ত করিবেন।

শোকাহত পরিবারবর্গ
স্বপ্না রায় বর্মন, প্রিয়াংকা নারায়ণ রায় (পুত্রবধূ)
প্রতিমা রায় (কন্যা), অখিল বর্মন (জামাতা)
দীপাঞ্জনা রায়, লিজা বর্মন (নাতনি)
জ্যোতির্ময় বর্মন, প্রাচুর্য রায়, পার্থিব রায় (নাতি)

ভাগ্যহীনা
মধুমালা রায় (স্ত্রী)
মধুমালা দাসী (দীক্ষিত নাম)
ভাগ্যহীন
সমীর চন্দ্র রায় (পুত্র)
পার্থপ্রতিম রায় (পুত্র)

আমাদের পরিবারের শুভানুধ্যায়ীগণ, যাদের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারলাম না, আপনারা অবশ্যই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

জয়ী ঘাসফুল

মোথাবাড়ি, ৩০ নভেম্বর : মালদা জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্মচারী সমবায় সমিতির ভোটে জয় লাভ করল তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন। মালদা টাউনহলে আয়োজিত এই ভোটে নটি আসনের মধ্যে নটিতে জয়লাভ করে তৃণমূল কর্মচারী ফেডারেশন। সদস্য সংখ্যা ২৬৯। ভোট দিয়েছেন ২৪২ জন। সংগঠনের জেলা সম্পাদক চিরঞ্জীব মিশ্র জানিয়েছেন, 'এই কোঅপারেটিভ সোসাইটি কর্মচারীদের স্বার্থে কাজ করবে।'

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

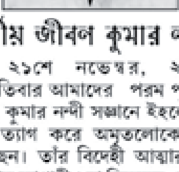

স্বর্গীয় জীবন কুমার নন্দী

গত ২১শে নভেম্বর, ২০২৪, বৃহস্পতিবার আমাদের পরম পূজনীয় জীবন কুমার নন্দী সজ্ঞানে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে অমৃতলোকে গমন করেছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় আগামী ২রা ডিসেম্বর, ২০২৪, সোমবার তাঁর পারলৌকিক ও আদ্যশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নিজ বাসভবন রবীন্দ্রনগর শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হবে এবং আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৪, বুধবার সায়াহ্নে নিয়মভঙ্গ (মৎস্যমুখী) অনুষ্ঠান 'রবীন্দ্র সংঘ ক্লাব প্রাঙ্গণ', রবীন্দ্রনগর শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শ্মশানবন্ধুদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য। ব্যক্তিগতভাবে সকলের নিকট উপস্থিত হতে না পারার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী

শোকস্তব্ধ ঃ
কনা নন্দী (স্ত্রী)
সৌমেন নন্দী (পুত্র)
তন্দ্রা নন্দী (পুত্রবধূ)
সোমা বসু (কন্যা)
প্রণয় বসু (জামাতা)
সৌমিতা নন্দী (নাতনী) অভিজিৎ বসু (নাতি)
এবং পরিবারবর্গ
মো ঃ 8927993554

ডাকাতির ছক বানচাল

ডালখোলা, ৩০ নভেম্বর : ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া বিহারের তিন দুষ্কৃতীকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে একটি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, বেশ কিছু ধারালো অস্ত্র সহ লক্ষাধিক টাকা উদ্ধার করা হয়। ধৃতদের নাম মহম্মদ সামসুল, মোহন পাল ও সুমিত কুমার। তিনজনই বিহারের যোগবাণী থানা এলাকার বাসিন্দা।

শুক্রবার গভীর রাতে ডালখোলা থানার দক্ষিণ মহম্মদপুর বাইপাস এলাকা সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে সন্দেহভাজন একটি নম্বরবিহীন ছোটো গাড়িকে আটক করে পুলিশ। গাড়িতে সেই সময় তিনজন তরুণ ছিল। তাদের সঙ্গীরা বিপদ বুঝে আগেই চম্পট দেয়। আটক হওয়া গাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। গাড়ি থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

এছাড়া গাড়ি থেকে বেশ কয়েকটি ধারালো অস্ত্র, নগদ তিন লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা ও একাধিক মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। নম্বরবিহীন গাড়ি সহ উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও টাকা নিজেদের হেপাজতে নেয় পুলিশ। এরপরেই গাড়িতে থাকা তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশের অনুমান, ওই তিনজন ডাকাতির উদ্দেশ্যে ওই এলাকায় এসেছিল। শনিবার গ্রেপ্তার হওয়া তিন তরুণকে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

পাশাপাশি, তদন্তের স্বার্থে তাদের হেপাজতে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে ডালখোলা থানার পুলিশ। ধৃতদের সঙ্গে আর কে বা কারা জড়িত আছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দগ্ধ হয়ে প্রাণ গেল বৃদ্ধার

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : স্টোভে দুধ গরম করার সময় আগুন তাপতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার দেবীনগরে। শনিবার বিকেলে ওই বৃদ্ধার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। মৃত বৃদ্ধার নাম পুষ্পরানি ঘোষ (৭৫)। বাড়ি রায়গঞ্জের দেবীনগর এলাকায়।

পরিবারের দাবি, শুক্রবার সকালে দুধ গরম করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হন ওই বৃদ্ধা। তাঁকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। রায়গঞ্জ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার ভোর রাতে মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধার।

মৃত বৃদ্ধার ছেলে তপন ঘোষ বলেন, 'দুধ গরম করতে গিয়ে স্টোভের আগুন মায়ের কাপড়ে ধরে যায়। এরপর মায়ের চিৎকার শুনে ছুটে গিয়ে মাকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করি। শনিবার ভোররাতে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শল্য বিভাগে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হয় মায়ের।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা রসিদ সেখ - কে 01.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 85A 39325 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি জাদুকরী উপায়ে আমার জীবনকে অপ্রত্যাশিতভাবে বদলে দিল। ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার সুসংবাদ পেয়ে আমার শরীরে আলাদা একটা কম্পনের অনুভূতি হয়েছিল। আমি ডিয়ার লটারির সততা বুঝতে পেরে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এমন একটি সুন্দর প্রকল্প পরিচালনার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বন্ধের খতিয়ান

- রামঝোরা - ৩১ অক্টোবর ২০২৩
- দলমোর - ১৫ অক্টোবর ২০২৩
- কালচিনি-১ নভেম্বর ২০২৩
- লংকাপাড়া- ২০১৫ সাল থেকে

শ্রমমন্ত্রীর কথা শুনে প্রশ্ন কর্মহীন চা শ্রমিকদের

‘আমাদের বাগান কোন রাজ্যে’

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন ও সমীর দাস

বীরপাড়া ও কালচিনি, ৩০ নভেম্বর : সংবাদদাতার মুখে শ্রমমন্ত্রীর মন্তব্য শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন কালচিনির পরিত্যক্ত রায়মাটাং চা বাগানের শ্রমিক লালচাঁদ লোহার। শুক্রবার বিধানসভায় শ্রমমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, রাজ্যে এই মুহূর্তে কোনও চা বাগান বন্ধ নেই। একথা শুনে লালচাঁদের প্রতিক্রিয়া, ‘আরে বলেন কী! আমাদের বাগানটা রাজ্যের বাইরে নাকি? বাগান তো গত বছরের ১২ অক্টোবর থেকে বন্ধ। শ্রমিকরা কমিটি গড়ে পাতা বিক্রি করছিলেন।’ সোমবার থেকে সেটাও বন্ধ হবে বলে তিনি জানান।

অন্যদিকে বাগান খোলা না বন্ধ, সে প্রশ্ন শুনে শনিবার বীরপাড়ার বন্ধ রামঝোরা চা বাগানের কর্মী তথা তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের বাগান ইউনিটের সভাপতি জয়হিন্দ গোঁসাইও তেড়েফুঁড়ে বলে উঠেছিলেন, ‘বাগান তো বন্ধ।’ এরপরই তাকে জানানো হয়, স্বয়ং শ্রমমন্ত্রী বলেছেন, কোনও বাগান বন্ধ নেই। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে

বন্ধ চা বাগানগুলির অন্যতম রায়মাটাং। ছবি : সমীর দাস

ঢোঁক গিলে জয়হিন্দের মন্তব্য, ‘মালিক তো বাগান বন্ধ করার নোটিশ দেয়নি। বিনা নোটিশে বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছে। অর্থাৎ বাগানটি পরিত্যক্ত।’ বোনাস নিয়ে শ্রমিক অসন্তোষের জেরে গত বছরের ৩১ অক্টোবর রামঝোরা ছাড়ে মালিকপক্ষ। ৬ নভেম্বর সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ জারি করা হয়।

এদিকে, গত বছরেরই ১৫ অক্টোবর থেকে বন্ধ দলমোড় চা বাগান। তৃণমূলের বীরপাড়া-২ অঞ্চল কমিটির সভাপতি বিষ্ণু ঘাতানির ছেলে দলমোড়ের কর্মী। মন্ত্রীর বক্তব্য প্রসঙ্গে বিষ্ণুর সচতুর মন্তব্য, ‘আসলে মালিক দলমোড় ছেড়ে গেলেও অন্য একজন ব্যক্তি টাকা বিনিয়োগ করে কয়েকমাস ধরে বাগান চালাচ্ছেন। তাই বাগানে কাজ হচ্ছে না একথাও বলা যায় না।’ সেইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, ‘তবে আমাদের দাবি, বাগান ছেড়ে চলে যাওয়া মালিকের লিজ বাতিল করে নতুন মালিকের হাতে বাগানের দায়িত্ব দিতে হবে।’ এছাড়া, ২১ বছর বন্ধ থাকার পর গত বছরের ১৫ মার্চ খুলেছিল বীরপাড়ার ঢেকলাপাড়া চা বাগান। তবে গত বছরেরই ১১ সেপ্টেম্বর আর্থিক লোকসানের কারণ দেখিয়ে বাগান ছাড়ে মালিকপক্ষ। বাগান শ্রমিক কুনো বেদিয়ার মন্তব্য, ‘বাগান বন্ধ। প্রচুর গাছ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমাদের ভাত জোটানো মুশকিল হয়ে পড়েছে।’

২০১৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে বন্ধ লংকাপাড়াও। অবশ্য শনিবার মন্ত্রীর মন্তব্যের আবার ব্যাখ্যা খাড়া করেছেন পরিত্যক্ত রায়মাটাং চা বাগানের শ্রমিক কল্পনা ওরাওঁ। তাঁর বক্তব্য, ‘বাগান বন্ধ হওয়ার পর কমিটি গড়ে চা পাতা তুলছি আমরা। ওই পাতা বিক্রি করে দৈনিক ২০০ টাকা করে পাচ্ছি। তাই হয়তো কারও মনে হচ্ছে বাগানটি খোলা রয়েছে।’ কালচিনি চা বাগানও পরিত্যক্ত গত বছরের ১ নভেম্বর থেকে। ওই বাগানের শ্রমিক অনীতা ওরাওঁয়ের আক্ষেপ, ‘গত ২০ বছরে অন্তত ১২-১৪ বার বাগানটি বন্ধ হয়েছে, খুলেছে। আপাতত শ্রমিকদের কমিটি কাঁচা পাতা তুলে বিক্রি করছে।’ শ্রমিকদের কেউ কেউ অন্য চা বাগানে অস্থায়ী শ্রমিকের কাজ করছেন, কাজের জন্য একটা বিরাট অংশ ভিনরাজ্যেও পাড়ি দিয়েছেন বলে তিনি জানান। সুমতি ওরাওঁ নামে কালচিনি চা বাগানের আরেক শ্রমিকের মন্তব্য, ‘আমাদের দুর্দশা শেষ কবে হবে জানি না। বন্ধ বাগানে কাজ করে ২০০ টাকা করে পেলেও অন্য পরিষেবা তো সব বন্ধ।’ একথা বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এগিয়ে যান তিনি।

সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপে ওয়াগন থেকে ড্রাফট গিয়ার অ্যাসেম্বলি নামানো এবং ওঠানো

টেন্ডার নং. : আইএমএফ-এমপি-পিএলজি-এনবিকিউএস-৫৫৪, তারিখ : ২৮-১১-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; কাজের নাম : সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ বঙ্গাইগাঁও -এ ওয়াগন থেকে ড্রাফট গিয়ার অ্যাসেম্বলি নামানো এবং ওঠানো। কাজের আনুমানিক খরচ : ১,১১,৬৯,৯০০/- টাকা, বিড সিকিউরিটি : ২,০৫,৯০০/- টাকা, উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৯-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

সিডব্লিউএম, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/২৯/২০_২০২৪/কে/৯৮১, তারিখ : ২৮-১১-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. : ২০_২০২৪; কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনে ২ বছরের জন্য কাশিপেত তৈরি এবং ক্ষমতার ডিজেল জেনারেটিং সেটের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য : ৩৫,৩৯,০৯৪/- টাকা; বায়না মূল্য : ৭০,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২৩-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য ২৩-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আজ টিভিতে

শুরু হচ্ছে **লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ** সোম থেকে রবি সন্ধ্যা ৬ **সান বাংলা**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ, সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ একান্ত আপন, দুপুর ২.৫০ মেজবউ, বিকেল ৫.৩০ সংঘর্ষ, রাত ৮.২৫ প্রজাপতি, রাত ১১.২৫ পরিণীতা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ রাখী পূর্ণিমা, বিকেল ৪.২০ দেবী, সন্ধ্যা ৭.৫০ জিও পাগলা, রাত ১১.০০ হামি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ নবাব নন্দিনী, দুপুর ১.০০ ওগো বিদেশিনী, বিকেল ৪.০০ বাদশা-দ্য ডন, সন্ধ্যা ৭.০০ শুভদৃষ্টি, রাত ১০.০০ ভিলেন

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মনে মনে, সন্ধ্যা ৭.৩০ আশ্রয়

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বিরোধ

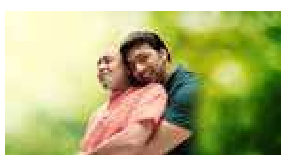

প্রজাপতি রাত ৮.২৫ **জি বাংলা সিনেমা**

উরি : দ্য সার্জিকাল স্ট্রাইক সকাল ১০.৫৪ **অ্যান্ড পিকচার্স**

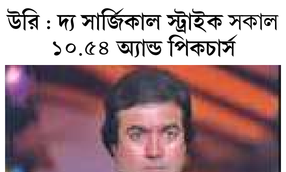

বিরোধ বিকেল ৩.০৫ **আকাশ আট**

ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ারে **ওগো বিদেশিনী** দুপুর ১ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

কেন্দ্র-রাজ্যের উদ্যোগে নারকেল চাষে উৎসাহ

কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে রাজ্য ও কেন্দ্রের নারকেল উন্নয়ন পর্ষদ, কেন্দ্রীয় ফসল রোপণ গবেষণাকেন্দ্রের অধিকর্তারা।

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গে নারকেলকে বাণিজ্যিকভাবে চাষের আওতায় আনার উদ্যোগ নিল রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নারকেল উন্নয়ন পর্ষদ। ধানের পাশাপাশি পতিত ও অনুর্বর জমিতে উত্তরবঙ্গের সমতল এলাকায় কৃষকদের মধ্যে নারকেল চাষে গুরুত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ফড়েদের থেকে চাষিদের রেহাই দিতে নারকেল ও নারকেল গাছ থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রীর মজুতকরণকেন্দ্র বিভিন্ন কৃষি উৎপাদক সংস্থার হাতে দেওয়ার উদ্যোগ করা হয়েছে। শুক্রবার জলপাইগুড়ির রামশাইতে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে নারকেল বিষয়ক সেমিনারের সেখানে রাজ্য কেন্দ্রীয় নারকেল উন্নয়ন পর্ষদের উপঅধিকর্তা ডঃ অমিয় দেবনাথ সেকথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘উত্তরবঙ্গে কোনও চাষি আলাদাভাবে জমিতে নারকেল চাষ করেন না। কিন্তু গৃহস্থের বাড়িতে একটা-দুটো করে নারকেল গাছ আছে। নারকেলের ডালপালা, শিকড়, ছোবা, সবকিছু দিয়ে বিভিন্ন হস্তশিল্পের সামগ্রী তৈরি করা যায়। চাষিদের ফসল যাতে ফড়েদের হাতে কোনও মতে না যায় সেজন্য কৃষি উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে নারকেল, ডাব ও নারকেলজাত সামগ্রীর পৃথক মজুতকরণকেন্দ্র চালু হবে।’ বাজারে সামগ্রী বিক্রির বিষয়টিও দেখবেন বলে তিনি জানান। জলপাইগুড়ির মোহিতনগরে উত্তরবঙ্গের একমাত্র নারকেল গবেষণাকেন্দ্র রয়েছে। এখানকার প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট ডঃ অরুণ শিটের কথায়, ‘গবেষণাকেন্দ্রে নারকেল চাষের ফাঁকে হলুদ, দারচিনি, এলাচ, গোলমরিচ ও আদা জাতীয় মশলার গাছ লাগিয়ে কৃষকরা উপরি-আয় করতে পারেন। সেই বিষয়টি রামশাইয়ের সেমিনারে কৃষকদের বোঝানো হয়েছে।’

রামশাই কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট ডঃ বিপ্লব দাস জানান, নারকেল উন্নয়ন পর্ষদ ও কেন্দ্রীয় ফসল রোপণ গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় চাষিদের নারকেল চাষ নিয়ে প্রশিক্ষণ ও সেমিনার করা হয়। ধান চাষের বাইরে অধিক উৎপাদনের জন্য নারকেল চাষে গুরুত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। উন্নত জাতের নারকেল চারা কৃষকদের দেওয়া হবে। নারকেল চাষের মিশ্র চাষভিত্তিক খামার করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। উন্নত মানের নারকেল চারা বণ্টন ছাড়াও সরকারি ভরতুকিতে চাষের প্রসারে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

পর্যটকদের হাতি দর্শন

চালসা, ৩০ নভেম্বর : হেমন্তের শিরশিরে ভাবটা আস্তে আস্তে কনকনে আমেজে বদলে যাচ্ছে। সিলিং ও টেবিল ফ্যানেদের বার্ষিক শীতঘুমের প্রস্তুতি চূড়ান্ত। ওদিকে স্কুল-কলেজের পরীক্ষা শেষের পথে। এইসময় অনেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছেন এদিক-ওদিক ঘুরতে যাওয়ার। আর এই ঘুরতে যাওয়ার জায়গা হিসেবে পর্যটকদের তালিকার বেশ ওপরেই থাকে ডুয়ার্স।

আর সেখানে ঘুরতে এসে সকলেরই প্রত্যাশা থাকে বুনো জীবজন্তু দর্শনের। কিন্তু সেই ইচ্ছা যে এভাবে পূরণ হতে পারে, সেটা আর কে-ই বা জানত। শনিবার সাতসকালে জনবহুল এলাকায় আচমকাই এসে পড়ে একটি হাতে। আর তাকে দেখতেই মানুষের ভিড় উপচে পড়ল।

মেটেলি ব্লকে উত্তর ধূপঝোরার আজগড়পাড়ায় হাতি বেরিয়েছে খবর চাউর হতেই আশপাশের রিসর্টগুলোতে থাকা পর্যটকরা ভিড় জমান। শুক্রবার রাতে পানঝোরা জঙ্গল থেকে একটি হাতি খাবারের সন্ধানে ঢুকে পড়ে উত্তর ধূপঝোরায়। রাতভর লোকালয়ে থাকার পর শনিবার সকাল ছয়টা নাগাদ হাতিটি আজগড়পাড়া হয়ে পানঝোরা জঙ্গলে ঢুকে যায়।

অনেকেই হাতির যাওয়ার সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেন। গত কয়েকদিন ধরেই ওই এলাকায় লাগাতার হাতির আগমন ঘটছে। এখন জমিতে ধান নেই, তাই খাবারের খোঁজে লোকালয়ে হানা দিচ্ছে হাতি। তবে এদিন হাতিটি এলাকার সেরকম কিছু ক্ষতি করেনি। স্থানীয় এরশাদ আলি বলেন, ‘এদিন হাতিটি সকাল ছয়টা নাগাদ জঙ্গলে চলে যায়। গত কয়েকদিন ধরে হাতিটি এলাকায় আসছে।’

e-TENDER NOTICE

Office of the BDO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT No: BANARHAT/EO/NIT-005/2024-25.** Last date of online bid submission 09/12/2024 Hrs. 06.00 P.M. respectively. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
BDO, Banarhat Block

সিগনালিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস-২০২৪-কে-২৫, তারিখঃ ২৮-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১; টেন্ডার নং: এস-২০২৪-কে-২৫, কাজের নামঃ কাটিহার ডিভিশনে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিন কাজের (বারসই জলপাইগুড়ি-কিষাণগঞ্জ সেকশনে পিকিউআরএস ও উন্নিত মেশিন ওয়ার্ক) সময় সিগনালিং কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৩৮,৮০,৪৭০.৭২ টাকা; বায়না মূল্যঃ ৭৭,৬০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ২০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ১০ অগ্রহায়ণ, ১ ডিসেম্বর ২০২৪, ১৫ অঘোন, সংবৎ ১৫ মার্গশীর্ষ বদি, ২৮ জমাঃ আউঃ।সূঃ উঃ ৬।৫, অঃ ৪।৪৮। রবিবার, অমাবস্যা দিবা ১১।১৭। অনুরাধানক্ষত্র দিবা ২।৪৫। সুকর্মাযোগ রাত্রি ৫।৩৮। নাগকরণ দিবা ১১।১৭ গতে কিন্তুঘ্নকরণ রাত্রি ১১।৪৪ গতে ববকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ২।৪৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ১১।১৭ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ১০।৬ গতে ১২।৪৭ মধ্যে কালরাত্রি ১।৬ গতে ২।৪৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৭।৪১ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, দিবা ১১।১৭ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১২।৪৭ গতে ২।৪৫ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন পঞ্চামৃত বিপণ্যারম্ভ, দিবা ২।৪৫ গতে ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস। বিশ্ব এইডস দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১ গতে ৯।৮ মধ্যে ও ১১।৫৬ গতে ২।৪৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৩ গতে ৯।২১ মধ্যে ও ১২।২ গতে ১।৫০ মধ্যে ও ২।৪৮ গতে ৬।৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২৭ গতে ৪।১০ মধ্যে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

CINEMA সিনেমা

শিক্ষা

■ দ্রুত ইংরেজি শেখার অপূর্ব সহজ আকর্ষণীয় পদ্ধতি। শিখতে চাইলে দেখা করুন। ফোন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/113478)

মিউচুয়াল ট্রান্সফার

■ আমি আলিপুরদুয়ার district, কামাখ্যাগুড়ির স্কুলে Asst. teacher (জীবন বিজ্ঞান), (Female) কর্মরতা (IX-X)। শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন স্কুলে Mutual transfer-এর মাধ্যমে যেতে আগ্রহী। Mob : 9749047958/ 8900505345. (C/113599)

ভর্তি

■ নার্সিং/ফিজিও/ল্যাব-টেক কোর্সে ভর্তি চলছে। গৌরী সেবাপীঠ। শিলিগুড়ি -9832055957. ব্রাঞ্চ- কোচবিহার : 8293384885. H/o- 8240279759. (C/113326)

■ শিলিগুড়ি উচ্চতর বালক বিদ্যালয়ের 2025 সালের পঞ্চম শ্রেণির বাংলা/ইং- মাধ্যমের ফর্ম ০২/১২/২৪-১০/১২/২৪ পর্যন্ত দেওয়া ও নেওয়া হবে। - প্রধান শিক্ষক। (C/113477)

■ ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠ-এ পঞ্চম শ্রেণিতে সীমিত আসনে ভর্তির আবেদনপত্র প্রদান ও গ্রহণ করা হবে ৯/১২/২০২৪ থেকে ১৪/১২/২০২৪ পর্যন্ত। (C/113808)

লিজ

■ জলপাইগুড়ি জেলা, শিলিগুড়ি কর্পোরেশনে FL/CS Shop License লিজে চালাতে চাই। M : 8293239288. (C/113582)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ ইংরেজি ও বাংলা টাইপ কম্পিউটারে যত্ন সহকারে করা হয়। মহামায়াপাড়া, জলপাইগুড়ি। ৯৮৩২৩-৭৯৯৪৩. (C/112893)

CALENDAR/DIARY

■ সস্তায় ক্যালেন্ডার, ডায়েরির পাইকারি প্রতিষ্ঠান। ‘স্বস্তি প্রিন্টিং প্রেস,’ পার্ক প্যালেস, H.C. রোড, শিলিগুড়ি। M : 9832083404. (C/113420)

জ্যোতিষ

■ শ্রীপার্থ শাস্ত্রী গ্রহদশা সম্বন্ধীয় যে কোনও সমস্যা সমাধানে সিদ্ধহস্ত। ফোনে সম্পূর্ণ প্রতিকার জানুন। বুকিং - 8509350910. (C/113541)

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা - 501/-। (C/113476)

ভাড়া

■ 2400 sq.ft. নীচতলা অফিস/ব্যাংক ভাড়া দিতে চাই। শিলিগুড়ি, ভারতনগর। Ph. 8967911441. (C/113569)

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ায় (বিবেকানন্দ স্কুলের পিছনে) দুই কামরার ঘর ভাড়া দিতে চাই। M : 9733121580. (M/G)

■ ইসলামপুর, স্টেশন রোড (চৌরঙ্গি মোড়) 2440+2755 sq.ft. দোকান ভাড়া দেওয়া হবে। 9733292976, 9434373731. (C/113806)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ কম দামে কেজি দরে ঢেউ টিন পাওয়া যাচ্ছে। M : 9832387689. (C/113485)

ভ্রমণ

কোচবিহার ট্রাভেল

■ ইজিপ্ট-২২/১২, ভিয়েতনাম-৩/৩, সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়া- ১৬/৩, শ্রীলঙ্কা-১০/৩, ১৭/৫, জাপান-৪/৪, সাউথ আফ্রিকা- ১২/৬, কেনিয়া- ২৪/৭, ইউরোপ-২৮/৯, কাশ্মীর-২২, ৩১/৩, ৯/৪। M : 7797473127.

ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ রাজস্থান 21/12, কেরল 5/2, মধ্যপ্রদেশ 9/2, কাশ্মীর 17/4, অরুণাচল 16/4, হিমাচল+অমৃতসর 22/3 ও যেকোনও দিন আন্দামান। 9733373530. (K)

চিকিৎসা

■ প্রখ্যাত নিউরোলজিস্ট প্রফেসর পাহাড়ী ঘোষ আগামী 14 ও 15 ডিসেম্বর 2024 শিলিগুড়িতে রোগী দেখবেন। ‘শিলিগুড়ি মেডিকেল হল।’ 0353-2538844/96092-25864. (C/113485)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার অতুলপ্রসাদ সরণি সংহিতা আবাসনে 2 BHK ফ্ল্যাট 3rd ফ্লোরে 999 sq.ft গ্যারাজ সহ বিক্রি। সত্বর যোগাযোগ M: 8250040839. (C/113485)

■ শিলিগুড়ি সুকান্তপল্লিতে 3.5 কাঠা জমিতে 1200 sq.ft. বাড়ি বিক্রয়। দালাল নিষ্প্রয়োজন। Ph. 9475927057. (C/113324)

বিক্রয়

■ 3 BHK, 1300 sq.ft flat (2nd & 3rd floor) for sale at Lake Rd, Lake Town, Siliguri possession April 2025. M : 94344-67236/94340-44340. (C/113485)

■ সাহুডাঙ্গি পাঘালু পাড়ায় 4 কাঠা 1 ছটাক জমি বিক্রি আছে। M : 6296699138. (C/113582)

■ Shop for sale Iskon Road Siliguri 544 sq.ft & 340 sq.ft. 8670572035. (C/113328)

■ বালুরঘাট পতিরাম তিন কোনা মোড় পথের সাথির উলটো দিকে বাইপাস রোডে 99 শতক জমি বিক্রয়। Ph. 8906976424. (C/113322)

■ হাকিমপাড়া শান্তিমোড়ের কাছে 950 স্ক. ফিট টপ ফ্লোর বিক্রি আছে। সাহুডাঙ্গি পাগলুপারা প্রতি কাঠা 3 লাখ 50 হাজার, ৬ কাঠার একটু কম বিক্রি আছে। 9832300498, 8918086879.(C/113565)

■ নিউটাউন পাড়া, জল, বালাজী কনস্ট্রাকশন, 1st Floor, 2 BHK, 900 sq.ft, শিবু চন্দ M : 8016402203. (C/112896)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭ ১/২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। একদিকে ১৮' রাস্তা, অন্যদিকে ৮ ১/২ রাস্তা ও ৮ ১/২ রাস্তায় ২ কাঠা জমি বিক্রি হবে। M : 9735851677. (C/113474)

■ শিবমন্দির হালের মাথায় 3 কাঠা এবং 2 কাঠা জমি বিক্রয়। দূরত্ব 1.5 KM মূল্য = 8 লক্ষ প্রতি কাঠা। M : 7478998997. (M/M)

■ শিলিগুড়ি পিসি মিত্তাল বাসস্ট্যান্ডের মার্কেটের ভেতর ফ্রন্ট সাইড দোকান ঘর 250 sq.ft. বিক্রয় হবে, দালাল নহে। M : 96141-79827. (C/113476)

বিক্রয়

■ দার্জিলিং রোডে দাগাপুরে লোকনাথ মন্দির নিকটে দোকান বিক্রয়। M : 9339264128/ 9832079570. (C/113477)

■ হাকিমপাড়া শিলিগুড়িতে 24 ফিট রাস্তার পাশে 2 কাঠা জমি সহ বাড়ি বিক্রয়। 9475757215. (C/113479)

■ শিলিগুড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়াম নিকট Ground Floor 500 sq ফিট ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে। 9064051617. (C/113476)

ক্রয়

■ সারদা বিদ্যামন্দির নকশালবাড়ির জন্য একটি ভালো কন্ডিশন-এর ৪২ সিট- এর বাস আবশ্যক। দালাল ছাড়া সত্বর যোগাযোগ করুন। ফোন নম্বর - 9800867990/ 9476479410. (C/B)

কর্মখালি

■ রেস্টুরেন্টে বাসন ধোয়া-মাজার, ঘর পরিষ্কারের জন্য লোক চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি। বেতন - 7000/- M : 9749570276. (C/113483)

■ স্বামী-স্ত্রী চাই, শিলিগুড়িতে সংসারের কাজের মহিলা ও কার ড্রাইভার। মোট বেতন 21000/- খাওয়া ছাড়া। 7797712353. (C/113483)

■ শিলিগুড়িতে রাত-দিন থেকে বাড়ি ও বাগানের কাজের জন্য একজন অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন। M : 8106519954/ 8918094730.

■ Wanted Exp. Sales Exe. For Milk. M :8918173870. (C/113598)

■ নামী হোটেলের অভিজ্ঞ Cook, Room Boy ও Manager চাই। শিলিগুড়ি। M : 8250661108. (C/113478)

কর্মখালি

■ Need D. Pharm in Medical shop in Siliguri. Yearly Rs. 48000/- . Contact- 9800015121/ 7063097488. (C/113563)

■ রিসর্ট-এ কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি যোগাযোগ করতে পারেন হাউস কিপিং ও Cook Assistant-এর জন্য। 8777429067/ 9831080272 Mail id subratasrkr41@gmail.com (K)

■ শিলিগুড়ি থেকে 20 কিলোমিটার বাইরে জলপাইগুড়ি NH রোডের পাশে লাইন হোটেলে লোক লাগবে। রান্নার কুক/ওয়েটার। M : 8617046238. (C/113803)

■ Goodricke School for Special Education, Siliguri. Require - Counsellor, Physiotherapist, Occupational Therapist. Apply to - gsse@goodricke.com (C/113478)

■ Require Manager with Tally Experience. Contact-9679495146. (C/113476)

■ শিলিগুড়িতে মেটাল পাথর ভাঙার জন্য পুরুষ/মহিলা লেবার চাই। M : 9832012224. (C/113476)

■ সবসময় বাড়িতে থেকে কাজের জন্য মহিলা চাই। হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। বেতন Rs. 9000/- Ph. 9932942110. (C/113481)

■ Application are invited for Headmaster and A.T. in English of **Uttar Banga Public School (High School)**. Apply along with necessary testimonials within 15 days. Address : Kamalpur-Babla, Meherapur, Malda, 732207. Email id : ubps2007@gmail.com, Contact : 9851747798/ 9734220947/ 9433607673. (M-112564)

কর্মখালি

■ ডিজিটাল মিডিয়ায় ক্যামেরাম্যান, রিপোর্টারের কাজ শিখতে চান? মাসিক স্টাইপেন্ড। স্নাতক, শিলিগুড়ির বাসিন্দা চাই। ৭ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন, আমুদরিয়া নিউজ- ৯৮৩২৪-৯৪৯৪১। (C/113478)

■ Urgently required Office Executive in Slg. 9733076132. (C/113480)

■ রিপেয়ারিং শিখুন মাত্র ১ বছরে। ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ, AC, ওয়াটার পিউরিফায়ার, গিজার। নিশ্চিত কাজের সুযোগ। ফোন- 9836710994 (M-112566)

REQUIRED

VIVEKANAND MISSION VIDYAPEETH, MADHOPUR, MADHUBANI, BIHAR & VIVEKANAND MISSION VIDYAPEETH JUNIOR, MADHUBANI, BIHAR.

REQUIRE NTTs/PRTs/TGTs/PGTs for all subjects. Handsome salary with perk. Mail your resume on vmvmadhubani@yahoo.com & vmvjuniormdb@gmail.com within 10 days. **Call :- 88040 79409 / 97981 86417.** Only shortlisted candidates will be invited for the interview.

কর্মখালি

■ Needed Computer Teacher for Dagapur (Siliguri) Vocational School to teach computer Basis, Data entry and Tally must, Mail CV at niswarth123@gmail.com, Mobile : 9126927227. (C/113476)

WE ARE HIRING AT HONDA TWO WHEELERS

Alipurduar - Walk In Interview 4.00 PM to 5.30 PM on 4th Dec 2024 (Wednesday)
- Network Manager
- Service Advisor
- Sales Executives.

Birpara - Walk In Interview 10.00 AM to 2.00 PM on 4th Dec 2024 (Wednesday)
- Sales Exe
- Service Advisor
- Spare Parts Manager
- Receptionist
- Cashier/Billing Exe
- Mechanics
- CR
- Branch Manager

Call for Enquiry : Mr Somit - 70015 45027

ViDa India - SpaceGen

manufacturer of Premium Plastic Furniture & Allied Products

INVITES APPLICATIONS / RESUMES FOR

SALES PERSONNEL

@ various roles at Assam & North Bengal. SALARY : Negotiable
Min 2 - 3 years of work experience in similar / related industry

APPLY @
vidaindiaofficial@gmail.com | sujit48971@gmail.com

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জমি নিয়ে গণ্ডগোলের জের রাধিকাপুরে

প্রতিবেশীর সশস্ত্র হামলায় মৃত এক

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : আম, কাঁঠাল গাছের মধ্যে ১২ শতক জমিসহ টিনের ঘর কার দখলে থাকবে? তা নিয়েই দুই প্রতিবেশীর মধ্যে আড়াই বছর ধরে বিবাদ। এনিয়ে আদালতে মামলাও হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে কালিয়াগঞ্জ ভূমি দপ্তরের এক আরআই ঘটনার তদন্তে রাধিকাপুর অঞ্চলের জগদলা গ্রামে যেতেই যেন বারুদের স্তূপে আগুনের ফুলকি পড়ে। যুযুধান দু'পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। হঠাৎ ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক পক্ষ আরেক পক্ষের উপর চড়াও হয়। অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত হন বেশ কয়েকজন। তাঁদের একজন শুক্রবার গভীর রাতে রায়গঞ্জ মেডিকেলে মারা যান। এই ঘটনায় জড়িত থাকার দায়ে দু'জনকে শুক্রবারই গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখার্জি জানিয়েছেন, 'দু'পক্ষের তরফেই অভিযোগ দায়ের হয়েছে। শুক্রবারই দুই অভিযুক্ত জীবনকুমার রায় ও হারাধন রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার ধৃতদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হয়েছে। শনিবার দেবেন রায় নামে আরেকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খোঁজ চলছে।'

শনিবার জগদলা গ্রামের সবার মুখে কুলুপ। হঠাৎ কান্নার আওয়াজ এক ঝটকায় চিনিয়ে দিল, জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে মৃত সরল রায়ের বাড়ি। ঘরের বারান্দায় খুনিদের আজীবন কারাবাস চেয়ে অঝোরে কাঁদছিলেন সরলের স্ত্রী প্রতিমা রায়। জানালেন, '১২ শতক জমির দলিল আমাদের। শুধুমাত্র রেকর্ডের বলে আশারাম রায় ও তাঁর পরিবার আমাদের এই জমিসহ টিনের ঘর দখলের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। কোর্টে কেস হয়েছিল। গতকাল ভূমি দপ্তর থেকে এক আধিকারিক আসেন। তাঁকে আমরা সমস্ত কাগজপত্র দেখালেও ওরা কোনও কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। আশারামের পরিবার আগেই শাবল, কুড়ুল, হাঁসুয়া, রামদা নিয়ে আমাদের মেরে ফেলার পরিকল্পনা করে প্রস্তুত ছিল। কাগজপত্র দেখাতে না পেরে ভূমি দপ্তরের আধিকারিকের সামনেই আমার স্বামী সহ পরিবারের অন্যদের উপর ওরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।'

> ওরা কোনও কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। আশারামের পরিবার আগেই শাবল, কুড়ুল, হাঁসুয়া, রামদা নিয়ে আমাদের মেরে ফেলার পরিকল্পনা করে প্রস্তুত ছিল। কাগজপত্র দেখাতে না পেরে ভূমি দপ্তরের আধিকারিকের সামনেই আমার স্বামী সহ পরিবারের অন্যদের উপর ওরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
>
> **প্রতিমা রায়, সরলের স্ত্রী**

সরল রায়ের ভাইপো কনক রায় বলেন, 'মোট ১৬ শতক জমি ছিল। প্রফুল্ল রায় চার শতক জমি গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার করার জন্য দান করেন। আশারামরা জোর করে বাকি বারো শতক জমির চৌহদ্দিতে টিনের বেড়া দেয়। ওদের হামলায় মন্টু রায় ও চন্দন রায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।'

কালিয়াগঞ্জ ভূমি দপ্তরের আধিকারিক অমিতাভ মিশ্র জানান, 'পজিশন এনকোয়ারি করতে দু'পক্ষকে আগাম নোটিশ দিয়ে শুক্রবার দপ্তরের আরআই লিটন বসাক জগদলা গ্রামে গিয়েছিলেন। দু'পক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চলাকালীন পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেওয়ার আভাস পেয়ে তিনি আমাকে ফোন করেন। আমি লিটনবাবুকে এলাকা ছেড়ে চলে আসতে বলি।'

সড়কজুড়ে এখনও তোরণ

বুনিয়াদপুর, ৩০ নভেম্বর : একমাস হয়েছে কালীপুজোর। পুজোর জন্য বুনিয়াদপুর পুরসভার মালদা রোডে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর বসায় এলইডি লাইটের বড় বড় তোরণ। সেগুলি এখনও ওভাবেই রয়ে গিয়েছে। যান চলাচলে সমস্যা দেখা দিয়েছে। শহরের প্রাণকেন্দ্রেও তিনটি বাঁশের তোরণ এখনও খোলা হয়নি। ফলে দৃশ্যদূষণ হচ্ছে। যেকোনও সময় বড় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। অভিযোগ, পুর প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান করছেন।

পুরবাসী সমর দুবে জানিয়েছেন, 'ফুটপাথ দখল করে এক মাসের বেশি সময় বাঁশের তোরণ জাতীয় সড়ক দখল করে রয়েছে। ফুটপাথ দিয়ে চলাচল করা যাচ্ছে না। দুর্ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের পদক্ষেপ করা জরুরি।' লরিচালক চিত্ত সর্দার বলেন, 'জাতীয় সড়কে এভাবে বাঁশের গেট থাকলে আমাদের গাড়ি চালাতে বেশ অসুবিধে হচ্ছে। দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কোনওভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না।'

পুর প্রশাসক কমল সরকার বলেন, 'বিষয়টি নজরে এসেছে। উৎসব-অনুষ্ঠানের পর দীর্ঘদিন এভাবে জাতীয় সড়কের উপর বাঁশের গেট রাখা যায় না। খুব শীঘ্রই ক্লাবগুলোকে চিঠি দিয়ে গেট খুলতে বলা হবে। নির্দেশ না মানলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অভয়া মঞ্চের বৈঠক রায়গঞ্জে

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে যে সমস্ত সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের নিয়ে আজ জরুরি বৈঠক করলেন অভয়া মঞ্চের রাজ্য আহ্বায়ক ডাঃ তমোনাশ চৌধুরী। শনিবার রায়গঞ্জের সুপার মার্কেটে এই বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়। বৈঠকের শেষে রাজ্য আহ্বায়ক তমোনাশ চৌধুরী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। তিনি বলেন, 'আরজি করের ঘটনায় যে প্রতিবাদের সুর গড়ে উঠেছে, তাঁকে একসূত্রে বাঁধতে আজ রায়গঞ্জ শহরে সমবেত হয়েছি। আমাদের আন্দোলন থামেনি। আন্দোলন জীবিত আছে এবং আমাদের হৃদয়ে আছে।'

রক্তদান শিবির

বালুরঘাট ও বামনগোলা, ৩০ নভেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুর জুড়ে তীব্র রক্ত সংকট চলছে। চলতি মাসের মাঝামাঝি সময়ের পর সেই সংকট আরও বড় আকার ধারণ করেছে। রক্তের সংকট মেটাতে শনিবার দুপুরে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে দক্ষিণ দিনাজপুর ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম। বিশ্ব এইডস দিবসকে সামনে রেখে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে। এদিন শিবিরে ১৮ জন রক্তদান করেন। যার মধ্যে দু'জন মহিলাও ছিলেন। রক্তের সংকট মেটাতে সাধারণ মানুষকেও রক্তদানে এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছেন উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি ব্লাড সেন্টারের আধিকারিকরা।

বামনগোলা ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে রক্তদান শিবির হল। জগদলা অঞ্চলের যুব তৃণমূলের সহযোগিতায় রামপুর মাঠে শনিবার এই রক্তদান শিবিরে ৩০ জন রক্তদান করেন।

বধূ উধাও

বালুরঘাট, ৩০ নভেম্বর : দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে বছর বাইশের এক গৃহবধূর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় বুধবার চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বালুরঘাট ব্লকের চকভৃগু গোবিন্দপুর গ্রামে। মালদায় বোনের বাড়ি যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হন ওই বধূ। তারপর থেকে তিনি নিখোঁজ বলে তাঁর স্বামী থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে বালুরঘাট থানার পুলিশ ওই গৃহবধূ সহ সন্তানদের খোঁজ শুরু করেছে।

আমরা কাজ করি আনন্দে। শনিবার বালুরঘাটে ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

সংক্রমণের আশঙ্কা, ক্ষতির মুখে পালকরা

হাঁসের মড়কে উদ্বেগ দক্ষিণ দিনাজপুরে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৩০ নভেম্বর : পোষ্য হাঁসের লাগামছাড়া মৃত্যুতে মাথায় হাত পড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের হাঁস পালকদের। এই জেলায় কার্যত হাঁসের মড়ক শুরু হয়েছে। বালুরঘাট সহ তপন, কুমারগঞ্জ ব্লকেও মাত্রাতিরিক্ত হারে হাঁসের মৃত্যু ঘটছে। গত তিনদিনে একেক জন পালকের গড়ে দশটি করে হাঁস মারা যাচ্ছে। ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে হাঁস পালকদের। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর।

গ্রাম বাংলায় এখনও হাঁস, মুরগি পালন করে আয়ের পথ খোঁজেন প্রচুর মানুষ। প্রতি বছর শীত শুরুর আগে কিছু হাঁস মারা যাওয়ার খবর আসে। কিন্তু এবছর মৃত্যুর হার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। জেলার একাধিক ব্লকে যথেচ্ছ হারে হাঁস মারা যাওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। হাঁস পালকরা চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বললেও সঠিক রোগের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও পশু চিকিৎসকদের তরফে প্রয়োজনীয় ওষুধ তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তবে ওষুধ খাওয়ানোর পরেও অধিকাংশ হাঁস সেরে উঠছে না। আক্রান্ত হাঁসগুলি প্রথমে সারাদিন ঝিমিয়ে থাকছে। তারপর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। হাঁসের মলের রং স্বাভাবিক হলদে রংয়ের পরিবর্তে সাদা হচ্ছে। কিছুদিন পর হাঁসগুলি মারা যাচ্ছে বলে জানাচ্ছেন পালকরা। হাঁস অসুস্থ হলেই অনেক পালক বিক্রি করে দিচ্ছেন। অনেকে সেই হাঁস খেয়ে নিচ্ছেন। ফলে মানুষের মধ্যেও এই রোগের প্রকোপ দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা।

তপন ব্লকের মহাদেববাটীর বাসিন্দা সায়ন সরকার বলেন, 'গ্রামে একাধিক বাড়িতে প্রচুর পোষ্য হাঁস মারা গিয়েছে। আশপাশেও হাঁস মরার খবর পাচ্ছি। এখনও পর্যন্ত এলাকায় পশু চিকিৎসকদের দেখতে পাইনি। এখন হাঁস অসুস্থ হলেই ক্ষতি আটকাতে খেয়ে নিচ্ছে অনেকেই।'

কুমারগঞ্জ ব্লকের বাঁসরা এলাকার বিল্টু মণ্ডলের বক্তব্য, 'আমার বাড়িতে ১৮টি হাঁস ছিল। বর্তমানে মাত্র চারটি হাঁস বেঁচে রয়েছে। সব হাঁস কয়েকদিনের মধ্যে মারা গিয়েছে। সুস্থ হাঁস হঠাৎ ঝিমোতে শুরু করছে। তারপরেই মরে যাচ্ছে। চিকিৎসকরা ওষুধ দিয়েছিলেন। তবু বেশিরভাগ হাঁস মারা গিয়েছে। তাঁরাও সঠিক রোগ বলতে পারছেন না। অনেক ক্ষতি হয়ে গেল।'

বালুরঘাট ব্লকের খানপুরের হাঁস পালক পম্পা দাসের কথায়, 'বাড়িতে ১৩টি হাঁস ছিল। তিনদিনে দশটি হাঁস মারা গিয়েছে। আশপাশের বাড়িতেও প্রচুর হাঁস মারা যাচ্ছে।'

জেলা প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর অভিজিৎ মণ্ডল বলেন, 'আমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত এমন খবর আসেনি। শীতকালে একটু হাঁস মারা যাওয়ার খবর আসে। যদি অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় তাহলে প্রাণীবন্ধু ও প্রাণীমিত্ররা গিয়ে খোঁজ নেবেন। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

পাখি গণনার প্রস্তুতি

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : রায়গঞ্জে শুরু হতে চলেছে শীতকালীন জলজ পাখি গণনা। সারা দেশজুড়ে সরকারি উদ্যোগে এবং রায়গঞ্জ বনবিভাগের সহযোগিতায় আগামী বছরের গোড়াতেই হবে এই পাখি গণনার কাজ। এতে স্বভাবতই খুশি পরিবেশকর্মীরা।

শনিবার রায়গঞ্জ বনবিভাগের অতিরিক্ত বন আধিকারিক সরোজ ভূজেল বলেন, 'ইতিমধ্যেই এই গণনা নিয়ে সরকারি নির্দেশিকা এসে পৌঁছেছে। খুব তাড়াতাড়ি এই শীতকালীন পাখি গণনায় সহায়তা করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং পড়ুয়াদের নাম জমা নেওয়ার কাজ শুরু হবে।'

পাখি বিশেষজ্ঞ ক্ষীরোদ সরকার বলেন, 'এখানে জলাভূমিগুলোতে প্রচুর পাখি আসে। শীতকালীন পাখিগুলো প্রধানত হাঁস জাতীয়। এই পাখিগুলোর মধ্যে প্রধানত রেড ব্রেস্টেড পোচার্ড, ফেরোজিনাস পোচার্ড, গ্যাডোয়াল, লেজার হুইসলিং ডাক, নর্দার্ন সোভেলার, নর্দার্ন পিনটেল প্রভৃতি।'

ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফার দেবাশিস দে বলেন, 'পাখি হল কোনও একটি অঞ্চলের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার সূচক। পাখিরা সহজেই বুঝতে পারে কোনও একটি অঞ্চলের পরিবেশের ভারসাম্য কতটা বিঘ্নিত হয়েছে। তাদের উপস্থিতির ওপর জলাভূমির স্বাস্থ্যের প্রকৃতি নির্ভর করে। তাই পরিবেশের বর্তমান অবস্থার দিক নির্দেশ করতে বন দপ্তরের এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানাই।'

সম্মেলন

সামসী, ৩০ নভেম্বর : শনিবার সামসী নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির চত্বরে অনুষ্ঠিত হল সামসী মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন। এদিনের সম্মেলনে প্রায় তিন শতাধিক মৎস্য ব্যবসায়ী যোগ দিয়েছিলেন। এদিনের সম্মেলনে একটি কোর কমিটি গঠন করা হয়। যার সম্পাদক পদে মোজাম্মেল হক ও সভাপতি পদে পিয়ারুল হক এর নাম ঘোষণা করা হয়।

সম্মেলনের মাধ্যমে আড়তের মৎস্য ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বাজার চত্বরে সিসি ক্যামেরা বসানোরও দাবি তোলেন ব্যবসায়ীরা। এদিনের সম্মেলনটি সঞ্চালনা করেন কোর কমিটির সদস্য আবদুল কুদ্দুস।

প্রশ্নের মুখে উত্তরের রাস্তা

মালদার চামাগ্রাম থেকে কোচবিহারের জোড়াই রেলস্টেশন ধরলে এ দুটো উত্তরবঙ্গের প্রথম ও শেষ রেলস্টেশন। অনেকটা সময় রেললাইনের পাশ দিয়ে গিয়েছে জাতীয় সড়ক। উত্তরবঙ্গের রাস্তাঘাট এখন কেমন? বিশেষ করে জাতীয় সড়কগুলো? এবারের উত্তর সম্পাদকীয়তে এ নিয়েই আলোচনা।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

সাগর সেন

আমার কাছে ডুয়ার্সের আকর্ষণ দুর্নিবার। জঙ্গল, চা বাগান, একের পর এক নদী, দূরে নীলচে ভুটান পাহাড়ের রেখা, ডুয়ার্স বরাবরই যেন এক স্বপ্নপূরণের যাদুরাজ্য। আর পথের নেশায় মজলে তো কথাই নেই, কলকাতা-শিলিগুড়ি রুটে যে কতবার যাওয়া-আসা করেছি ইয়ত্তা নেই। এই রাস্তাটার সঙ্গে আমার হৃদয়ের যোগ। স্টিয়ারিং-এ বসলেই মনে আপনা থেকেই দখিনা বাতাসের ঝাপটা লাগে, আক্ষরিক অর্থেই মনে হয় যেন স্বর্গের পথ ধরেছি।

কলকাতা থেকে ডালখোলা, ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক, যা এখন নাম পালটে হয়েছে ১২ নম্বর। তারপর ডালখোলা থেকে ডানদিকে ঘুরে কিশনগঞ্জে বিহারকে বুড়ি ছুঁয়ে সোজা ঘোষপুকুর। তারপর মন চল নিজ নিকেতনে, মন চায় সেই পথ ধরো। পাহাড়, ডুয়ার্স, অসম, উত্তর-পূর্ব ভারত।

বহুকাল ধরেই আমার যাতায়াত এই রাস্তায়, যখন পুরোটাই ছিল সিঙ্গল লেন আর তার বেশিরভাগটাই ভাঙাচোরা বেহাল দশা হয়ে থাকত আর লেগে থাকত জ্যামজট। ফরাক্কা, কালিয়াচক আর ডালখোলা, এই তিন জায়গার জ্যামজটের কাহিনী তো কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এসব জায়গায় একবার ফাঁসলে কখন যে মুক্তি তার উত্তর ভগবানও দিতে পারতেন না।

বহরমপুর, মালদা, রায়গঞ্জ— ভিড়ভারাক্রান্ত এসব শহর পেরোনোও ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। এত ধাক্কা খেয়ে একযাত্রায় আর শিলিগুড়ি পৌঁছানো যেত না বেশিরভাগ সময়ই। সেক্ষেত্রে রায়গঞ্জে বিরতি দেওয়াটাই ছিল দস্তুর। সময়টা শীতকাল হলে রায়গঞ্জ ট্যুরিস্ট লজে বিঘোরের বেগুনভাজার সঙ্গে তুলাইপাঞ্জি চালের গরম গরম ভাত, সোনা মুগের ডাল দিয়ে মেখে খেয়ে মেজাজ ঠিক করাটা আলাদা বিলাসিতা ছিল।

তবে এত কষ্ট সত্ত্বেও এই রাস্তার আকর্ষণ বরাবরই অন্যরকম ছিল, অদ্ভুত এক মাদকতা, নিশির ডাকের মতো বারবার ছুটে গিয়েছি, ট্রেনের আপাত আরামদায়ক এবং শান্তির জার্নির হাতছানি উপেক্ষা ছেড়ে এই পথকেই বেছে নিয়েছি। এই টান কীসের, কী জন্য এই কষ্টের মধ্যে ছুটে যাওয়া? কেউ জিজ্ঞেস করলে সত্যিই বুঝিয়ে বলতে পারব না, হয়তো জর্জ ম্যালোরি সাহেবের মতো বলতে হয় 'Because It's there'।

কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির মধ্যে ছ'টি জেলা পার করার সময় বুঝতে পারি প্রতিটি জায়গার আলাদা আলাদা চরিত্র। মানুষ, প্রকৃতি, তার রূপ, রস, গন্ধ সব আলাদা আলাদা। সিনেমার মতো দৃশ্যপট বদলাতে থাকে। তীব্রগতির মাখন মসৃণ যাত্রা নয়, উলটে এই রাস্তা বাধ্য করত ধীরে যেতে, আর ধীরে চললেই ইন্দ্রিয়ের দ্বার খুলে যেত পারিপার্শ্বিকের রসাস্বাদনের জন্য।

এই অনুভূতিরা, এই রোমান্টিসিজম তো ছিলই, তবে বাস্তবের দাবি আলাদা। যুগের দাবি মেনে রাস্তা চওড়া করে ডাবল লেনের কাজ শুরু হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে থেকে, তবে কাজ এগোচ্ছিল শম্বুকগতিতে। অন্য হাইওয়েগুলো যেমন চোখের সামনে দ্রুতগতিতে ভোল পালটে ঝাঁ চকচকে হয়ে উঠছিল সে তুলনায় এই রাস্তাটির উন্নতির গতি বরাবরই ছিল অত্যন্ত শ্লথ। এক তো এই রাস্তা যেসব অঞ্চলের ওপর দিয়ে গিয়েছে, তার বেশিরভাগটাই অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ, ফলে সেইসব বাড়িঘর, দোকানপাট, কিছু সরিয়ে জায়গা বের করে রাস্তা চওড়া করাটা বোধহয় বড় সহজ কাজ ছিল না।

এ যাত্রায় বেরোনোর আগে বেশ আশাবাদী ছিলাম। যেটুকু খবর পেয়েছিলাম, তাতে বুঝেছি ৯৫ শতাংশ রাস্তায় ডাবল লেনিং-এর কাজ শেষ। এর আগের যাত্রাগুলোতে দেখেছি একে একে খুলে গিয়েছে মালদা, ডালখোলা, তারপর রায়গঞ্জ আর বহরমপুরের বাইপাস, সময় কম লাগছে অনেকটাই। শেষমেশ যেখানে দাঁড়িয়েছে, বারাসত থেকে বড়জাগুলি, তারপর বেলডাঙার কিছুটা অংশ এই জায়গাগুলোতে ডাবল লেনিং-এর কাজ আটকে আছে। আর ফরাক্কার নতুন সেতুর কাজও বাকি।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এবারের যাত্রায় যা অভিজ্ঞতা হল তাকে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ছাড়া কিছু বলা যায় না। যখন খারাপ রাস্তা ছিল, মেনে নিয়েছিলাম, মানসিক প্রস্তুতি সেরকমই নিয়ে বেরোতাম। কিন্তু লোভ দেখিয়ে সেটা কেড়ে নেওয়ার ব্যাপারটা বড়ই নির্মম। একটু বিশদে বলি তাহলে।

কলকাতা থেকে বেরিয়ে এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে বিরাটি বা মধ্যমগ্রাম থেকে বাঁদিকে ঘুরে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ধরা। চলে আসুন কাঁপার মোড়। এখানে ফ্লাইওভারের কাজ এখনও বাকি, তাই নীচ দিয়ে ডানদিকে ঘুরে কাঁচড়াপাড়া রোড ধরে ১০ কিলোমিটার এসে বড়জাগুলিতে জাতীয় সড়ক ধরে নিন। এতে বারাসত আর বড়জাগুলির মধ্যে সিঙ্গল লেনের হ্যাপা পোহাতে হবে না। বড়জাগুলি থেকেই শুরু ডাবল লেন। মানে ফুলিয়া, শান্তিপুর, রানাঘাট হয়ে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত সদ্য তৈরি হয়েছে।

তবে এখান থেকেই খটকার শুরু। এই রাস্তাটা তৈরি হওয়ার পর একটা বর্ষাও পুরো যায়নি। এখনই কয়েকটা জায়গায় সারফেসিং খারাপ হয়েছে। যদিও ভোগাবে না সেই অর্থে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এমন একটা হাইওয়ে খারাপ হবে এটাও ঠিক মানা যায় না। কৃষ্ণনগরের পর থেকে গর্তের সংখ্যা বেড়েছে, সারফেসিংও উত্তরোত্তর খারাপ হচ্ছে। বেথুয়াডহরি, পলাশির ভিড়ভাট্টা কাটিয়ে বেলডাঙায় এসে আবার হোঁচট খেতে হবে সিঙ্গল লেন আর ভাঙাচোরা রাস্তায়। আন্দাজে ১০-১২ কিলোমিটারের ভোগান্তি।

এটুকু পেরিয়ে গেলে আসে বহরমপুর বাইপাস। সদ্য বানানো, কিন্তু এখানেও কিছু কিছু জায়গায় রাস্তা ভেঙেছে। তারপর মোরগ্রাম থেকে আহিরণের ক্যানালের ওপর সেতু, এই অংশটির পুরোটাই মেরামতের কাজ চলছে বলে ডাউন লেন বন্ধ। ফরাক্কায় আবার ধাক্কা, কপাল খারাপ থাকলে ট্রাকের জ্যামে ফাঁসবেন, তবে ইদানীং সে চান্স কিছুটা কম। দুগ্গা, দুগ্গা করে ভাগীরথী পেরিয়ে গেলেও হোঁচট খাবেন কালিয়াচকে এসে, এখানেও রাস্তা বেশ খারাপ, তায় বেজায় ভিড়ভাট্টা, প্রায় রাস্তার ওপরই বাজার বসে।

সাবধানে কালিয়াচক পেরিয়ে মালদা বাইপাস পার করা অবধি রাস্তা ঠিক থাকলেও তার পর থেকে গাজোল, ইটাহার পেরিয়ে রায়গঞ্জ ঢোকার আগে পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় গর্ত আছে। এই অংশটিতেও কিছু কিছু জায়গায় একটা দিকের লেন আটকে মেরামতির কাজ চলছে। এরপর রায়গঞ্জ বাইপাস হয়ে ডালখোলা হচ্ছে সুখের সময়, তবে এই ব্যাপারটা হল ঝড়ের আগে শান্তির মতো। যেমন গাড়ি ডালখোলা থেকে ডানদিকে ঘুরে পূর্ণিয়া-শিলিগুড়ি হাইওয়েতে উঠবে, দুঃস্বপ্নেরও শুরু ঠিক ওখান থেকেই, আর অন্তত ইসলামপুর পর্যন্ত তা পিছু ছাড়বে না।

এই হাইওয়েকে একমাত্র তুলনা করা যায় সদ্য হাল টানা চষা জমির সঙ্গে। ছোট গাড়ি নিয়ে গেলে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে, বেকায়দায় গাড্ডায় পড়লে সাসপেনশনের আদ্যশ্রাদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ষোলোআনা। তবে কষ্টেসৃষ্টে ইসলামপুর একবার পেরিয়ে গেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস কিছুটা হলেও নিতে পারবেন। খানিকটা এগিয়ে দিনাজপুর শেষ হয়ে দার্জিলিং জেলা শুরু হওয়ার পর একদম বাগডোগরা পর্যন্ত রাস্তা ঝাঁ চকচকে।

হয়রানি শুধু এটাই নয়, পিকচার আভি বাকি হ্যায় দোস্ত।

যে কোনও রাজ্যের হাইওয়ের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের হাইওয়ের তফাত কী বলুন তো? উত্তর একটাই, রাস্তাজুড়ে গার্ডরেল আর তেলের ড্রাম। এটা আর অন্য কোথাও দেখতে পাবেন না। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ এটা নিয়ে অবসেসড এবং এদের নিশ্চিত ধারণা, যে কোনও ধরনের ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টের একটাই নিদান, যথেচ্ছ গার্ডরেল বসিয়ে দেওয়া।

পুরো রাস্তাটায় এত অসংখ্য গার্ডরেল এবং সেসব এতই জঘন্যভাবে বসানো যে আপনার মনে হবে যে, সরকার বোধহয় চায় না হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চলুক। এর চেয়ে পুরো রাস্তাটাই না হয় বন্ধ করে দিত, সারানোরও দরকার ছিল না, বানানোরও নয়। অধিকাংশ গার্ডরেলের গায়ে রিফ্লেক্টরগুলো উঠে গিয়েছে, অতএব অন্ধকারে এদের ঠাহর করাও মুশকিল।

এছাড়া সমস্যা হল বড় বড় ট্রাক, বিশেষ করে লম্বা ট্রেলার ট্রাকগুলো গার্ডরেলে ফেঁসে একেবারে কাটিয়ে বেরোতে পারছে না। ট্র্যাক্টর আর ট্রেলার ইউনিট, সবসুদ্ধ কাটাতে গিয়ে 'দ'-এর নীচের অংশের মতো আকার নিচ্ছে, ঠিক ঘোরার আগে। এবার এই পরিস্থিতিতে ভুল করে কোনওভাবে যদি ট্রাকের বডি আর গার্ডরেলের ত্রিভুজের মাঝে গাড়ি নিয়ে ঢুকে যান, ফাঁন্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে অবস্থা হয়ে যাবে।

আর এই পুরো রাস্তাটা জুড়ে এতই ঘনবসতি যে প্রায় প্রতি পাঁচ কিলোমিটার অন্তর অন্তর ডিভাইডারে পারাপারের কাট রয়েছে। আর তাকে সামলাতে গার্ডরেল বসাতে হয়েছে। পিলপিল করে লোক এপাশ থেকে ওপাশ যাচ্ছে সারাক্ষণ, এদিকে ট্রাফিক ঠায় দাঁড়িয়ে। এসব সামলাতে গেলে গোটা রাস্তায় আরও অন্তত তিরিশটা নতুন সেতু লাগবে।

এরপর আসে সারা হাইওয়েজুড়ে হাজার হাজার টোটো আর তিনচাকা ইঞ্জিন ভ্যানের উপদ্রব। এদের কোনও ট্রাফিক আইন মানার বালাই নেই, দিব্যি গদাইলস্করি চালে হাইওয়ের ঠিক মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে, মাঝেমধ্যেই এদিক-ওদিক করছে। আরও মজা যেখানে একটা দিকের লেন বন্ধ করে মেরামতির কাজ চলছে। একদিকের লেন মাত্র খোলা, তার মাঝে কনিক্যাল ড্রাম ফেলে ডিভাইডার বানানো। একটা ট্রাক অতিকষ্টে যেতে পারে মাত্র, ওভারটেকিং-এর কোনও প্রশ্নই নেই। সেই রাস্তায় হামেশা দেখছি একটা টোটো বা ইঞ্জিনভ্যান ঢুকে পড়ে পনেরো কিলোমিটার গতিতে যাচ্ছে, তার পিছনে অজগরের মতো ট্রাক আর গাড়ির লাইন, কেউ ওভারটেক করতে চাইলেও পারছে না, অতএব মাইলের পর মাইল পুরো ট্রাফিক ওই একই শম্বুকগতিতে পিছন পিছন চলেছে। তার যখন মর্জি হবে তখন রাস্তা ছাড়বে। শুনেছিলাম, সুপ্রিম কোর্টের পরিষ্কার নির্দেশ আছে হাইওয়েতে টোটো, ইঞ্জিনভ্যানের মতো শ্লথগতি যানবাহন চলাচল একেবারে নিষিদ্ধ। প্রশাসনের নাকের ডগায় এই অবস্থা চলতে দেখলে মনে তো হয় না এসব আটকানোর বিন্দুমাত্র সদিচ্ছা বা উদ্যোগ আছে।

গল্প কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। কফিনের শেষ পেরেক হল সারা হাইওয়েজুড়ে বসে, শুয়ে, দাঁড়িয়ে, জাবর কেটে, পায়চারি করে, লাফাঝাঁপি করে, কখনও আড়মোড়া ভেঙে কাটানো গোরু, মোষ, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, মুরগি ইত্যাদির দল। এদের বাঁচিয়ে চালানোই এক বিষম বিড়ম্বনা।

এ সব কিছুর মধ্যেও টোল আদায় কিন্তু দিব্যি চালু হয়ে গিয়েছে এবং পুরো রাস্তার হিসেব ধরলে অঙ্কটা নেহাত কম নয়। প্রশাসনের কাছে প্রশ্ন, গ্যাঁটের কড়ি খরচ করেও রাস্তায় এই যন্ত্রণা কেন পোহাতে হবে, কেন রাস্তা খারাপ থাকবে, যত্রতত্র অপরিকল্পিত গার্ডরেল লাগিয়ে কেন গতিরোধ করা হবে, কেন ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টে এত অব্যবস্থা আর ঢিলেমি? শুধু সময়ের অপচয় নয়, চালক এবং আরোহীদের জন্য প্রতিমুহূর্তে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

মানুষ আশায় বাঁচে, সেই ভরসাতেই মনে করি, অদূর ভবিষ্যতে এই সড়ক আবার সেজে উঠবে। আরও নিবিড় হবে উত্তর আর দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ।

(লেখক পেশায় ব্যাংককর্মী, নেশায় ভ্রামণিক)

যত পথ, তত কাটমানি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ফ্যারাও-এর সৈন্যদের ধাওয়ায় লোহিত সাগরের তীরে এসে দাঁড়িয়েছেন শয়ে-শয়ে মানুষ। জাহাজ নেই, নেই কোনও নৌকাও। কিন্তু সমুদ্র পার হতে না পারলে নিস্তার মিলবে না। পৌঁছানো যাবে না পবিত্র ভূমিতেও। সমাধান পেতে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হলেন মোজেস। তাঁর প্রসারিত লাঠির ছোঁয়ায় দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল লোহিত সাগর। সমুদ্রের মাঝে তৈরি হল রাস্তা। সেই রাস্তায় হেঁটেই সমুদ্র পেরোলেন তিনি ও তাঁর অনুসরণকারীরা। বুক অফ এক্সোডাসের সেই কাহিনী আজও বিস্ময় জাগায়। যুগে যুগে এভাবেই গ্রাম, গঞ্জ বা শহরে রাস্তাই হয়ে উঠেছে জনতার ত্রাতা।

রাস্তাই বোধহয় মানুষের সবচেয়ে উপকারী বন্ধু। প্রতিদিনের হাসি-কান্না, আনন্দ-বিরহের সাক্ষী। রাস্তা পথ দেখায়, মানুষ চেনায়। কবিগুরুর ভাষায় বলতে হয়, 'কত অজানারে জানাইলে তুমি,/ কত ঘরে দিলে ঠাঁই—/ দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,/ পরকে করিলে ভাই।।' ব্যকরণসিদ্ধ না হলেও 'পথ'-এর সমার্থক 'মিলন' হতেই পারে।

যেমন উত্তরবঙ্গে একদিকে শেষ গ্রাম সিঙ্গাবাদকে মালদা শহরের সঙ্গে মিলিয়েছে একটি রাজ্য সড়ক। আবার মালদার শেষ স্টেশন চামাগ্রামের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের আর এক প্রান্ত বক্সিরহাটের যোগসূত্র তৈরি করেছে ভিন্ন নামের তিনটি জাতীয় সড়ক। আসলে রাস্তার সঙ্গে সঙ্গে এক জনপদের ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, রীতি ইত্যাদির সঙ্গে মিশছে আর এক জনপদের ভাষা, রীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি। মিলন নয়, এটা আসলে মহামিলন।

প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস বলছে, মানুষ নয়, রাস্তা সৃষ্টি হয়েছিল পশুদের মাধ্যমেই। পশুরাই প্রথম রাস্তা ব্যবহার করেছিল। পরবর্তীতে মানুষের হাত ধরেই রাস্তা ব্যবহারে বিবর্তনের সূচনা হয়। উত্তরবঙ্গের প্রায় সব রাস্তাই বিবর্তিত হয়েছে। খোলনলচে বদলে বেশিরভাগ রাস্তাই হয়েছে ঝাঁ চকচকে। সংখ্যাধিক্য জাতীয় সড়কের অবস্থাও অগের থেকে হাজারগুণ ভালো। রাজ্য সড়কগুলিও তুলনায় অনেক বেশি মজবুত ও মসৃণ হয়েছে। গত দশ বছরে গ্রাম্য রাস্তা তৈরিতে কার্যত বিপ্লব এসেছে। এত সংখ্যক গ্রামীণ সড়কে পিচের প্রলেপ পড়েছে যা একসময় কল্পনার অতীত ছিল।

রাস্তা তৈরিতেও পরিবর্তন এসেছে। মাটির রাস্তা কোথায় তৈরি হয়েছে কংক্রিট দিয়ে, কোথাও ব্যবহার করা হয়েছে পেভার্স ব্লক। শুধু পূর্ত নয়, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন, সেচ, পুর ও নগরোন্নয়ন সহ বিভিন্ন দপ্তর রাস্তা তৈরি করছে। জেলা পরিষদ, পুরসভা, জিটিএ, এসজেডিএ, জেডিএ সহ বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, উন্নয়ন পর্ষদ প্রত্যেকেই রাস্তা তৈরিতে জোর দিয়েছে।

এর বাইরেও প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, পথশ্রী'র মতো কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি প্রকল্পেও উত্তরের গ্রামগঞ্জে কয়েকশো নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ রাস্তা তৈরিতে আলো ফেলেছে কেন্দ্র, রাজ্য দুই সরকারই। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিও পঞ্চদশ অর্থ কমিশন সহ বিভিন্ন খাতে যে বরাদ্দ পায় ইদানীং তার বেশিরভাগটাই ব্যয় করছে রাস্তা তৈরিতে।

এর একটা অন্য কারণও অবশ্য আছে। বর্তমানে রাস্তা হল কাটমানি, তোলাবাজির প্রাণভোমরা। যত বেশি রাস্তা, তত বেশি কাটমানি- মূলত সেই সমীকরণেই রাস্তা তৈরিতে গতি এসেছে। স্থানীয় সংস্থা বা উন্নয়ন পর্ষদগুলি যেসব রাস্তা তৈরি করছে সেগুলোর বরাদ্দ যথেষ্ট হলেও গুণগত মান উন্নত হচ্ছে না। প্রায় প্রতিদিনই সেইসব গ্রামীণ রাস্তার কাজ নিয়ে বিক্ষোভ হচ্ছে।

তবে মজার কথা হল, তৈরির পর টেকসই দশদিন হোক বা দশ মাস রাস্তা খারাপ হলে তা ফের সংস্কার হচ্ছে 'যত রাস্তা তত কাটমানি' সূত্র মেনেই। অর্থাৎ রাস্তা তৈরি হবে, সেই রাস্তা কিছুদিনের মধ্যেই বেহাল হবে, সেই বেহাল রাস্তা সংস্কারের জন্য ফের অর্থবরাদ্দ হবে- রাস্তা তৈরিতে এরকমই অলিখিত বৃত্ত তৈরি করে ফেলা হয়েছে। এই বৃত্ত যত ঘুরবে ততই কাটমানির অঙ্ক বাড়বে। পাশাপাশি লোককে দেখানো যাবে যে কত কাজ হচ্ছে।

সেই সমীকরণেই এলাকাবাসীর দাবি না থাকলেও পুরসভা, পঞ্চায়েত বা পূর্ত দপ্তর বহু জায়গাতেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রয়োজন নেই এমন রাস্তাও ভেঙে সংস্কার করছে। একদল লোক রাস্তার বরাদ্দ থেকে দু'হাতে টাকা লুটছে ঠিকই, তবে সাধারণ মানুষ যে তার সুফল পাচ্ছে তা অস্বীকার করার জায়গা নেই।

উত্তরবঙ্গে বেশ কয়েকটি জাতীয় সড়ক আছে। এক জেলা থেকে অন্য জেলার সংযোগ দৃঢ় হয়েছে মূলত জাতীয় সড়কগুলির মাধ্যমেই। গঙ্গার এপার অর্থাৎ ফরাক্কা থেকে মালদা, গাজোল হয়ে ডালখোলা পর্যন্ত একটি জাতীয় সড়ক। সেই রাস্তাই আবার নাম বদলে শিলিগুড়ি, ফালাকাটা হয়ে কোচবিহার শহরের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে বক্সিরহাট। ফরাক্কা থেকে ডালখোলা পর্যন্ত রাস্তার বর্তমান অবস্থাকে 'এ' গ্রেডে রাখতেই হবে। ডালখোলা থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা 'বি প্লাস'। ডালখোলার পর থেকে রাস্তার অনেক জায়গাতেই ভাঙা। চোপড়া, বিধাননগর সংলগ্ন এলাকাতে খানাখন্দ ধীরে ধীরে বাড়ছে। তবে সেটাও গত দশ বছরের তুলনায় অনেকটাই ভালো।

জাতীয় সড়কে শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহার যাওয়া এখন অনেক সহজ। পাঁচ-সাত বছর আগেও যে রাস্তা পার হতে গড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগত, সেই পথ এখন গড়ে তিন ঘণ্টায় পার হওয়া যাচ্ছে। ধূপগুড়ি থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি কয়েক বছর আগেও ছিল যাত্রীদের আতঙ্কের কারণ। ওই রাস্তায় উঠলেই স্টিয়ারিং হাতে ইষ্টনাম জপ করতেন চালকরাও। ভয় কাটিয়ে সেই রাস্তা বর্তমানে অনেকটাই মসৃণ।

উত্তরের সমতলের জেলাগুলির মধ্যে খানিকটা বিচ্ছিন্ন দক্ষিণ দিনাজপুর। রায়গঞ্জ বা শিলিগুড়ির সঙ্গে বালুরঘাটের যোগাযোগের মূল সড়কটি রাজ্য পূর্ত দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন। রায়গঞ্জ থেকে কালিয়াগঞ্জ, কুশমণ্ডি, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর হয়ে বালুরঘাটে মেশা সেই রাস্তাটির অবস্থাও আগের তুলনায় অনেক ভালো। দু-চার জায়গায় সামান্য ভাঙাচোরা থাকলেও সেটা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

ডালখোলা, রায়গঞ্জ, ইসলামপুর, ঘোষপুকুর বাইপাসগুলি উত্তরের বহু দশকের সড়ক-যন্ত্রণা লাঘব করে উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করেছে। রায়গঞ্জ থেকে বোতলবাড়ি, রসাখোয়া হয়ে ইসলামপুরের ধনতলা পর্যন্ত জাতীয় সড়কের বিকল্প রাস্তাটিও চকচকে হয়েছে। তবে রায়গঞ্জ শহর লাগোয়া মধুপুর থেকে রূপাহার পর্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি এখনও খানাখন্দে ভরা।

এত ভালোর মধ্যেও রাস্তা নিয়ে কিছুটা মন খারাপের খবর আসে পাহাড় থেকে। ব্রিটিশ আমলের হিলকার্ট রোডের কলঙ্ক হয়ে রয়েছে কার্সিয়াংয়ের তিনধারিয়া। জোড়াতালি দিলেও তিনধারিয়া আজও আগের অবস্থায় ফেরেনি। সেবক থেকে কালিম্পং বা সিকিমগামী জাতীয় সড়কের অবস্থাও খুবই খারাপ। শুধু বর্ষা নয়, প্রায় সারাবছরই বেহাল থাকে ওই রাস্তা। যদিও রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিধন্য মংপু বা কমলার রাজ্য সিটংয়ের পথ আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে।

সেবক থেকে ডুয়ার্স হয়ে আলিপুরদুয়ার শহরের পাশ দিয়ে অসমে ঢোকা জাতীয় সড়কটির কিছু জায়গায় খানখন্দ তৈরি হলেও রাস্তাটি মোটের উপর খারাপ নয়। মালবাজার থেকে গরুবাথান, লাভাগামী রাস্তাটিও 'এ প্লাস' পেতেই পারে। বাণেশ্বর হয়ে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার দুই জেলাকে সংযোগকারী রাজ্য সড়কটিও একই গ্রেডের। তবে পাহাড় ও ডুয়ার্সের ছোট-বড় পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে যাওয়ার বহু রাস্তার অবস্থা কিন্তু খুব একটা ভালো নয়।

দামোদর নদকে বলা হত 'বাংলার দুঃখ'। তেমনি ফালাকাটা থেকে সলসলবাড়ি পর্যন্ত নির্মীয়মাণ ৪১ কিলোমিটার রাস্তা আলিপুরদুয়ারের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নানা জটিলতায় মাঝপথে কাজ আটকে যাওয়ায় গত পাঁচ বছর থেকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করছেন ওই এলাকার বাসিন্দারা। উত্তরে নতুন কয়েকটি রাজ্য ও জাতীয় সড়ক তৈরি হচ্ছে। কয়েকশো গ্রামীণ সড়ক তৈরির প্রকল্পও প্রস্তুত। সেসব রাস্তা তৈরি হলে পথের বাঁধন আরও শক্ত হবে।

আসলে 'পথ বেঁধে দেয় বন্ধনহীন গ্রন্থি'। একটা ভালো রাস্তা বদলে দিতে পারে একটি এলাকার ভাগ্য। সেই রাস্তা ধরে আসতে পারে একগুচ্ছ বিনিয়োগ। তৈরি হতে পারে কর্মসংস্থান। যা গুজরাট, দিল্লি, কেরল থেকে পরিয়ায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনতে পারে নিজের পরিবারের কাছে। উত্তরবঙ্গের রাস্তার মাধ্যমে সেই বদল দরকার।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মহিলাদের মিছিল

অপরাজিতা বিলকে আইনে কার্যকর করার দাবিতে শনিবার রাজ্যজুড়ে মিছিল করল মহিলা তৃণমূল। এদিন উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার থেকে হেদুয়ায় মিছিলের নেতৃত্ব দেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা।

ট্রেন বাতিল

সেতু মেরামতির কারণে শনিবার ও রবিবার হাওড়া থেকে তারকেশ্বর যাওয়ার বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি কুয়াশার জেরেও বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি

ভিনরাজ্যে আলু রপ্তানি নিয়ে জটিলতা না কাটলে সোমবার থেকে ফের ধর্মঘটে নামবেন বলে জানিয়ে দিলেন আলু ব্যবসায়ীরা। ফলে মঙ্গলবার থেকে বাজারে আলুর সংকট দেখা দিতে পারে।

গুদামে আগুন

শুক্রবার গভীর রাতে বড়বাজারে আগুন লাগে একটি গুদামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের সাতটি ইঞ্জিন। নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন।

কলকাতার রাজপথে যেন মেরুকরণের বার্তা

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপরে আক্রমণ হোক বা ওয়াকফ সংশোধনী বিল, নানা ইস্যুতে গত কয়েকদিন সরগরম থাকছে কলকাতার রাজপথ। কখনও হিন্দু জাগরণ মঞ্চ বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপরে আক্রমণের প্রতিবাদে রাস্তায় নামছে, আবার কখনও তৃণমূল বা মুসলিম ধর্মীয় সংগঠন ওয়াকফ আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে সভা করছে। এর আগে আন্দোলনের এই ধর্মীয় মেরুকরণ কলকাতা শহর দেখেছে কি না, তা অনেকেই মনে করতে পারছেন না। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোট থেকেই ভোটবাক্সে ধর্মীয় মেরুকরণ দেখা গিয়েছিল। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু তা শুধুমাত্র আবদ্ধ ছিল ভোটবাক্সেই। রাজপথে আন্দোলনে এই ধর্মীয় মেরুকরণ এতটা প্রকট হয়নি। কিন্তু এই ধর্মীয় মেরুকরণ আরও প্রকট হলে তা যে রাজ্য-রাজনীতিতে ক্ষতিকর অবস্থায় যাবে, তা মনে করছেন অনেকেই।

বিজেপি হিন্দুভোট এককাট্টা করার জন্য সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধাচরণ করে বলে বারবার অভিযোগ তোলে তৃণমূল। ওয়াকফ সংশোধনী বিল এনে মুসলিমদের সম্পত্তি বিজেপি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে বলে শনিবারই ধর্মতলার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপরে আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই বলেছেন, 'যে কোনও ধর্মের ওপরে আঘাত নিন্দনীয়। কখনই তা সমর্থন করা যায় না।' এদিন কল্যাণও সেই রেশ টেনে বলেছেন, 'আমি যেমন দুর্গা ও কালীর উপাসক, তেমনই সংবিধানের উপাসকও। ভারতীয় সংবিধান সব ধর্মকে রক্ষা করার কথা বলেছে।' মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমও প্রায় একই সুরে বলেছেন, 'পাকিস্তান বা বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি নেই। কিন্তু ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি রয়েছে। তাই কোথাও সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ মেনে নেওয়া যায় না। বাংলাদেশেও যা হচ্ছে, তা অত্যন্ত নিন্দার।'

তবে ওয়াকফ সংশোধনী আইনকে ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'ভোটবাক্সের দিকে তাকিয়ে তৃণমূল এই আইনকে ভুল ব্যাখ্যা করছে। কিন্তু এই আইনের বিরুদ্ধে তারা যতটা রাস্তায় নেমে সক্রিয় হয়েছে, বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপরে আক্রমণ ও সন্ন্যাসীদের গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে তারা ততটা সরব নয়। এতেই প্রমাণিত হচ্ছে তৃণমূল ভোটবাক্সের দিকে তাকিয়ে ধর্মীয় মেরুকরণকে প্রকট করছে।'

কাল মন্ত্রীসভা

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : সোমবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক বসছে। ওইদিন মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা অধিবেশনে যোগ দেওয়ার কথা। ওইদিনই নবনির্বাচিত ৬ বিধায়ককে বিধানসভায় গিয়ে শপথবাক্য পাঠ করাবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ফলে দীর্ঘদিন বাদে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবারই তৃণমূলের আনা কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে প্রস্তাবের ওপর বিধানসভায় আলোচনা হবে। ওই আলোচনায় অংশ নিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে মন্ত্রীসভার বৈঠকে কী কী বিষয়ে আলোচনা হতে পারে, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে দমকল ও পুলিশ বিভাগে নিয়োগের ছাড়পত্র মন্ত্রীসভার বৈঠকে পাশ হতে পারে।

বিভাজনের রাজনীতি, অভিযোগ তৃণমূলের

ওয়াকফ বিলের বিরোধিতা পথে

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : ওয়াকফ আইন সংশোধন করে কেন্দ্রীয় সরকার এদেশের সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। শনিবার কলকাতার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে তৃণমূলের ওয়াকফ বিরোধী সভায় এই অভিযোগ করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বরাবরই এদেশের সংখ্যালঘুদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ চালাচ্ছে বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার। তারা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে সেখানে রাম মন্দির তৈরি করেছে। এখন সংখ্যালঘুদের আল্লার সম্পত্তিও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে।' ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্য বিধানসভায় প্রস্তাবও এনেছে তৃণমূল। তৃণমূল যে কোনওভাবেই এই সংশোধনী বিল সমর্থন করবে না, তা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ বক্তব্য, 'আমি মুসলিমদের সম্পত্তির ওপর বুলডোজার চালাতে পারব না।' তখনই তিনি এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছিলেন।

এদিন রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে তৃণমূলের সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, 'বাংলা বরাবরই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখে। এখানে দুর্গাপুজো, কালীপুজো, ইদ, ক্রিসমাস পালিত হয়। সেই উৎসবে সব ধর্মের মানুষ শামিল হন। কিন্তু প্রথম থেকেই বিজেপি এই রাজ্যে ও দেশে বিভাজন রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। আমরা কোনওভাবেই এই বিভাজন হতে দেব না। ওয়াকফ আইন সংশোধন হলে সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হবে। সংবিধানের বিরোধী এই বিল। তাই আমরা এই বিলের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছি। আগামীদিনে এই আন্দোলন আরও তীব্র হবে।'

এদিন বক্তব্য রাখতে উঠে তমলুকের বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কেও নিশানা করেন কল্যাণ। তিনি বলেন, 'ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ করেছিলাম বলে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আমার মা-বাবা তুলে নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করেছিলেন। ওই ধরনের একটা নোংরা লোক কীভাবে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন তা আমার ভাবতেও লজ্জা লাগে। উনি বিচারপতি পদকে কালিমালিপ্ত করেছেন।' কল্যাণ বলেন, 'ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে সংসদের ভিতরে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। রাজপথেও আমাদের এই প্রতিবাদ চলবে।'

তৃণমূলের ওয়াকফ বিরোধী সভা। শনিবার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে।

প্রশ্নবাণ

■ কোন বিখ্যাত বাঙালি চরিত্র প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন 'অতুলচন্দ্র মিত্র' নামে?

■ বর্তমানে বহুল চর্চিত বালকরন ব্রারকে আমরা কী নামে চিনি?

■ বর্তমানে চলা ইংল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ডের মধ্যে হওয়া টেস্ট সিরিজের ট্রফিটির নাম কী ?

আগের দিনের উত্তর

মুহাম্মদ ইউনূস এবং গ্রামীণ ব্যাংক, ইসকন, আমিনুল হক

ঠিক উত্তরদাতা : বিদীপ্ত রাহা-ধূপগুড়ি, পাপড়ি গুহ-বালুরঘাট, উৎপল পাল, নীলরতন হালদার-মালদা, শংকর সাহা-পতিরাম, চন্দ্রা ধর, নন্দিতা ধর, অসীমকুমার ভদ্র, উজ্জ্বল মালাকার, শর্মিতা ঘোষ, আবেশ কর্মকার, সঞ্জীব দেব, দেবর্ষি ঘটক-শিলিগুড়ি, দেবাশিস গোপ-কুশমণ্ডি, রাজ মহম্মদ-ভুটকি হাট, মহম্মদ ইয়াসিন-তারিজোত, রঞ্জন চক্রবর্তী-খড়িবাড়ি, তরুলেখা রায়-মাটিগাড়া, তরুণকুমার রায়-চালসা, বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত, প্রতাপ হালদার, সৈকত সেনগুপ্ত-জলপাইগুড়ি, রতনকুমার পণ্ডিত, বিকাশ মণ্ডল, সনাতন বিশ্বাস, দেবাশিস রায়-কোচবিহার, সৌনক দাস-নকশালবাড়ি, সঞ্জয়কুমার সাহা-কিশনগঞ্জ, জয়দেব বর্মন-আলিপুরদুয়ার, সৌরদীপ পাল-ভোটপাট্টি, কল্যাণ রায় মধ্যচাকিয়াভিটা, বীণাপাণি সরকার হালদার, নিবেদিতা হালদার-বালুরঘাট।

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

সিদ্দিকুল্লাহর মন্তব্যে কটাক্ষ বিরোধীদের

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : চিনের সঙ্গে পাল্লা দিতে আমাদেরও জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে বলে বুধবার সংবিধান দিবসে বিধানসভায় মন্তব্য করেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। এই নিয়ে কটাক্ষ করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'যেখানে দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন, সেখানে তিনি উলটো কথা বলছেন।' শাসকদল তৃণমূল অবশ্য সিদ্দিকুল্লাহর মন্তব্যকে গুরুত্ব দেয়নি। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী সিদ্দিকুল্লাহর এই মন্তব্যের কোনও পালটা উত্তর দিতে অনীহা বোধ করেছেন। তবে ফিরহাদ হাকিম সাফ বলেন, 'সিদ্দিকুল্লাহ যা বলেছেন, সেটি তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। এর ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারব না।'

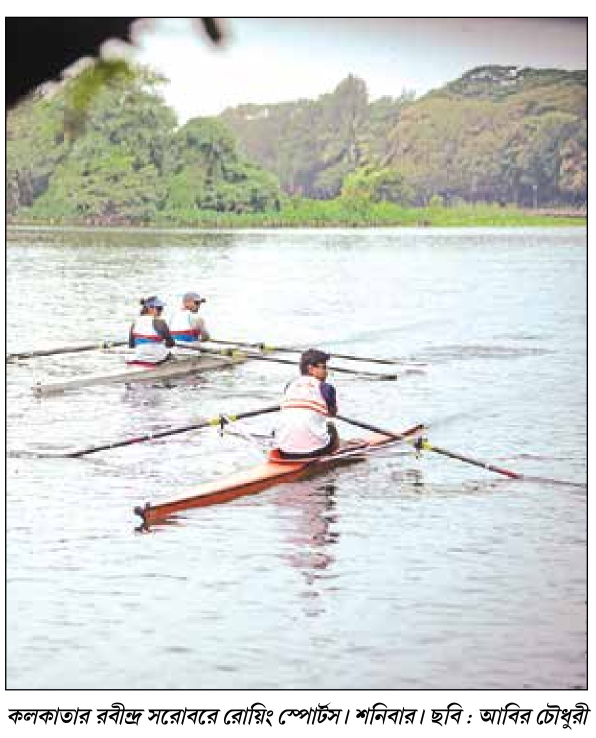

কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরে রোয়িং স্পোর্টস। শনিবার। ছবি : আবির চৌধুরী

শীতের মরশুমে হঠাৎ বৃষ্টি শহরে। শনিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বৃষ্টি

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : ঘূর্ণিঝড় 'ফেনজল'-এর আংশিক প্রভাবে শনিবার দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলার আকাশ দিনভর ছিল মেঘলা। সারাদিনই ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয় দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা সহ পার্শ্ববর্তী হুগলি, হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায়। রবিবারও একই পরিস্থিতি বজায় থাকতে পারে বলে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। এর ফলে তাপমাত্রা প্রায় ৫ ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়েছে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তবে দিনভর বৃষ্টির ফলে তাপমাত্রা রাতের দিকে খানিকটা কমবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। সারা দিন বৃষ্টির ফলে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে জনজীবন খানিকটা ব্যাহত হয়।

প্রয়াত প্রাক্তন আইজি পঙ্কজ

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন আইজি পঙ্কজ দত্ত প্রয়াত। শনিবার বারাণসীর হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। ২৩ অক্টোবর বারাণসীতে একটি সভায় বক্তব্য রাখার সময় সেরিব্রাল অ্যাটাক হয় তাঁর। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর এই মৃত্যুর জন্য মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়ী করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দীর্ঘদিন ধরেই আরজি কর সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিষয়ে কড়া সমালোচনা করছিলেন পঙ্কজবাবু। বিশেষত, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আলোচনাস ভায় তিনি বলেছিলেন, 'এই ঘটনা যদি সোনাগাছিতে ঘটত, আমরা বলতে পারতাম হতেই পারে, এই ঘটনা আরজি করের মতো জায়গায় হতেই পারে না।' তাঁর এই বক্তব্যের পরেই প্রশ্ন ওঠে যাঁরা সোনাগাছিতে পেটের দায়ে থাকেন, এই বক্তব্যে কি তাঁদের অসম্মানিত করা হয় না? এরপরই পঙ্কজবাবুর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। থানাতে হাজিরাও দেন তিনি। তখনই শুভেন্দু বলেন, 'আরজি করের ঘটনায় কলকাতা পুলিশের সমালোচনা করায় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পঙ্কজবাবুকে হেনস্তা করেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। চূড়ান্ত মানসিক নির্যাতন করা হয় পঙ্কজবাবুকে।'

রদবদলের সিদ্ধান্ত নেবে দল : অভিষেক

ঘাসফুলে এখন মুষল পর্ব, মন্তব্য শমীকের

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : তৃণমূলের সংগঠনে বড় ধরনের রদবদল করা হবে বলে ২১ জুলাই ধর্মতলার শহিদ সমাবেশ থেকে ঘোষণা করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তারপর পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও ওই রদবদল হয়নি। রদবদল না হওয়ার ঘটনায় অভিষেক যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, তা তিনি মুখে না বললেও বুঝিয়ে দিয়েছেন। শনিবার ডায়মন্ড হারবারের আমতলায় কর্মসূচিতে গিয়েছিলেন অভিষেক।

সেখানেই অভিষেক বলেন, 'আমি আমার কাজ করেছি। রেজাল্ট দেখে রদবদলের তালিকা দলনেত্রীকে দিয়েছি। এবার দলনেত্রীর সিদ্ধান্ত শিরোধার্য। রদবদল কবে হবে, তা নিয়ে দল সিদ্ধান্ত নেবে। আমি এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না।' অভিষেকের এই মন্তব্যে যে অসন্তোষ রয়েছে, তা প্রমাণিত বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিরোধীরাও এই ইস্যুকে হাতিয়ার করেছে। বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'তৃণমূলে এখন মুষল পর্ব চলছে। তাই এটা নতুন কিছু নয়।'

গত সপ্তাহেই দলের কর্মসমিতির বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে দলের মুখপাত্র পদে বেশকিছু রদবদল হয়েছে। ঘটনাচক্রে অভিষেক ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত অনেকেই মুখপাত্র পদ হারিয়েছেন। তা নিয়েও অভিষেক-ঘনিষ্ঠদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। অভিষেককেও দলের 'দিল্লির মুখপাত্র' করা হয়েছে। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

> আমি আমার কাজ করেছি। রেজাল্ট দেখে রদবদলের তালিকা দলনেত্রীকে দিয়েছি। এবার দলনেত্রীর সিদ্ধান্ত শিরোধার্য। রদবদল কবে হবে, তা নিয়ে দল সিদ্ধান্ত নেবে। আমি এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না।
>
> **অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

এদিন অভিষেক বলেন, 'দল যাঁদের দায়িত্ব দিয়েছে, যোগ্যতা প্রমাণের দায়িত্ব তাঁদেরই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। দল শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি তৈরি করেছে। দল নানা দায়িত্ব দিয়েছে নানা জনকে। সেই দায়িত্ব আগামী দিনে তাঁদের প্রমাণ করতে হবে। দেখা যাবে তাঁরা কতটা পটু। আমাকে যখন যা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমি তা পালন করেছি। দলের সিদ্ধান্তই আমার কাছে শিরোধার্য।'

৯ নভেম্বর নিজের জন্মদিনে অভিষেক জানিয়েছিলেন, 'রদবদলের তালিকা আমি দলনেত্রীর কাছে দিয়েছি। এবার দলনেত্রী সিদ্ধান্ত নেবেন।'

এরপর দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী অভিষেকের অফিসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকের পর ওইদিনই তিনি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও নবান্নে দেখা করেন। তখনই মনে করা হয়েছিল, খুব শীঘ্রই রদবদলের কথা ঘোষণা করা হবে।

কিন্তু গত সোমবার দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে রদবদল নিয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি। তখনই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, রদবদল কি আদৌ হবে? তারপরই এদিন অভিষেকের এই মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

গ্রামীণ সড়কে কেন্দ্রের ১৪০০ কোটি টাকা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প, আবাস যোজনা সহ একাধিক প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। গত আর্থিক বছরে গ্রাম সড়ক যোজনার টাকাও তারা দেয়নি। সেই কারণে পথশ্রী প্রকল্প চালু করে রাজ্য সরকার নিজেদের তহবিল থেকে পুরোনো রাস্তা মেরামত করেছে। তবে এবছর অর্থাৎ ২০২৪-২০২৫ আর্থিক বছরে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় ১৪০০ কোটি টাকা দিল কেন্দ্রীয় সরকার। এই টাকায় নতুন রাস্তা তৈরির পাশাপাশি পুরোনো রাস্তা মেরামতও করা যাবে। এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার মোট বরাদ্দের ৬০ শতাংশ দেয়। বাকি ৪০ শতাংশ রাজ্যকে দিতে হয়। ফলে চলতি আর্থিক বছরেও বাকি ৪০ শতাংশ ম্যাচিংগ্র্যান্ট রাজ্যকে মেটাতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দেওয়ায় গ্রামাঞ্চলের বহু জায়গায় রাস্তার বেহাল দশা তৈরি হয়েছিল। এই টাকা আসায় সেই বেহাল দশা কিছুটা কাটবে বলেই আশা করছেন নবান্নের কর্তারা।

রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, '২০২২-২০২৩ আর্থিক বছরে এই প্রকল্পের কোনও টাকা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে দেয়নি। কিন্তু গ্রামীণ রাস্তা মেরামত বন্ধ করা হয়নি। পথশ্রী প্রকল্পে ওই রাস্তা মেরামতের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইমতো রাস্তার কাজ হয়েছিল। গত বর্ষায় কিছু রাস্তা খারাপ হয়েছে। সেগুলি মেরামত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার চলতি আর্থিক বছরে ১৪০০ কোটি টাকা পাঠাচ্ছে বলে জানিয়েছে। তাতে নতুন কিছু রাস্তা তৈরি ও পুরোনো রাস্তা মেরামত হবে।' কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আটকে রেখে বঞ্চনা করছে বলে বারবার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। শুক্রবার এই নিয়ে বিধানসভায় প্রস্তাবও এনেছেন তৃণমূলের মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষ। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম না মানার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার টাকা আটকে রেখেছে বলে দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য সরকার ভুল-ত্রুটি শুধরে নিলে কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা আদায়ে বিজেপিও যে সহযোগিতা করবে সেই আশ্বাসও দিয়েছেন শুভেন্দু। কিন্তু শাসকদলের নেতারা মনে করছেন, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা আটকে রাখায় বিজেপির প্রতি সাধারণ মানুষের ক্ষোভ আরও বাড়ছে। সেই কারণে শুভেন্দু বাধ্য হয়ে এই কথা বলেছেন।

> কেন্দ্রীয় সরকার চলতি আর্থিক বছরে ১৪০০ কোটি টাকা পাঠাচ্ছে বলে জানিয়েছে। তাতে নতুন কিছু রাস্তা তৈরি ও পুরোনো রাস্তা মেরামত হবে।
>
> **প্রদীপ মজুমদার**
> *পঞ্চায়েতমন্ত্রী*

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই গ্রামাঞ্চলে রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা চেয়ে জেলাগুলিকে চিঠি পাঠিয়েছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে ওই প্রকল্প জমা দেওয়ার কথা। ইতিমধ্যেই অধিকাংশ জেলা বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট বা ডিপিআর তৈরি করে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে পাঠিয়েছে।

বিএনপি সমর্থক ধৃত কলকাতায়

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : বেআইনিভাবে সীমান্ত পেরিয়ে, নাম ভাঁড়িয়ে ভারতীয় পাসপোর্ট তৈরি করে থাকার অভিযোগে এক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশ। শুক্রবার রাতে পার্ক স্ট্রিট এলাকার একটি হোটেল থেকে সেলিম মাতব্বর নামে ওই বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে একটি ভারতীয় পাসপোর্ট উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বছর দুয়েক আগে বাংলাদেশের মাদারিপুর থেকে বেআইনিভাবে পশ্চিমবঙ্গে আসেন ওই ব্যক্তি। এখানে আসার পর রবি শর্মা নাম ভাঁড়িয়ে তৈরি করেন ভারতীয় পাসপোর্ট। জন্মস্থান হিসেবে রাজস্থানের কথা উল্লেখ করা হয়। এছাড়া দিল্লির একটি ঠিকানাও দেওয়া হয়। গ্রেপ্তারের পর জেরায় সেলিম জানিয়েছেন, তিনি বিএনপি'র সক্রিয় সমর্থক। রাজনৈতিক ঝামেলার কারণে বাড়ি ও দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। সেইসময় বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে নদিয়া জেলায় ঢুকেছিলেন তিনি। সেখানে বেশ কিছুদিন গা ঢাকা দিয়েছিলেন। তখনই ভুয়ো তথ্য দিয়ে পাসপোর্ট তৈরি করেন। এরপর পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলের মারকুইস স্ট্রিটে একটি হোটেলে কাজ করা শুরু করেন। ধৃত সেলিমের সঙ্গে আন্তজাতিক অপরাধ চক্রের যোগাযোগ আছে কি না, তা জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত। তাঁর বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্ট ও জালিয়াতির ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সংকটে সমস্যায় কর্পোরেট হাসপাতাল

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সংকটে গভীর সমস্যায় পড়েছে এই রাজ্যের কর্পোরেট হাসপাতালগুলি। নভেম্বরের শেষ থেকে বাংলাদেশের টালমাটাল পরিস্থিতি চলছে। সেখানকার রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে চিকিৎসা বাদে সবরকমের ভিসা দেওয়া বন্ধ রেখেছে এই দেশের সরকার। বাংলাদেশিদের কাছ থেকেই জানা গিয়েছে, ঢাকা থেকে খুব কম সংখ্যক বাংলাদেশিকে প্রতিদিন ভিসা দেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় অনেকেই পরিবারের সকলকে সেখানে রেখে এদেশে চিকিৎসা করাতে আসতে চাইছেন না। এসব কারণেই এই রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতালগুলি সংকটের মুখে।

কিছু হাসপাতাল যখন রোগীর অভাবে কাতর তখন আবার কলকাতার মানিকতলার একটি বেসরকারি হাসপাতাল ঘোষণা করেছে, বাংলাদেশি রোগীদের ভর্তিই করবে না তারা। ওই হাসপাতালে সাধারণ সময়ে মোট শয্যা সংখ্যার ২০ শতাংশ জুড়ে থাকেন বাংলাদেশিরা। সেখানকার অন্যতম অধিকর্তা শুভ্রাংশু ভক্তা বলেছেন, ওই দেশে আমাদের জাতীয় পতাকার অপমান করা হয়েছে। দেশ আগে, রোজগার পরে। আমরা সেইজন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' বিজেপি নেতা ও কাউন্সিলার সজল ঘোষও এই হাসপাতালের অন্যতম ডিরেক্টর। এর আগে সমাজ মাধ্যমে পোস্ট দিয়ে প্রখ্যাত স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ ইন্দ্রনীল সাহা বাংলাদেশি রোগী দেখা বন্ধ করেছেন। 'সবার আগে দেশ' ডাক দিয়ে তিনি সব ডাক্তারবাবুর কাছে বাংলাদেশি রোগী দেখা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ডাঃ সাহার মতো সমগ্র চিকিৎসককুলের কাছে বাংলাদেশি রোগী বয়কট করার আবেদন জানিয়েছেন।

চিকিৎসা করাতে আসা বাংলাদেশি মানুষের একটা বড় অংশ আসেন কলকাতায়। এই রাজ্যের শিলিগুড়িতেও উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ চিকিৎসা করাতে যান। এর বাইরেও দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে অনেকেই ভালো চিকিৎসার সন্ধানে যান। কলকাতার বাইপাস লাগোয়া কর্পোরেট হাসপাতালগুলির মোট ব্যবসার অনেকটাই জোগান দেন বাংলাদেশি রোগীরা। কর্পোরেট হাসপাতালগুলির হিসাব অনুযায়ী গড়ে মাসে কমপক্ষে আড়াই থেকে তিন হাজার বাংলাদেশি রোগী এক একটি হাসপাতালের আউটডোর ও ইন্ডোরে চিকিৎসা করাতে আসেন। চিকিৎসা করাতে আসা মানুষজন কলকাতা ও আশপাশ এলাকায় বেড়াতেও যান। মেডিকেল ট্যুরিজমের অঙ্গ হিসেবে প্রতিদিন রোগীর আত্মীয়স্বজন ভরিয়ে তোলেন ইকো পার্ক, নিক্কো পার্ক সহ বিনোদনের কেন্দ্রগুলি।

অর্ধেকে নেমেছে রোগীর সংখ্যা

হাসপাতালগুলির হিসাব অনুযায়ী গত কয়েকদিনে বাংলাদেশি রোগীর সংখ্যা কার্যত তলানিতে এসে ঠেকেছে। একটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আউটডোর ও ইন্ডোর মিলিয়ে বাংলাদেশি রোগীর সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। জরুরি অপারেশনের জন্য আগামী সপ্তাহে যাঁরা বুকিং করেছেন, তাঁদের অনেকেই গত সপ্তাহ থেকে নীরব হয়ে গিয়েছেন। তাঁরা আর যোগাযোগ করছেন না। সাধারণভাবে হাসপাতালের তরফে ৩ থেকে ৫ দিন আগে তাঁদের হোয়াটসঅ্যাপ কল বা মেল করে যোগাযোগ করা হয়। হাসপাতালগুলি জবাব পাওয়ার প্রতীক্ষায় রয়েছে। বহু হাসপাতালের এজেন্ট রয়েছে তথ্যকেন্দ্রের পরিচয়ে। তাঁরা হাসপাতালগুলিতে খবর পাঠিয়েছেন। দেশের পরিস্থিতি নড়বড়ে। অনেকেই যেতে চাইছেন না। টানাপোড়েনের ফলে বাংলাদেশে এখন মূল্যবৃদ্ধি চরমে উঠেছে। ফলে রোগীর পরিবারের পকেটেও পড়েছে টান। বাংলাদেশ থেকে বহু নিঃসন্তান দম্পতি এখানে আইভিএফ চিকিৎসার জন্য আসেন। তাঁরা আপাতত অপারেশন স্থগিত রেখে সংসার চালানোর লড়াইয়ে শামিল হয়েছেন।

নিয়ম অনুযায়ী এপারে চিকিৎসার জন্য আসার আগে হাসপাতালের ডাক্তারবাবুদের কাছ থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়। তার ভিত্তিতেই এদেশের ভিসা পাওয়া যায়। হাসপাতালগুলির কাছে এখন অ্যাপয়েন্টমেন্টের আবেদনও অনেক কমে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে হাসপাতালগুলি যথেষ্ট সংকটে। যদিও কর্পোরেট হাসপাতাল বাদে বাকিদের এই সংকট গ্রাস করেনি বলে দাবি করেছেন প্রোগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান শেখ আলহাজউদ্দিন। তিনি বলেন, 'আমাদের এখানে বাংলাদেশি রোগীরা আসে না। ফলে সামগ্রিকভাবে বেসরকারি নার্সিংহোম ও হাসপাতালগুলির কোনও সংকট নেই।'

শাসকদলকে কটাক্ষ রাজ্য বিজেপি সভাপতির

যাত্রাগানের আড়ালে চটুল নাচ

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ৩০ নভেম্বর : শীতের মরশুমে বালুরঘাট সহ জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে যাত্রাগানের আসর। আর সেই যাত্রাগানের আসরের আড়ালে চলছে দেদারে জুয়া। এর ফলে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন বহু মানুষ। নেশার আসক্তি বাড়ছে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে। এলাকায় বাড়ছে চুরি সহ অন্যান্য অপরাধ। নষ্ট হচ্ছে পরিবেশ। এনিয়ে সরব হয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। যদিও পুলিশ প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযোগ পেলেই অভিযান চালানো হচ্ছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এই মরশুমে জেলার বালুরঘাট, হিলি, কুমারগঞ্জ, তপন, গঙ্গারামপুর সহ অন্য ব্লকে রাত বাড়তেই বদলে যাচ্ছে এলাকার পরিবেশ। অস্থায়ী তাঁবু খাটিয়ে মঞ্চে উঠে অশ্লীল পোশাকে প্রকাশ্যেই চলছে চটুল নাচ। আর সেই নাচের আসরে উড়ছে বিপুল পরিমাণের টাকা। রমরমিয়ে চলছে জুয়ার আসরও। এই জুয়ার আসরে রাতভর লোক টানতেই চটুল নাচের আয়োজন উদ্যোক্তাদের।

> যখন শাসক কর্মসংস্থান করতে পারে না, মানুষের হাতে কাজ দিতে পারে না, তখন সেই শাসক খেলা-মেলা, গান, চটুল নাচের মধ্যে দিয়ে তরুণসমাজকে বিভ্রান্ত করতে চায়। তাদের নেশায় আসক্ত করতে প্রশাসনের অনুমতিতে চলে জুয়ার ঠেক।
>
> সুকান্ত মজুমদার
> রাজ্য সভাপতি, বিজেপি

গ্রামবাসীর অভিযোগ, রাতের বেলা মাইকিং করে জানানো হচ্ছে, কোথায় যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হবে। সেইমতো বিভিন্ন এলাকা থেকে আসরে পৌঁছে যাচ্ছে এক শ্রেণির মানুষ। অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসনের অঙ্গুলিহেলনেই জোরকদমে চলছে জুয়া। অভিযোগ, সিভিকের মাধ্যমে টাকা নিয়ে এই সব যাত্রাগান ও জুয়ার অনুমতি অলিখিতভাবে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশকে না জানিয়ে এধরনের কোনও অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব নয় বলেই দাবি।

অশ্লীল নাচ, মদ ও জুয়া এলাকায় যেমন সামাজিক সমস্যা তৈরি করছে, তেমনি তরুণ ও ছাত্রদেরও বিপথে পরিচালিত করছে বলে অভিযোগ। এবিষয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'যখন শাসক কর্মসংস্থান করতে পারে না, মানুষের হাতে কাজ দিতে পারে না, তখন সেই শাসক খেলা-মেলা, গান, চটুল নাচের মধ্যে দিয়ে বিভ্রান্ত করতে চায়। কারণ, তরুণসমাজ প্রশ্ন করে, আপনার ভাইপো তো কোটিপতি হচ্ছে! তরুণ সমাজ মদের নেশায় না থাকলে তো এই সব প্রশ্ন করবে। তাদের নেশায় আসক্ত করতে এই ধরনের মেলা করা হয়। আর সেখানেই শাসকদল ও প্রশাসনের অনুমতিতে চলে জুয়ার ঠেক।'

এবিষয়ে তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক মফিজউদ্দিন মিয়াঁ বলেন, 'আমাদের কাছেও কিছু কিছু জায়গায় খবর আসছে যাত্রাগানের আড়ালে জুয়া চলছে। আমরা এমন খবর পেলেই প্রশাসনের নজরে আনছি এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমরা চাই আমাদের পরিবেশ যেন ভালো থাকে। তরুণ সমাজ যেন নষ্ট বা বিপথে না যায়। তবে বিজেপির করা অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যেখানে বিজেপি পঞ্চায়েতে ক্ষমতায় ছিল, সেই জায়গাতেই বেশি জুয়া চলত। বিজেপির লোকই বাড়িতে জুয়ার আসর চালায়।'

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরিশ সরকার বলেন, 'আমার কাছে এমন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আসেনি। এমন ঘটনা ঘটে থাকলে তা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। এইসব জিনিস যত তাড়াতাড়ি বন্ধ করা যাবে, সমাজ ততই সুস্থতার পথে এগোবে।'

অন্যদিকে, জেলা পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এমন কোনও অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ধরপাকড় করা হচ্ছে।

জেলার খেলা

চ্যাম্পিয়ন মহাদেবপুর

গাজোল, ৩০ নভেম্বর : ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় সঞ্চার ব্যুরো, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক অফিস মালদার উদ্যোগে এবং দেশবন্ধু ক্লাব ও লাইব্রেরির সহযোগিতায় আয়োজিত ৪ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয় মহাদেবপুর এফসি।

বলরামপুর জুনিয়ার হাইস্কুল মাঠে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে টিয়াকাটি এফসি-কে। সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন মহাদেবপুরের চন্দন হেমরম।

একই মাঠে আয়োজিত তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন নরেশ মুর্মু। দ্বিতীয় বাহাদুর সরকার। তৃতীয় হন শুভঙ্কর সরকার। উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় সঞ্চার ব্যুরো তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের মালদা জেলার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নবীন তামাং, লাইব্রেরির সচিব করুণাসিন্ধু সরকার প্রমুখ। নবীনবাবু বলেছেন, চারটি বিষয়কে সামনে রেখে সাধারণ মানুষ ও তরুণদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে আজকের এই কর্মসূচি।

পাপ্পুর ছয় শিকার

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন আন্তঃক্লাব ক্রিকেটে শনিবার আইডলস ক্রিকেট ক্লাব ১ উইকেটে হারিয়েছে অভিযান ক্লাবকে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথমে অভিযান ৩৮.৫ ওভারে ১৬১ রানে অল আউট হয়। ওম ভগৎ ৮০ রান করেন। ম্যাচের সেরা পাপ্পু যাদব ৮ ওভারে ৩০ রানে ফেলে দেন ৬ উইকেট। জবাবে আইডলস ৩০.৫ ওভারে ৯ উইকেটে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। আবদুল রজকের অবদান ৪৩ রান। দেবাশিস চন্দ ৮ ওভারে ৩৩ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। রবিবার দ্বিতীয় ডিভিশনে মুখোমুখি হবে নেতাজি পাঠাগার ও রূপাহার যুব সংঘ।

জেভিয়ার্সের বাস্কেটবল

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের প্রাক্তনীদের উদ্যোগে একদিবসীয় আন্তঃস্কুল বাস্কেটবল অনুষ্ঠিত হবে রবিবার। সকাল ৯টা থেকে বিদ্যালয়ের বাস্কেটবল কোর্টেই এই খেলা শুরু হবে। আয়োজকদের তরফে শুভদীপ সরকার জানিয়েছেন, রায়গঞ্জের সেন্ট জেভিয়ার্স, মজলিশপুরের সেন্ট ইগনিশিয়াস, ডালখোলার হোলি ক্রস, পূর্ণিয়ার সেন্ট জেভিয়ার্স ও সাহেবগঞ্জের সেন্ট জেভিয়ার্স এই পাঁচটি স্কুল প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

ফাইনালে ভালুয়ারা

সামসী, ৩০ নভেম্বর : বিষণপুর উজ্জ্বল সংঘের প্রধান কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল ভালুয়ারা এফসি একাদশ। শনিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে হারিয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর স্পোর্টস ক্লাবকে। বিষণপুর ফুটবল ময়দানে নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। ভালুয়ারার গোলস্কোরার সুব্রত সোরেন। হরিশ্চন্দ্রপুরের গোলটি ভুট্টু দাসের। রবিবার ফাইনালে ভালুয়ারার প্রতিপক্ষ কেবিসি।

ভেটেরান্স ফুটবল

গঙ্গারামপুর, ৩০ নভেম্বর : সোনালি অতীত ফুটবল ক্লাবের ৮ দলীয় ভেটেরান্স ফুটবল রবিবার হবে। গঙ্গারামপুর ফুটবল ময়দানে এই প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, মালদা ছাড়াও ঝাড়খণ্ডের একটি দল অংশ নেবে। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে আর্থিক পুরস্কারের সঙ্গে দেওয়া হবে সুমিত্রা ব্রহ্মা চ্যাম্পিয়ন্স এবং রানার্স ট্রফি।

শক্ত করে ধর, নয়তো পড়ে যাবি...। শনিবার কুশমণ্ডিতে সৌরভ রায়ের ক্যামেরায়।

স্কুলের জমি দখল রুখতে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ৩০ নভেম্বর : প্রাথমিক স্কুলের জায়গা দখল করে বেআইনি নির্মাণ। এমন অভিযোগ পাওয়ার পর বেআইনি নির্মাণ ভেঙে জায়গা ফাঁকা করল ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট ব্লকের দৌল্লা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ওই জায়গা ফাঁকা করার পর লাগানো হয়েছে সরকারি পোস্টার।

প্রসঙ্গত, বালুরঘাট থেকে হিলি পর্যন্ত রেলপথের উপর একাধিক বাড়িঘর, দোকানপাট এবং সরকারি ভবন পড়ে। যার মধ্যে দৌল্লা প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সম্প্রতি স্কুল ভবন নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে বৈঠক হয়। আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়, বিদ্যালয়টি নতুন জায়গায় সরানো হবে। নতুন জায়গায় স্কুলটি খাস জমির উপর নির্মিত হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কিন্তু সেখানে একটি টিনের বাড়ি বানিয়ে জায়গাটি দখল করার চেষ্টা করে স্থানীয় কিছু লোকজন। খবর পাওয়ার পর পুলিশ আর ভূমি দপ্তরের বিএল অ্যান্ড এলআরও শনিবার যৌথ অভিযান চালিয়ে ওই জায়গাটি উদ্ধার করে। একইসঙ্গে দখলদারি বন্ধ করতে ফলক বসানো হয়, যাতে ভবিষ্যতে কেউ সে জায়গা দখল করতে না পারে। দৌল্লা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আপাতত ৪৭ জন ছাত্রছাত্রী এবং দুইজন শিক্ষক আছেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

এবিষয়ে বালুরঘাটের নর্থ সার্কেলের এসআই অফ স্কুল অরিজিৎ ভাদুড়ি বলেন, রেললাইনে জায়গা পড়ায় প্রশাসনিক স্তরে ওই স্কুলটিকে অন্যত্র সরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেইমতো ভূমি দপ্তরের তরফে জায়গা খালি করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয় নতুন জায়গায় ওই স্কুল দ্রুত তৈরি করা হবে।

স্থানীয় অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবদূত

লাগানো হয়েছে সরকারি ফলক। - সংবাদচিত্র

বর্মন বলেন, 'সরকারি জায়গা দখল করার বিষয় সামনে আসতেই জেলা প্রশাসনের নজরে পুরো বিষয়টি আনা হয়েছে।' অন্যদিকে, বালুরঘাটের বিএল অ্যান্ড এলআরও একটি সরকারি জায়গায় স্কুলটিকে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু নতুন জায়গাটিকে কেউ বা কারা দখল করে। খবর পেয়ে আমরা অভিযান চালাই। অবৈধ নির্মাণ সরিয়ে জায়গাটি খালি করা হয়েছে এবং সেখানে পোস্টার লাগানো হয়েছে।'

জমি বিবাদে গ্রেপ্তার ২

কুশমণ্ডি, ৩০ নভেম্বর : বর্গাদারকে না জানিয়ে জমির মূল মালিক জমি অন্যত্র বিক্রি করে দেয়। এই ঘটনায় তুমুল বিবাদের সৃষ্টি হল কুশমণ্ডিতে। বিবাদে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়। গ্রেপ্তার হয় দুইজন।

গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'বর্গাদারকে না জানিয়ে জমির মালিক জমি অন্য একজনকে বিক্রি করে দেওয়ায় বর্গাদার এবং বর্তমানে ক্রেতা উভয়পক্ষের মধ্যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছিল। ওই ঘটনায় একজন অসহায় মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে সালাউদ্দিন আহমেদ (৫৪) ও ময়দা খাতুন (৪৪) নামে দুই জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। ধৃতদের বাড়ি ইসনাইল গ্রামে।'

প্রয়াত তৃণমূল নেতা

বৈষ্ণবনগর, ৩০ নভেম্বর : শনিবার রাত ২টায় প্রয়াত হলেন কালিয়াচক ৩ ব্লকের দাড়িয়াপুর প্রাইমারি স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক তথা রাজনীতিবিদ শেখ নালেপ আলি (৭৮)। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি কিডনিজনিত অসুখে ভুগছিলেন। শনিবার গভীর রাতে প্রচণ্ড অসুস্থ হওয়ায় তাকে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করা হলে রাত ২টায় মৃত্যু হয় তাঁর। প্রায় দেড় বছর ধরে তিনি কিডনিজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন এবং তাঁর ডায়ালিসিস চলছিল। ২০০৬ সালে তিনি বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছিলেন।

কালীপুজোয় বাউলের আসর

বুনিয়াদপুর, ৩০ নভেম্বর : শনিবার গভীর রাতে মহাসমারোহে সম্পন্ন হল বংশীহারী শ্মশানকালীর পুজো। প্রাচীন এই পুজোকে ঘিরে স্থানীয় মিরজাদপুরের বাসিন্দাদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। বংশীহারী শ্মশানে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা মন্দিরে নানা ভোগ এবং উপাচারে দেবীর পুজো হয়। পুজো শেষে শ্মশানেই প্রচুর লোককে পাত পেড়ে খিচুড়ি ভোগ বিলি করা হয়। পুজো কমিটির সম্পাদক কাজল চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রবিবার থেকে শ্মশানেই দুইদিন ব্যাপী বাউল গানের আসর করা হয়েছে।'

দুর্ঘটনা রুখতে থানায় বৈঠক

কুমারগঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : পথ দুর্ঘটনা রুখতে কুমারগঞ্জ থানায় শনিবার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়ে গেল। ছিলেন বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল, কুমারগঞ্জের সমষ্টি উন্নয়ন করণকর্তা শ্রীবাস বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায়, কুমারগঞ্জের আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদার, ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য প্রকাশ সাহা, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ গণেশ দাস প্রমুখ। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে রাস্তার দুই পাশে সব দোকান তিন-চার দিনের মধ্যে সরিয়ে নিতে হবে। হাটবারে রাস্তার বদলে দোকান বসবে হাটে।

কম্বল বিলি

বালুরঘাট, ৩০ নভেম্বর : আসন্ন শীতের কষ্ট কিছুটা লাঘব করতে কম্বল বিলি কর্মসূচি নিল পথের দিশা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন। শুক্রবার রাতে বালুরঘাটের শান্তি কলোনি, আন্দোলন সেতু, ছিন্নমস্তা কলোনি সহ বিভিন্ন এলাকায় তারা এই কর্মসূচি পালন করলেন।

ভাঙা দোকানঘর। শনিবার রায়গঞ্জে ছবিটি তুলেছেন চন্দ্রনারায়ণ সাহা।

বাসস্ট্যান্ডের জন্য দোকান ভেঙে সমস্যায় ব্যবসায়ীরা

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : নতুন বাসস্ট্যান্ডের কাজ শেষ হলে নতুনভাবে ঘর হবে, বৃদ্ধি পাবে ব্যবসার কলেবর, এই আশ্বাস মিলেছিল জেলা প্রশাসনের তরফে। সেই আশায় পুরোনো ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে গড়ে ওঠা নিজেদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ভেঙে ফেলেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। কিন্তু তারপরেই তৈরি হয়েছে বড় সমস্যা। ব্যবসা বন্ধ থাকায় উপার্জনহীন হয়ে গিয়েছে স্থানীয় ৩০ জন ব্যবসায়ী। এমতাবস্থায়, বাসস্ট্যান্ডের কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

রায়গঞ্জ পুরসভা এলাকার যানজট নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। টোটোর দৌরাত্ম্য কম করার পাশাপাশি রায়গঞ্জ শহর মধ্যস্থ ইন্দিরা গান্ধি পুরবাস টার্মিনাস সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে শিলিগুড়ি মোড় সংলগ্ন পিডব্লিউডির জমিতে। রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর পরামর্শে দোকান ভাঙা হচ্ছে বলে জানালেন স্থানীয় দোকানদার উজ্জ্বলকুমার দেবনাথ। তিনি বলেন, 'আমাদেরকে দোকান ভেঙে ফেলার জন্য বিধায়ক, পুরসভার প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্যরা এসে নির্দেশ দেন। দোকান ভেঙে এখন বিপদে পড়েছি।'

> নতুন বাসস্ট্যান্ডে বিকল্প জায়গায় ব্যবসার জন্য ব্যবস্থা করা হবে বলে বিধায়ক, পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্যরা আমাদের প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁদের অনুরোধে দোকান ভেঙে এখন বিপদে পড়েছি। উপার্জন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।
>
> উজ্জ্বলকুমার দেবনাথ
> ব্যবসায়ী

যদিও রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি বলেন, 'এটা তো আলাদিনের প্রদীপ নয় যে, মুহূর্তের মধ্যে কাজ হয়ে যাবে। প্রশাসন লেগে আছে। ওখানে এর মধ্যেই মাটি ফেলার কাজ শুরু হবে।'

শ্মশানের কাজে নজরদারি

পতিরাম, ৩০ নভেম্বর : পতিরামে আধুনিক মহাশ্মশান নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন বালুরঘাটের বিডিও সম্বল ঝা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার, পতিরাম পঞ্চায়েতের প্রধান পার্থ ঘোষ এবং পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তোতন হালদার। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন অন্য জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও।

ত্রিশ লাখ টাকার বাজেটে নির্মিত এই মহাশ্মশান নির্মাণ প্রকল্পে এলাকায় অত্যাধুনিক সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এখানে শ্মশানবন্ধুদের বসার জন্য নির্ধারিত স্থান, দুটি দেহ একসঙ্গে দাহ করার সুব্যবস্থা এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকবে। পুরো শ্মশান চত্বরকে নীল-সাদা রংয়ে সাজানো হবে এবং মনীষীদের ছবি দিয়ে শোভিত করা হবে। সৌন্দর্যায়নের অংশ হিসেবে চত্বরজুড়ে আলোর সুব্যবস্থা এবং একটি বড় প্রবেশদ্বার তৈরি করা হবে। শ্মশানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হবে।

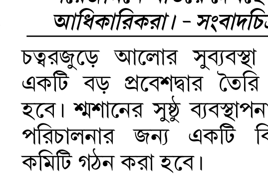

সরেজমিনে খতিয়ে দেখছেন আধিকারিকরা। - সংবাদচিত্র

পঞ্চায়েত প্রধান পার্থ ঘোষ জানান, 'মহাশ্মশান উদ্বোধনের পর নদীর ধারে অন্যত্র দেহ দাহ বন্ধ করার জন্য নির্দেশ জারি করা হবে।'

বিডিও সম্বল ঝা জানান, 'এই মহাশ্মশানের সৌন্দর্যায়ন এলাকাবাসীর চোখে লাগার মতো হবে। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবিতে সাড়া দিয়েই আধুনিক শ্মশান তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে এবং আশা করা হচ্ছে নতুন বছরের শুরুতেই এই মহাশ্মশানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে। এই আধুনিক মহাশ্মশান শুধু দাহ কার্য সম্পন্ন করার স্থান নয়, বরং এলাকার উন্নয়নের একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে ।

অপরাজিতা আইনের দাবিতে তৃণমূলের মিছিল

নিউজ ব্যুরো

৩০ নভেম্বর : মহিলা সুরক্ষার্থে অপরাজিতা বিল আইন প্রণয়নের দাবিতে আজ রায়গঞ্জ ব্লকের হালালপুরে মিছিল করল রায়গঞ্জ ব্লক -২ তৃণমূল মহিলা। এদিন জেলার প্রতিটি ব্লকে মহিলা তৃণমূলের সদস্যারা মিছিল করেন। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়শ্রী ব্যাপারী বর্মন।

মহিলা ও শিশু সুরক্ষা অপরাজিতা বিল আইনে পরিণত করতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে পদক্ষেপ করার দাবিতে আন্দোলনে নামল কালিয়াচক-২ ব্লক তৃণমূল মহিলা। শনিবার সংগঠনের সদস্যারা মোথাবাড়ির বিধায়ক কার্যালয়ে উপস্থিত হন। ছিলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ফিরোজ শেখ, সহ সভাপতি হাসিমুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। সংগঠনের সভাপতি ঊষারানি বসাক জানান, 'কেন্দ্রীয় সরকার পদক্ষেপ না করলে দলের সমস্ত মহিলারা রাস্তায় নামবে।'

রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে বালুরঘাট ব্লক মহিলা তৃণমূলের উদ্যোগে 'অপরাজিতা বিল' আইনে রূপান্তরের দাবিতে পতিরামে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার আয়োজিত এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন জেলা মহিলা নেত্রী স্নেহলতা হেমরম। উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি কৌশিক চৌধুরী, অরূপ সরকার, পার্থ ঘোষ, বিভাস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। মিছিলে অংশ নেন তিনশোরও বেশি মানুষ। গোটা পতিরাম পরিক্রমা করে মিছিল শেষে পতিরাম চৌরঙ্গিতে একটি স্ট্রিট কর্নার অনুষ্ঠিত হয়।

অপরাজিতা বিল আইন প্রণয়নের দাবিতে গঙ্গারামপুর ও তপনে মিছিল করল মহিলা তৃণমূল। এদিন গঙ্গারামপুর শহরের নিউমার্কেট থেকে মিছিলটি বেরিয়ে গঙ্গারামপুর শহরের হাইস্কুল পাড়া,ব্লকপাড়া,বাসস্ট্যান্ড চৌপথি হয়ে ফের নিউমার্কেটে এসে শেষ হয়। মিছিলে পা মিলিয়ে ছিলেন গঙ্গারামপুর পুরসভার পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্র।

অপরদিকে তপন ব্লক তৃণমূল কার্যালয় থেকে মিছিলটি বেরিয়ে তপনের হাসপাতাল রোড,সালাস রোড পরিক্রমা করেন। নেতৃত্ব দেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস নেত্রী মামণি রায়। মিছিলে হাঁটেন তপন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি (তপন বিধানসভা) সুব্রতরঞ্জন ধর প্রমুখ।

রাসমেলায় যাত্রানুষ্ঠান

গাজোল

গাজোল, ৩০ নভেম্বর : কলকাতার যাত্রানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শেষ হল গাজোল রাসমেলা। শুক্রবার রাতে গাজোলের রাসমেলার অন্যতম আকর্ষণ জীবন্ত ট্যাবলো প্রতিযোগিতা দেখতে ভিড় উপচে পড়ে। 'দোহার' ও কলকাতার বিভিন্ন শিল্পীদের সংগীতানুষ্ঠান শ্রোতাদের মন কাড়ে। মঞ্চ মাতান বৃন্দাবন থেকে আসা নৃত্যশিল্পীরা। এছাড়াও অসংখ্য সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং শিল্পী তাঁদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছেন।

উল্লেখ্য, ১৫ নভেম্বর চক্রপুজো, অধিবাস, গীতা ও ভাগবতপাঠের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় গাজোলের রাস উৎসব। এবারের মুখ্য আকর্ষণ ছিল শ্রীখোলবাদক হরেকৃষ্ণ হালদার ও তাঁর সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান।

এবছরের ট্যাবলো প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ৫১টি দল অংশ নেয়। কদুবাড়ি মোড় থেকে শুরু হয়ে বামনগোলা মোড়, বিদ্রোহী মোড়, গাজোল বাসস্ট্যান্ড হয়ে তুলসীডাঙা হাসপাতাল মোড়ে শেষ হয় প্রতিযোগিতা। ভিড়ের চাপে একসময় গাজোল-আলাল রোডে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের একটি লেন বন্ধ হয়ে যায়। বিচারে প্রথম হয় নির্মল যোগ সংঘের রাধাকৃষ্ণ। দ্বিতীয় গৌরাঙ্গ রবিদাস এবং তাঁর সম্প্রদায়ের বাইক দুর্ঘটনা। তৃতীয় মালদার মিরচকের শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। চতুর্থ প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারীর (মালদা) রাধাকৃষ্ণ। পঞ্চম নির্মল যোগ সংঘের (কদুবাড়ি) মা কালী, শ্রী রামকৃষ্ণ এবং মা সারদা।

মোবাইল উদ্ধার

বৈষ্ণবনগর, ৩০ নভেম্বর : কালিয়াচক থানার পর আবার চোরাই মোবাইল উদ্ধারে সাফল্য পেল বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। বিভিন্ন কোম্পানির একাধিক চোরাই মোবাইল সহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ধৃত দু'জন হল আইনুল হক ও ইউসুফ শেখ। বাড়ি কালিয়াচক থানা এলাকায়। শুক্রবার গভীর রাতে তারা বৈষ্ণবনগরের ১৮ মাইল টোলপ্লাজা সংলগ্ন লক্ষ্মীপুরে একটি ব্যাগ নিয়ে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিল। বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ, লক্ষ্মীপুরে হানা দিয়ে তাদের পাকড়াও করে। তল্লাশিতে ধৃতদের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় বিভিন্ন নামীদামি কোম্পানির ১৫টি চোরাই মোবাইল। যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৩ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য কালিয়াচক থানার পুলিশের তল্লাশিতে সাজিদুলের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয়েছিল ২৮টি চোরাই মোবাইল। যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৬ লক্ষ টাকা।

পুস্তক বিলি

গঙ্গারামপুর, ৩০ নভেম্বর : ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রাকপ্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে গঙ্গারামপুর পশ্চিম চক্র । এই চক্রের অধীনে গঙ্গারামপুর ব্লকের ৪টি অঞ্চলের সমস্ত স্কুলগুলোর জন্য নভেম্বর মাসের ২৭, ২৮, ২৯ ও ডিসেম্বর মাসের ২ তারিখ পাঠ্যপুস্তক বিতরণের দিন নির্দিষ্ট করেছে গঙ্গারামপুর পশ্চিম চক্র। তৃতীয় পর্বের মূল্যায়নের আগেই স্কুলগুলিতে নতুন শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন চক্রের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

রাস্তার হতশ্রী দশা, সীমানন্দপুরে ক্ষোভ

বরুণকুমার মজুমদার

করণদিঘি, ৩০ নভেম্বর : সীমানন্দপুরে জহরলাল নেহেরু বিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাসের কাজ চলছে। সে কারণে ট্রাকে করে আনতে হচ্ছে নির্মাণ সামগ্রী। ভারী ট্রাক চলাচলে রাস্তার ওপর চাপ পড়ায় রাস্তার শ্রী বদলে হতশ্রী চেহারা নিয়েছে। সকলেই রাস্তা মেরামতির দাবি জানিয়েছে।

সীমানন্দপুরের বাসিন্দা নঈম আকতার বলেন, 'রাস্তার পিচ উঠে গিয়েছে। কোথাও কোথাও পাথর বেরিয়েছে। রাস্তার এখানে-ওখানে গর্ত। যাওয়া-আসা করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

একই অভিযোগ সিরাজুল ইসলামের। তিনি বলেন, মহম্মদপুর সেতু থেকে হরিপুর হয়ে ডালখোলা ১ নম্বর পঞ্চায়েতের ভগবানপুর, সীমানন্দপুর, ভাগসুর পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ।' রাস্তার বেহাল দশার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন রানিগঞ্জ পঞ্চায়েতের প্রধান সাহানওয়াজ হুসেন। তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন ডালখোলা-১ পঞ্চায়েতের প্রধান প্রার্থনা বাড়ুই বিশ্বাস।

রাস্তার পাশে পিচ উঠে গিয়েছে। শনিবার করণদিঘিতে। - সংবাদচিত্র

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য চামায়ুন আরার স্বামী সামসুল হক বলেন, 'সীমানন্দপুরে জহরলাল নেহেরু বিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস তৈরি হচ্ছে। ভারী ট্রাক চলাচল করার কারণে রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে। অটো, টোটো, সাইকেল, বাইকে যাতায়াত করাই দায়। রাস্তা মেরামতি না করলে বর্ষায় চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়বে। '

বেহাল রাস্তা প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা লক্ষ্মী মার্ডি বলেন, 'সীমানন্দপুরে বিশাল জায়গা নিয়ে নবোদয় স্কুলের বাড়ি তৈরি হচ্ছে। রাস্তা মেরামতের পাশাপাশি রাস্তা সম্প্রসারণের প্রয়োজন আছে। বিধায়ক ও জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে রাস্তা মেরামত ও সম্প্রসারণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার দাবি জানাই।'

রানিগঞ্জ পঞ্চায়েতের প্রধান সাজানোয়াজ আলম বলেন, 'ভারী গাড়ি চলাচল করায় রাস্তার দুই পাশ নীচু হয়ে গিয়েছে। রাস্তা মেরামতের জন্য পঞ্চায়েত থেকে মাপজোখ করে বিডিওকে জানানো হয়েছে। রাস্তাটা জেলা পরিষদের অধীনে থাকায় পঞ্চায়েত থেকে কোনও কাজ করা যাবে না।' জেলা পরিষদের সদস্য আবদুর রহিম বলেন, 'রাস্তা জরিপ করা হয়েছে। জেলা পরিষদের কাছে রাস্তা মেরামতের প্রস্তাব পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

করণদিঘি সমষ্টি উন্নয়ন করণ কর্তা জয়ন্তদেবব্রত চৌধুরী বলেন, 'বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে।'

পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩০ নভেম্বর : জলের ট্যাংক তৈরি। গ্রামজুড়ে বসেছে পানীয় জল সরবরাহের পাইপলাইন। এত কিছুর পরেও মহেন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের ভবানীপুরে বন্ধ পানীয় জল পরিষেবা। অভিযোগ জানিয়েও ফল হয়নি। উদাসীন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর।

স্থানীয় বাসিন্দা আনজারুল হক বলেন, 'জলের ট্যাংক তৈরি হওয়ায় আমরা আশাবাদী ছিলাম খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ পেয়ে যাব। কিন্তু এখনও পানীয় জল বাড়িতে পৌঁছালো না।

এ প্রসঙ্গে চাঁচল মহকুমা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার সুমিত ঘোষ বলেন, 'কিছু কাজ বাকি আছে। কয়েকটি পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে।'

রংদার রোববার

9 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১ ডিসেম্বর ২০২৪ নয়

১০ আরও প্রচ্ছদ : শমিদীপ দত্ত ও অনিমেষ দত্ত

১১ ছোটগল্প : রূপক সাহা
এডুকেশন ক্যাম্পাস

১২ দেবাঙ্গনে দেবার্চনা পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতা : শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তী, উদয়শঙ্কর বাগ, বিশ্বজিৎ মজুমদার, তাপস চক্রবর্তী, সৈকত পাল মজুমদার, সুকুমার সরকার, রণজিৎ সরকার ও সাগ্নিকা পাল

চিঠি

ছবি : সূত্রধর

এখন ফেসবুকের কল্যাণে আবার সবার মুখে চিঠি নিয়ে কথাবার্তা। চিঠি নিয়ে নানারকম লেখালেখি। পোস্ট কার্ড, ইনল্যান্ডের দিন বহু যুগ আগেই শেষ মেল-হোয়াটসঅ্যাপের কল্যাণে। শ্রীচরণেষু, ইতি--এসব শব্দও হারিয়ে যাওয়ার মুখে। এবারের প্রচ্ছদে চিঠি নিয়েই চর্চা।

কলম ও তার প্রেম ইতিবৃত্ত

যশোধরা রায়চৌধুরী

নিরীহ কলম, নিরীহ কালি
নিরীহ কাগজে লিখিল গালি... (সুকুমার রায়)

ষাট-সত্তর দশক ছিল কাগজে-কলমে চিঠি লেখার দিনকাল। সব চিঠির সেরা চিঠি প্রেমপত্র আর তারপরেই আসল ঝগড়ার চিঠির। প্রেম ভাঙার চিঠির। যা পাবার পর ছাতে বহ্ন্যুৎসব করে পুড়িয়ে দিতে হয় আগের সব চিঠি।

সব সাহিত্যিক বা সাহিত্যিক যশোপ্রার্থী ছোটবেলায় নিজের ও বন্ধুদের প্রেমপত্র লিখেই হাত পাকাতেন সচরাচর। প্রেমপত্র ডাকে না দিয়ে পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাতচিঠি হিসেবে গুঁজে দিতে, লোক দিয়ে পাঠাতে, লাইব্রেরির বইয়ের ভাঁজে দিতে, পোস্ট বাক্সে নির্দিষ্ট সংকেত সময়ে ফেলে দিতে, গুটলি পাকিয়ে চিরকুট করে ছাতে ছুড়ে দিতে... আরও কতভাবে 'পৌঁছে দেওয়া' কার্য সমাধা হত তখন। পথে পথে বাধা হিসেবে মেসো পিসে মামা কাকা বাড়ির চাকররা থাকতেন। তবু পৌঁছে যেত। স্মার্টফোনের আগেকার সেইসব দিনের হাতের লেখা প্রজন্মের বিষাদ ও আনন্দ মেখে বসে থাকত তারা।

চিঠি মানেই একটা ব্যাপার। মুসাবিদা করা অফিসের দরখাস্ত, বাড়িতে বারবার লিখে ছিঁড়ে ফেলা পারিবারিক মনান্তরের দলিল দস্তাবেজ, মনোমালিন্যের ছাপ পড়া বন্ধুবিচ্ছেদের 'শেষ চিঠি' যা লিগাল মুসাবিদা বা ড্রাফটিং-এর চেয়ে কম কিচ্ছু নয়। কিন্তু যখন হাতেলেখা চিঠির যুগ ছিল তখন কাগজ আর কলমেরও যুগ। শার্লক হোমস বা প্রদোষ মিত্তিররা চিঠির কাগজ, কালির ধ্যাবড়ানো আর গড়িয়ে পড়া, সইয়ের কালির রং দেখে কত রহস্য সমাধান করতেন।

কলমের কথা উঠলে, পার্কার কলমের আভিজাত্যের গল্প বলব? নাকি সাধারণ পাঁচ সিকের কলম লিক করে কেরানির আপিসে পরে যাবার একমাত্র 'বুশশার্টের' পকেট ভিজে যাওয়ার আর সে পকেটে শক্ত সাবানের হলদেটে বার ঘষে হাত খইয়ে ফেলা কেরানির বৌয়ের গল্প? ট্রেনের হকারের ব্যবসাদারির চূড়ান্ত নমুনা, নিব কত ভালো প্রমাণ করতে হাতের আঙুলের কায়দা করে নিখুঁত টিপে কলমটা ছুড়ে দিত লোকাল ট্রেনের হলুদ সবুজ কম্পার্টমেন্টের গায়ে লাগানো বাদামি প্লাইবোর্ডের পাটাতন সাঁটা দেওয়ালে। সেই বর্শাফলকের মতো বিঁধে যাওয়া কলমের দৈবী ক্ষমতাসম্পন্ন নিব, তথাকথিত 'স্টেনলেস স্টিলের' নিব... বাড়ি এনে ব্যবহার করতে গিয়ে খাতায় ঠেকাতেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে গিয়েছিল।

তখন তাকে কি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে? পেন হসপিটাল! ভাবা যায় এই নামকরণ? কলেজ স্ট্রিটে বিশাল বড় একটা নকল কলমের মূর্তি ছিল। কলম কেনা ও সারানোর দোকান 'পেন হসপিটাল'-এর দরজার বাইরে দাঁড় করানো।

হাতে দোয়াত ঝুলিয়ে ইশকুল আপিস যেতে হবে না। কিন্তু এর পেছনে যে আছে প্রযুক্তি। ফাউন্টেন পেনের হাসপাতাল লাগত। খাগের কলমে লাগত না। ডট পেনেও না। সেসময়ে আমাদের ক্লাস ফোর থেকে কলম। থ্রি অব্দি পেন্সিল।

আমাদের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক পাশ করলে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের কাছ থেকে ভালো কলম উপহার পেত। তারও বহু আগে থেকে কলমের একটা এভোলিউশন ছিল। সরু কঞ্চি কেটে, খাগের কলম, পাখির পালকের কলম, কাঠের হাতলে লাগানো বিদেশি নিবের দাদুর আমলকার কলমের পর যখন ফাউন্টেন পেন এল, তা প্রায় হুঁকোর তামুক খাওয়া থেকে সিগারেটে উন্নয়ন। বিভূতিভূষণের লেখায় আছে হুঁকো আর সিগারেটের বিবর্তনের গল্প। হুঁকো সাজতে হয়। খেতে গেলে স্পেস টাইম দুই-ই লাগত। সিগারেট পকেটে নিয়ে ঘোরা যায়। ফস করে পকেট থেকে বার করে ফট করে ধরানো যায়। যখন খুশি খাওয়াও যায়। খকখক কেশে তুলসী চক্রবর্তীর মতো বলতে হয় না দিদি, দাও না একটা কুলি ডেকে আমি ততক্ষণ দুটো সুখটান দিয়ে নিই। আবার দু'টান দিয়ে সিগারেট পায়ে পিষে নিবিয়েও দেওয়া যায়। প্রকৃতই ইউজ অ্যান্ড থ্রো।

সেরকম, খাগের কলম বা কঞ্চি কেটে কলম করে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে, ছোট্ট দোয়াতে গুঁড়ো ভুসি নিয়ে যাও রে, জল মিশিয়ে ভুসিকে কালিতে রূপান্তরিত করো রে। এত্ত ঝামেলা নেই। ফাউন্টেন পেনে একবার কালি ভরো তা সারাদিন লেখা চলবে। হাতে দোয়াত ঝুলিয়ে ইশকুল আপিস যেতে হবে না। কিন্তু এর পেছনে যে আছে প্রযুক্তি। ফাউন্টেন পেনের হাসপাতাল লাগত। খাগের কলমে লাগত না। ডট পেনেও না। সেসময়ে আমাদের ক্লাস ফোর থেকে কলম। থ্রি অব্দি পেন্সিল। সেইসব প্রথম-কলম-হস্তে দেবদেবীদের 'হাতেকালি মুখে কালি বাছা আমার লিখে এলি' অবস্থা আজ আর নেই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চার আনার পোস্ট কার্ডে (আমাদের প্রজন্মের ১৫ পয়সার পোস্ট কার্ড দিয়ে শুরু?) বন্ধুদের চিঠি লেখাও চালু। কারণ দীর্ঘ গরমের ছুটি বা পুজোর ছুটির বন্ধুবিচ্ছেদ অসহ। কলমেই তো লিখতাম সেসব।

ক্লাস ফাইভ নাগাদ আমি নিজেই এক পেন হসপিটাল। আমার দেরাজওয়ালা টেবিল ছোট্ট থেকে পছন্দ। সেই রকম দেরাজ আমি নিজেই বানিয়েছিলাম ব্লক খেলার কয়েকটা বাক্স জুড়ে জুড়ে। আর তাতে থাকে থাকে ছিল আমার কলম, কালির বাক্স, চক, ব্লটিং পেপার, পেন্সিল, রাবার ও আরও নানা সরঞ্জাম।

কালির বাক্সের ওপর সঠিক বানানে সুলেখা লেখা থাকা চাই। সঠিক হল SULEKHA, ভুল বানান হল SULAKHA SHULAKHA SHOOLEKHA ... সেসব কালি দু'দিনে শুকিয়ে যায় বা পেনের ভেতর অক্কা পেয়ে গুটলি পেকে বসে।

এরপর দশের পাতার

সাহেবের গল্পে কিছু পত্রবোমা

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিন হিটলার আর স্তালিনের ভিতর বন্ধু-বন্ধু খেলা শুরু হয় আর ২৩ অগাস্ট ১৯৩৯ সারা পৃথিবীকে চমকে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে নাৎসি-সোভিয়েত চুক্তি। চমকে দিয়ে কথাটা হয়তো বা ভুল, দুনিয়ার উপর বজ্রপাতের উপর ফেটে পড়ে খবরটা। তার দু'দিন পরেই 'Anglo-Polish military alliance' লন্ডনে সই হয় যার মোদ্দা কথা হল গিয়ে বিরুদ্ধ কোনও শক্তি পোল্যান্ডকে আক্রমণ করলে (পড়ুন, জার্মানি) ইংল্যান্ড সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করবে। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া যদি পোল্যান্ডকে আক্রমণ করে সেক্ষেত্রে ইংল্যান্ড কী করবে তা জানা নেই কারণ চুক্তিতে বলা নেই। পয়লা সেপ্টেম্বর পোল্যান্ড আক্রমণ করা জার্মানির সর্বাত্মক বিরোধিতা করা ব্রিটিশ নেতারা সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে ধরি মাছ না ছুঁই পানি অবস্থান নিয়েছিলেন। উইন্সটন চার্চিল অবধি ১৭ সেপ্টেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের পোল্যান্ডের ভূখণ্ডে ঢুকে

এই সমস্ত ব্যাপার নিয়েই সংবাদপত্রে একের পর এক চিঠি লিখে চলা পূর্ব ইউরোপের এক গবেষকের হাতে হঠাৎ এসে লাগে, 'রাশিয়ার চিঠি'। আর তার জীবন খানিকটা হলেও যায় বদলে। সেই চিঠিগুলো পড়বে বলে একসময় বাংলাও শিখে ফেলে সেই গবেষক, কলকাতায় থাকতে চলে আসে তল্পিতল্পা গুটিয়ে।

পড়ার পরও বলেছেন যে এই আগ্রাসন জরুরি ছিল; '... necessary for the safety of Russia against the Nazi menace'

সেই সময়কার সবচেয়ে বিখ্যাত কার্টুনিস্ট, লন্ডনে থাকা নিউজিল্যান্ডীয় ডেভিড লো তাঁর একের পর এক কার্টুনে, ফ্যাসিস্ট-কমিউনিস্ট বন্ধুত্বের অসহনীয় পরিণামের কথা তুলে ধরেছেন। লো'র আঁকা একটি কার্টুন বিপুল খ্যাতি লাভ করেছিল। সেখানে স্তালিন আর হিটলার নিজেদের ভিতরে মধুর সম্ভাষণে রত আর ওই দুই নৃশংস নরঘাতীর পায়ের তলায় লুটোচ্ছে পোল্যান্ডের রক্তাক্ত অবয়ব। টিমোথি স্নাইডার-এর দুনিয়া কাঁপানো বই, 'Bloodlands : Europe Between Hitler And Stalin'-এর পৃষ্ঠায় পাই, হিটলার আর স্তালিনের মিলিত উদ্যোগে নাৎসি ও সোভিয়েত শাসনে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষ খুন হয়েছিলেন বার্লিন আর মস্কোর ভিতরে। স্নাইডারের হাড়হিম করা বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে মৃত্যু-উপত্যকা বিস্তৃত ছিল মধ্য পোল্যান্ড থেকে পশ্চিম রাশিয়া। টানা বারো বছর ওই রক্তস্নাত ভূখণ্ডে গড়ে দশ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছেন প্রতি বছর, যাঁদের ভিতর অধিকাংশই, নারী, শিশু এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। স্নাইডারের গ্রন্থ মোতাবেক, 'They were victims of murderous policy, not casualties of war.'

এই সমস্ত ব্যাপার নিয়েই সংবাদপত্রে একের পর এক চিঠি লিখে চলা পূর্ব ইউরোপের এক গবেষকের হাতে হঠাৎ এসে লাগে, 'রাশিয়ার চিঠি'। আর তার জীবন খানিকটা হলেও যায় বদলে। সেই চিঠিগুলো পড়বে বলে একসময় বাংলাও শিখে ফেলে সেই গবেষক, কলকাতায় থাকতে চলে আসে তল্পিতল্পা গুটিয়ে। কিন্তু কে স্পনসর করবে তাকে?

নিজের মনে প্রশ্ন এলে, সে নিজেকেই বলেছিল, দরকার নেই স্পনসর। এ কি স্তালিন, হিটলারের কাছে যাচ্ছে নাকি? বন্ধু আসছে, বন্ধুর কাছে। আর সেই সাহেব এবং আমাদের শহরের মধ্যে সেতু হয়ে জেগে রইল সেই আশ্চর্য বই, 'রাশিয়ার চিঠি'।

সময়ে, এখানকার রাজনীতি আর জীবনযাত্রার হালহকিকত খানিকটা বুঝে যেতে, যে কোনও ঘটনায় তার মাথার মধ্যে 'রাশিয়ার চিঠি'র কয়েকটা পংক্তিই গুমগুম করে বাজতে শুরু করত...

'... আমাদের দেশাত্মবোধীরা দেশ বলে একটা তত্ত্বকে বিদেশের পাঠশালা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন, দেশের মানুষকে তাঁরা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেন না। এইরকম মনোবৃত্তির সুবিধে হচ্ছে... আক্ষেপ করা, উত্তেজিত হওয়া, কবিতা লেখা, খবরের কাগজ চালানো সহজ। কিন্তু দেশের লোক আমাদের আপন লোক এ কথা বলবামাত্র তার দায়িত্ব তখন থেকেই স্বীকার করে নিতে হয়...।'

পড়তে,পড়তে তার মনে পড়ত, এঙ্গেলস-এর বাবার মালিকানাধীন 'এরমেন অ্যান্ড এঙ্গেলস' মিল-এর পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া মার্কসও কি পারতেন পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র শানাতে?

কিন্তু এখন যখন পুঁজি অনেকটাই উৎপাদন থেকে পরিষেবার দিকে সরে গেছে, তখন আন্দোলনের নতুন রাস্তাই বা কী? কারখানার গেটে দাঁড়িয়ে একজন শ্রমিক আজও স্লোগান দিতে পারেন অথচ রাত্রিদিন শোষিত হলেও একজন হোটেলের ওয়েটার বা প্রাইভেট হাসপাতালের কর্মীর যে সেই স্বাধীনতাটুকুও নেই?

কফি হাউসে গিয়ে কয়েকজন বন্ধু হয়েছিল, সাহেবের। তাদেরই একজনের থেকে সে শুনল, মাইক ডেভিস-এর 'প্ল্যানেট অফ স্লামস' বলে একটা বই আছে। সেই বইটাই নাকি এঙ্গেলস-এর 'দা কন্ডিশন অফ দা ওয়ার্কিং ক্লাস'-এর একটি নতুনতর সংস্করণ। কারণ গুয়াংডং বা সাংহাই-এর 'স্পেশাল ইকনমিক জোন' বা 'সেজ'-এর সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ম্যানচেস্টার বা গ্লাসগোর অসম্ভব মিল।

তা হলে আগামী পৃথিবী কি দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাবে? একদিকে কতিপয় বড়লোকের নিশ্ছিদ্র কাঁটাতারে ঘেরা অট্টালিকা আর অন্যদিকে কোটি-কোটি গরিবের 'মল-মূত্র-কফ'-এর পাহাড় হয়ে ওঠা বস্তি? মধ্যবিত্ত বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত'রা কোথায় থাকবে সেদিন? যারা সেজ চায়, কিন্তু নন্দীগ্রাম চায় না, কর্পোরেটের চাকরি চায় কিন্তু বৃহৎ পুঁজির অনমনীয়তা চায় না, তারা কী করবে? বন্ধু প্রশ্ন করল তাকে।

এরপর দশের পাতার

চিটঠি আয়ি হ্যায়, আয়ি হ্যায়

অতনু বিশ্বাস

প্রিয় মানবিক বুদ্ধিমত্তা,

শেষ কবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে চিঠি লিখেছি, মনে করার চেষ্টা করি। শেষ চিঠি পেয়েছি প্রায় শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ আগে, ২০০০ সালের মাঝামাঝি। সেবার প্রায় মাসখানেকের জন্য গিয়েছিলাম কানাডার মন্ট্রিয়লে। সে সময় একটা চিঠি লিখেছিল আমার স্ত্রী। আবার আমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ছোট্ট সে তার জীবনের একমাত্র চিঠিটি লিখেছিল এর প্রায় এক দশক পরে। তার দিদিমাকে, যিনি তখন পা ভেঙে শয্যাশায়ী, কলকাতা থেকে প্রায় সওয়াশো কিলোমিটার দূরে। চিঠিটা লিখে মাকে পোস্ট করে দিতে বলে আমার মেয়ে। তার মা প্রথমে বলে 'আচ্ছা', তারপর তাকে ফোনে কানেক্ট করিয়ে দিয়ে বলে চিঠিটা পড়ে শুনিয়ে দিতে।

বুঝতে পারলাম যে আজ আর চিঠি নেই, নেই কোথাও। আমাদের খবরের ওয়েবসাইট আছে, মেসেজ আছে, সোশ্যাল মিডিয়া আছে, ফোন আছে, আছে জুম, গুগল মিট বা হোয়াটসঅ্যাপের ভিডিও কলও। কিন্তু চিঠি আসার উচ্ছ্বাস হারিয়ে গিয়েছে জীবন থেকে। হয়তো বা হারিয়েছে চিঠি লেখার মনটাও। 'অফিশিয়াল' যোগাযোগের বৃত্তের বাইরে কাগজে-কলমে ব্যক্তিগত পত্র লিখিনি, পাইনি দীর্ঘদিন। যে পত্রলেখার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে পেলব স্নেহ, দুর্বার আবেগ। শ্রীচরণেষু, প্রিয়তমাসু, কল্যাণীয়াসু, কিংবা অন্য কিছু, সম্বোধনটা যেমনই হোক না কেন। চিঠি মানে তো শুধু খবর নয়, তার চাইতে অনেকটা বেশি কিছু। এলোমেলো হস্তাক্ষর-খানিক কাটাকুটি- এসব সেখানে শব্দের সঙ্গে শব্দ বুননের রঙিন সুতো। আজ আমরা ই-মেল পাঠাই, কিন্তু তাতেও ব্যক্তিগত কথোপকথনের পরিমাণ কমছে দ্রুত। যোগাযোগ হয়ে উঠছে সর্বত্রগামী। এবং তাৎক্ষণিক। কিন্তু কল্পনার রসদ সেখানে বড্ড কম। রানুকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'পদ্মার ধারের হাঁসেদের... ডানা-ভরা কলম আছে, আর ওদের সময়ের টানাটানি খুব কম।' মায়ায় মাখামাখি হলদে খামে পোরা শ্রান্ত বিকেলের রঙের- ডানা-ভরা কলমের- বড়ই অভাব আজ।

চিঠিই কখনও হয়ে ওঠে কবিতা, তা সে শরৎবাবুকে লেখা হোক কিংবা হোক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রিয়তমার উদ্দেশে। আবার চিঠি নিটোল গল্পও হয় বৈকি। তাতে মৃণালের কথা থাকুক, বা থাকুক রসময়ীর রসিকতা। চিঠি কখনও নির্মাণ করে উপন্যাসের কাঠামোও। 'শেষের কবিতা' তো শেষের চিঠি বটেই। আবার চিঠির পিঠে চিঠি ভর করে গড়ে ওঠে এক স্বতন্ত্র উপন্যাস-শৈলী, নাম 'এপিস্টোলারি নভেল'। উপন্যাসের প্লটের মধ্যে চিঠি গুঁজে এর উৎপত্তি, নাকি নানাজনের চিঠিজুড়ে এর উদ্ভব, সে নিয়ে যদিও মতভেদ রয়েছে। এ শৈলী প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরোনো। পরবর্তীকালে এই স্টাইলে বেশ কিছু উপন্যাস লিখেছেন স্যামুয়েল রিচার্ডসন, মন্টেস্কু, রুশো, দস্তয়ভস্কি, জেন অস্টেন, বালজাক। মেরি শেলির 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'ও এই রীতির অনুকরণে। হাল আমলে এই তালিকায় থাকবে স্টিফেন কিং-এর 'কেরি'। চিঠি লেখা ভুলতে বসলে কী করে রসাস্বাদন সম্ভব এসবের? বা কীভাবে নির্মাণ হবে তেমন ধারা নতুন সাহিত্যের?

চিঠির সংকলনই কখনও হয়ে ওঠে চমৎকার সাহিত্য- যাকে বলে পত্রসাহিত্য। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এলাহাবাদ জেলে বন্দি এক বাবা যখন মুসৌরিতে থাকা মেয়েকে প্রকৃতি ও ইতিহাসের পাঠ দিতে লেখেন পত্রগুচ্ছ, তাই হয়ে ওঠে দুনিয়ার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত রূপায়ণ। আবার অনেকাংশে পদ্মার বোট থেকে ভাইঝিকে লেখা ভবিষ্যৎ নোবেলজয়ী কবির 'ছিন্নপত্র'র গুচ্ছের মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। ভাষাশৈলীর ক্ষেত্রেও এর প্রভাব সুদূর। এর ভূমিকায় ভাইঝি ইন্দিরাকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ''...তোকে আমি যে-সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনও লেখায় হয় নি।'' ছিন্নপত্রে রবীন্দ্রের হাতে মুক্তি পেল অনিন্দ্যসুন্দর চলিত বাংলা, তৈরি হল ভবিষ্যতের বাংলা গদ্যের ভিত।

এরপর দশের পাতার

উপন্যাসের প্লটের মধ্যে চিঠি গুঁজে এর উৎপত্তি, নাকি নানাজনের চিঠিজুড়ে এর উদ্ভব, সে নিয়ে যদিও মতভেদ রয়েছে। এ শৈলী প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরোনো। পরবর্তীকালে এই স্টাইলে বেশ কিছু উপন্যাস লিখেছেন স্যামুয়েল রিচার্ডসন, মন্টেস্কু, রুশো, দস্তয়ভস্কি, জেন অস্টেন, বালজাক।

শূন্য ডাকবাক্সে সুপারহিট চট্টগ্রামের চিঠি

শমিদীপ দত্ত ও অনিমেষ দত্ত

‘চিটঠি আয়ি হ্যায় আয়ি হ্যায়, চিটঠি আয়ি হ্যায়..’ থেকে ‘তোমাকে না লেখা চিঠিটা ডাকবাক্সের এক কোণে...’ -এর যুগ পেরিয়ে ই-মেল, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপের জমানা। চিঠির চল প্রায় অবলুপ্ত। শুধুই নস্টালজিয়া।

তবে ছবিটা হঠাৎ যেন বদলে গিয়েছে ইদানীং। বাঙালি আবার চিঠি লিখছে। তবে এ চিঠি লিখতে কাগজ, কলম, খাম কিংবা পোস্ট কার্ডের প্রয়োজন নেই। মুঠোফোন কাফি হ্যায়। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় হয়েছে একটি অ্যাপ ‘চিঠি ডট মি’। আর তাতেই মজেছে ১৮-৮০ সব বয়সের নেটনাগরিকরা। সব চিঠি পোস্ট করা হচ্ছে ফেসবুকে।

হঠাৎ কোথা থেকে এল এই চিঠি নামক অ্যাপ? কে-ই বা বানাল? সেটাও চমকে দেয়।

বাংলাদেশের এক তরুণ শৈশব অবস্থায় দেখেছিলেন, পরিবারের সকলে চিঠির মাধ্যমে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। তিনিও ভিড়ে যান দলে। অপরিণত হাতে ভাই, বোনকে চিঠি লেখা শুরু। তারপর পদ্মা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। সেই ছেলেটাই দেড় দশক পরে চিঠি ফিরিয়ে আনল অ্যাপের মাধ্যমে। শাজিদ হাসান। চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনলজিতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র। চিঠি ডট মি-এর জনক।

তাঁর কথায় পরে আসছি। আগে আমাদের দিকে তাকানো যাক।

বাঙালি অ্যাপে চিঠি লেখায় মজলেও বাস্তবে এই অভ্যাস প্রায় অবলুপ্ত। সেই হিসেবে ডাকঘরগুলোয় কাজ কমে যাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবটা কি তাই? বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর শিলিগুড়ির কথাই ধরা যাক। শহরের প্রত্যেকটি ডাকঘরের কর্মীরা একসুরে জানাচ্ছেন, ব্যক্তিগত চিঠি লেখার বিষয়টি অনেক কমে গিয়েছে। তাতে ডাকঘরের কাজ বিন্দুমাত্র কমেনি। ডাকঘর এখন মূলত সরকারি চিঠি আদানপ্রদানের মাধ্যম।

শিলিগুড়ি হেড পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার মনোজকুমার দাস বলেই দিলেন, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার কার্ড, এমনকি পাসপোর্টের ডেলিভারি চলছে ডাকঘরের মাধ্যমে। তবে ব্যক্তিগত চিঠি প্রায় উধাও।

এখন ডিজিটাল যুগে পুনশ্চ, ইতি কিংবা শ্রীচরণেষু লেখার প্রয়োজন পড়ে না। ডাকবাক্সেও তেমন জমা পড়ে না পোস্ট কার্ড, ইনল্যান্ড, খাম। মনোজবাবুর হিসেব, মাসে ইনল্যান্ড বিক্রি হয় ২০০ থেকে ২৫০। পোস্ট কার্ড ১০০০। খাম ৪০০ থেকে ৫০০। এগুলো ব্যবহার করেন মূলত বয়স্করা। কেউ কেউ বাচ্চাদের চিঠি লেখানো অভ্যাস করান পোস্ট কার্ড, ইনল্যান্ড দিয়ে। কুড়ি বছর আগের হিসেব শুনবেন? ইনল্যান্ড বিক্রি হত মাসে ১০ হাজার, পোস্ট কার্ড ৫ থেকে ৬ হাজার। খাম ৪ থেকে ৫ হাজার।

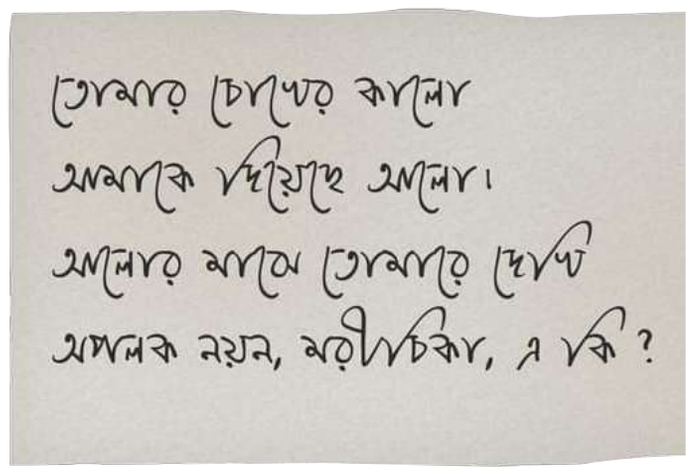

লাল ডাকবাক্সের ছবি কেমন?

শিলিগুড়ির রাস্তায় বর্তমানে ২৮টি ডাকবাক্স রয়েছে। যার মধ্যে ১৯টি সচল। ১৫ বছর আগেও দিনে ৩০০-৩৫০ চিঠি সংগ্রহ করতেন সমাপ্তি ঘোষ। এখন সেই সংখ্যা গড়ে ৪০ থেকে ৪৫-এ এসে ঠেকেছে। সমাপ্তির কথায়, ‘শুধুমাত্র যখন পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় থাকে, তখন দিনে ১৫০-২০০টা চিঠি সংগ্রহ করি।’

এমন বিষণ্ণতার মাঝে বাংলাদেশি তরুণের সৃষ্টি অন্য চটকের।

কয়েকবছর আগে ‘ব্যাটনেম’ (ব্যাটম্যান লোগো জেনারেটর) বানিয়ে অল্প বয়সে ভাইরাল হয়ে গিয়েছিলেন শাজিদ। সেই তিনি হঠাৎ বানিয়ে ফেলেন চিঠি। বর্তমানে যোগাযোগের একাধিক মাধ্যম থাকলেও শৈশবের সেই চিঠি লেখার অভ্যাস শাজিদের কাছে আজও রঙিন। ফোনে বললেন, ‘আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় যতই মেসেজ করি না কেন চিঠি লেখার ব্যাপারটাই অন্যরকম। একটু ভেবে মনের কথা লিখতে পারার মজাটাই আলাদা।’

শাজিদ একদম শুরুতে ভাবেননি তাঁর বানানো অ্যাপ দু’পারের বাঙালির কাছে এতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। বললেন, ‘অ্যাপটা বানিয়ে কলেজের সিনিয়ার দুই দিদিকে পাঠিয়েছিলাম। ওঁদের খুব ভালো লাগে। তারপর আস্তে আস্তে কীভাবে যে এতটা ছড়িয়ে পড়ল, তা বুঝে ওঠা কঠিন।’

ব্যক্তিগত চিঠি থাকবেই বা কেমন করে। ডিজিটাল যুগে ব্যক্তি মানুষ আরও ব্যক্তিগত। ভাবনা, প্রেম, বিরহ, আনন্দ সহ যাবতীয় অনুভূতি এখন সেকেন্ডে ব্যক্ত করার জন্যে রয়েছে বহু মাধ্যম। আর সেখানেই হঠাৎ উঁকি দিয়েছে শাজিদের চিঠি।

তবে এই বেনামি মেসেজিং অ্যাপের ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। বেশ কয়েকবছর বছর ধরে হাশআপ, সারাহা কিংবা এনজিএলের মতো অ্যাপে একই পরিষেবা মিলছে। বাঙালিরাও সেই সমস্ত অ্যাপ ব্যবহার করেছেন। তা সত্ত্বেও চিঠির বিশেষত্ব আলাদা।

শিলিগুড়িতে মাসে ইনল্যান্ড বিক্রি হয় ২০০ থেকে ২৫০। পোস্ট কার্ড ১০০০। খাম ৪০০ থেকে ৫০০। ব্যবহার করেন মূলত বয়স্করা। কুড়ি বছর আগের হিসেব শুনবেন? ইনল্যান্ড বিক্রি হত মাসে ১০ হাজার, পোস্ট কার্ড ৫ থেকে ৬ হাজার। খাম ৪ থেকে ৫ হাজার।

প্রথমত, নামে। চিঠি শব্দটির সঙ্গে বাঙালি যতটা একাত্ম বোধ করে, বাকি অ্যাপের নামের সঙ্গে তেমনটা নয়। দ্বিতীয়ত, টেমপ্লেট। চিঠি ডট মি-তে কাউকে বেনামে কিছু লিখলে যে টেমপ্লেটগুলিতে লেখা ভেসে ওঠে, সেগুলি বাস্তব চিঠির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। একটি টেমপ্লেট রুল টানা খাতার মতো। টাইপ করলেও যেন মনে হবে হাতে লেখা। আরেকটি টেমপ্লেট আসল চিঠির সেই হলদেটে রংয়ের অনুভূতি দেয়। ফন্টও অনেকটা আপন। এতেই বাজিমাত করেছে ডিজিটাল চিঠি।

শাজিদ বাঙালি। তাই অ্যাপটি বাঙালিকেন্দ্রিক রাখতে চান। আগামীদিনে আপডেট করে নতুন থিম আনার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। বলছিলেন, ‘ইদ, দুর্গাপুজোয় সময়োপযোগী থিম আনার ইচ্ছে রয়েছে। যাতে বাঙালি আরও বেশি করে কানেক্ট করতে পারে।’

কানেক্ট তো বাঙালি ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে আসার মাধ্যমেও করত। সেই দিনগুলো তো আর নেই।

একদিকে ডাকবাক্সে চিঠির সংখ্যা তলানিতে, অন্যদিকে বাঙালি মজে ডিজিটাল চিঠিতে। আর সেখানেই বাজছে বিপদঘণ্টাও। চট্টগ্রামের চিঠি জনপ্রিয় হওয়ার কিছুদিন বাদেই নেটপাড়ায় সেই বিপদ নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়ে গিয়েছে।

ঠিক কেমন বিপদ? কেউ লিখছেন এই ধরনের বেনামি মেসেজিং অ্যাপের রোজগারের মূল রাস্তা ব্যবহারকারীদের তথ্য এবং মেসেজিং প্যাটার্ন ব্ল্যাক মার্কেটে বিক্রি করা। আবার কেউ লিখছেন ব্যক্তিগত তথ্য চুরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কার কথা।

বিশেষজ্ঞরাও এই ধরনের অ্যাপের ব্যবহার নিয়ে খানিকটা সন্দিহান। বেঙ্গালুরুর আচার্য ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির মাস্টার্স অফ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের বিভাগীয় প্রধান তথা সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট রত্নকীর্তি রায় দুটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। একটি টেকনিকাল। দ্বিতীয়টি সামাজিক।

সামাজিক বিপদের দিকটি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ‘আমার এক মহিলা ফেসবুক ফ্রেন্ড অ্যাপটি ব্যবহার করছিলেন। তাঁর কাছে অজস্র বেনামি চিঠি আসে। বেশিরভাগ মেসেজে তাঁর শরীর নিয়ে কদর্য ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এর ফলে ওই মহিলা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন।’

চিঠিতে যেমন প্রেম নিবেদন চলছে, মনের কথা চালাচালি হচ্ছে, তেমনই আবার বিশেষ করে মহিলাদের উদ্দেশে উড়ে আসছে কটূক্তি। প্রেরক বেনামি হওয়ায় তাকে চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

টেকনিকাল বিষয়টিও সমানভাবে উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন রত্নকীর্তি। তাঁর বক্তব্য, ‘আমরা গুগল কিংবা মেটার কাছেও নিজেদের ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে রেখেছি। তবে এরা অনেক বড় কোম্পানি। মালিককে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। কিছু উনিশ-বিশ হলে তারা জবাবদিহি করার ব্যাপারে দায়বদ্ধ। কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগে বানানো অ্যাপের অ্যাকাউন্টেবিলিটি নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। ব্ল্যাকমেলিংয়ের ভয়ও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।’

যাঁরা চিঠি ব্যবহার করছেন, তাঁরা যেন এর যাবতীয় টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন পড়ে তারপর ব্যবহার করেন, এমনটাই উপদেশ দিয়েছেন সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টরা।

অ্যাপটিকে ঘিরে সংশয়, বিতর্ক চলবে। তবে এ মুহূর্তে গোপন ক্রাশকে মনের কথা ব্যক্ত করা কিংবা কাউকে শাপশাপান্ত করার মাধ্যম চিঠি। কে লিখছে, নাম জানার উপায় নেই। আর এটাই এখন বাংলার ট্রেন্ড।

একসময় প্রেমিকাকে লেখা চিঠিটা গোপনে হাত বদলে সঠিক ঠিকানায় পৌঁছে যেত ঠিক। কখনও আবার অজান্তেই রানাররা হয়ে উঠতেন প্রেমের বার্তাবাহক। তবে সুকান্তের কলম আর হেমন্তের কণ্ঠ আর নেই। চিঠি এখন আঙুলের স্পর্শে। শুধু রাস্তায় রাস্তায় এখনও কিছু লাল ডাকবাক্স পড়ে আছে।

কিছু পত্রবোমা

নয়ের পাতার পর

সাহেব ততদিনে বেশ ভালোই বুঝতে পারে বাংলা। তাই হয়তো ওই প্রশ্ন শুনেই তার মাথায় খেলে গেল একটা পংক্তি... ‘সমাজের অনাদরে মানুষের চিত্তসম্পদ কত প্রভূত পরিমাণে অবলুপ্ত হয়ে থাকে- কী অসীম তার অপব্যয়, কী নিষ্ঠুর তার অবিচার।’ সেই ‘রাশিয়ার চিঠি’ থেকেই।

একা হতে হতে চারপাশের জনসমুদ্রে থেকেও প্রত্যেকে যেন এক একটা বিচ্ছিন্ন নো-ম্যানস আইল্যান্ডে সেঁধিয়ে রয়েছে। আর এইভাবে থাকতে থাকতে কখন যেন নিজেকেই ঘৃণা করতে শুরু করেছে। অন্য মানুষের মধ্যে নিজের আয়না দেখছে। হয়তো বা নিজের প্রতি আক্রোশবশত আর একজনকে খুন করতে বা আরেকজনের প্রতি নৃশংস হতে হাত কাঁপছে না।

এই যে শত্রুকে আপ্যায়ন করা এটাই তো একসময়ে আমাদের বাংলার ও গোটা ভারতবর্ষের রীতি ছিল। আজ এইসব গল্পকথা মনে হয়। শত্রুতা মানেই ধ্বংস করে দেওয়া, সমূলে বিনাশ করে দেওয়াটাই যেন আজকের নীতি। অথচ দ্বৈপায়ন হ্রদের ভিতর যখন যুদ্ধে বিধ্বস্ত, আহত দুর্যোধন লুকিয়ে ছিলেন, যুধিষ্ঠির তার কাছে প্রস্তাব রেখেছিলেন- পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে যে কোনও একজনকে যুদ্ধে হারিয়ে সিংহাসন পুনর্দখল করতে। দুর্যোধন যদি গদাযুদ্ধের জন্য নকুল সহদেবের মধ্যে একজনকে বেছে নিতেন? অথবা স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকেই? তা হলে তো মহাকাব্যের জয়-পরাজয়ের চিত্রটাই পালটে যেত। খলনায়ক হলেও বীরধর্মে বিশ্বাসী দুর্যোধন ভীমকেই গদাযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন।

চিঠিও কি তাই করে না? যার সঙ্গে তর্ক করে সুখ হবে মনে তাকেই লিখব চিঠি। উত্তরে সেও দেবে পত্রবোমা।

সব বোমার ভিতর বারুদ থাকে না মোটেই। কিংবা থাকে। অন্যরকম বারুদ। ‘রাশিয়ার চিঠি’র ভিতর যেমন ছিল। নইলে পূর্ব ইউরোপের সেই সাহেব, কলকাতায় অতদিন কাটিয়ে গেলেন কেন?

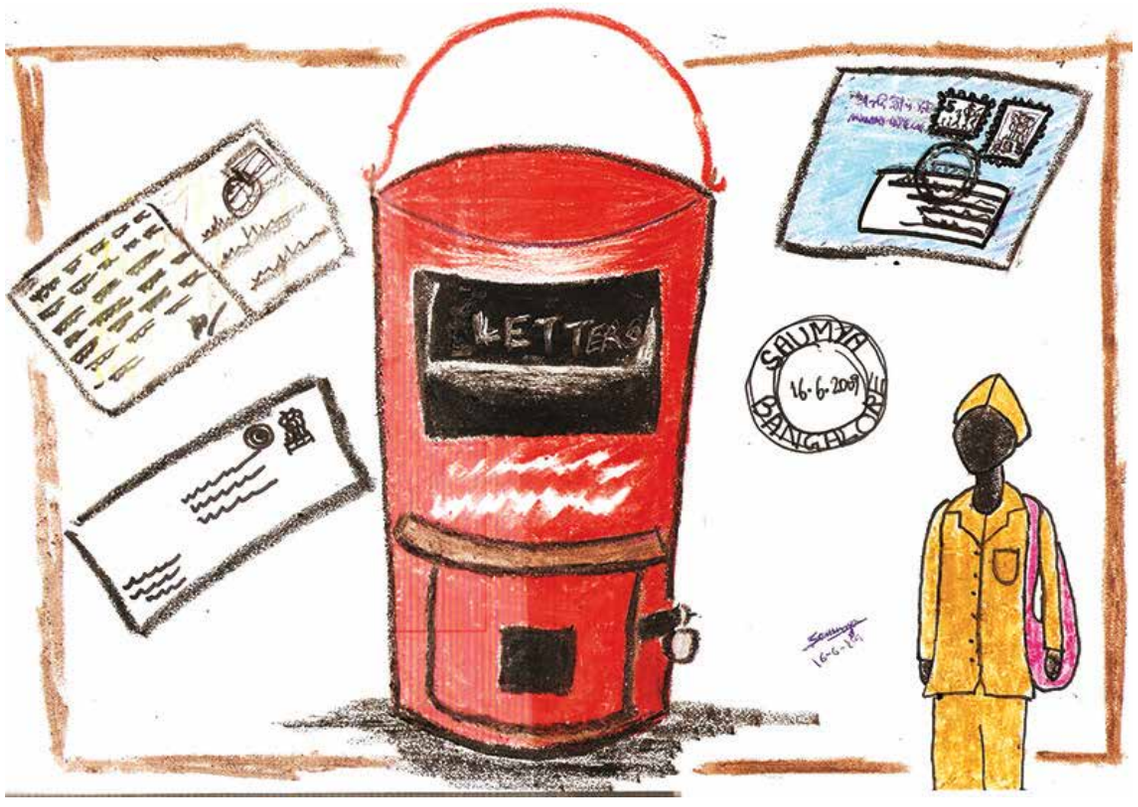

দুর্যোধন যদি গদাযুদ্ধের জন্য নকুল সহদেবের মধ্যে একজনকে বেছে নিতেন? অথবা স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকেই? তা হলে তো মহাকাব্যের জয়-পরাজয়ের চিত্রটাই পালটে যেত। খলনায়ক হলেও বীরধর্মে বিশ্বাসী দুর্যোধন ভীমকেই গদাযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন। চিঠিও কি তাই করে না?

চিটঠি আয়ি হ্যায়

নয়ের পাতার পর

আবার প্রেমপত্রও কখনও অমর সাহিত্য হয়ে ওঠে। যেমন ফ্যানি ব্রাউনকে লেখা কিটস-এর চিঠি, লউ অ্যাদ্রিয়াস সালোমে-কে লেখা রাইনার মারিয়া রিলকের চিঠি, কিংবা চেক সাংবাদিক মিলেনা জেনেস্কা-কে লেখা ফ্রাঞ্জ কাফকা-র চিঠি।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ের পত্রগুচ্ছের কথাও বলতে হবে বৈকি। তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমরা পরিচিত হই যে হেমিংওয়ের সঙ্গে, পত্রগুচ্ছের তরুণ হেমিংওয়ে তার চাইতে এক ভিন্ন, সমৃদ্ধতর, আর কোমল ব্যক্তিত্বের মানুষ। হেমিংওয়ে কিন্তু ১৯৫০-এর দশকে তাঁর স্ত্রীকে জানিয়েছিলেন যে তিনি চান না তাঁর চিঠিপত্র প্রকাশিত হোক। তাঁর পুত্র প্যাট্রিক অবশ্য বলেছেন যে এই চিঠিগুলি লেখক-সম্পর্কিত ধারণাকে বদলে দিতে পারে।

পঁচিশ নম্বর মধুবংশীর গলির জানলা গলিয়ে চিঠি দিতে গিয়ে পিওন কাশে, একটু জানানি হিসেবে। চিঠির সঙ্গে বার্তাবাহকও তাই গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়। সে রানার হোক কিংবা কবুতর। যিশুর জন্মের পাঁচশো বছর আগে ফেইডিপিডিসকে পাঠানো হয় স্পার্টায়। এথেন্স থেকে স্পার্টা পর্যন্ত চল্লিশ কিলোমিটার দৌড়ান তিনি ম্যারাথনের যুদ্ধের খবর দিতে। সে গল্প আমাদের জানা। যুদ্ধের ফলটা কী হয়েছিল তার চাইতেও কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গিয়েছে ফেইডিপিডিস-এর দৌড়টা। কিংবা সেই যে সুদূর অলকাপুরীতে প্রিয়ার কাছে চিঠি নিয়ে যাওয়ার জন্য ডাকহরকরার দায়িত্ব দেওয়া হয় এক টুকরো মেঘকে। মেঘ, তার যাত্রাপথ সেখানে বিরহী যক্ষ কিংবা তার বিরহিণী প্রিয়ার অভিব্যক্তির চাইতে কোনও অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেড় হাজার বছর পরেও জোড়াসাঁকোর বাঙালি কবি রবিবাবুকে উদ্বুদ্ধ করে চলবে যক্ষের বিরহে মেঘের সেই দৌত্যের গল্প।

তবু, আইসিইউ-তে ঝিমিয়ে থাকা চিঠি লেখার অভ্যাসকে বাঁচানো কি আদৌ সম্ভব? এটাই প্রধান প্রশ্ন আজ। এ বিষয়ে অবশ্যই উল্লেখ্য অস্ট্রেলীয় লেখক, শিল্পী ও ফোটোগ্রাফার রিচার্ড সিম্পকিন-এর কথা। সিম্পকিন অনুভব করেন যে চিঠি লেখা এখন হয়ে উঠছে অতীতের বিষয়। ১৯৯০-এর দশকের শেষভাগে বেশ কিছু চিঠি লিখেছিলেন রিচার্ড- লিখেছিলেন এমন মানুষদের যাঁদের তিনি মনে করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রেক্ষিতে কিংবদন্তি। অনেকের কাছ থেকে উত্তরও পেয়েছেন তিনি। ২০০৫-এ ‘অস্ট্রেলিয়ান লেজেন্ডস’ শীর্ষক একটি বইতে তিনি লেখেন তাঁর চিঠি লেখার অভিজ্ঞতার কথা, সঙ্গে সেই চিঠিগুলো। এরই সূত্র ধরে ২০১৪ থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিনটিকে ‘বিশ্ব চিঠি দিবস’ হিসেবে চালু করার উদ্যোগ নেন সিম্পকিন। হাতে লেখা চিঠি পাওয়ার আনন্দ বা কাগজে-কলমে চিঠি লিখে খামে পুরে পাঠানোর অনুভূতিকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। সিম্পকিন নিজেই এখন একজন অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি। তিনি এখন যান স্কুলে স্কুলে, আয়োজন করেন চিঠি লেখার কর্মশালার, যাতে এই সুন্দর অথচ মৃতপ্রায় শৈল্পিক ধরনকে রক্ষা করা যায়। সম্মান জানানো যায় হাতে-লেখা চিঠিকে।

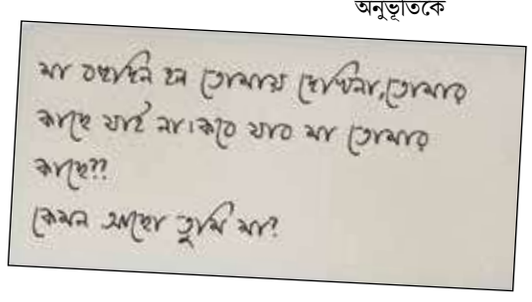

সেই যে সুদূর অলকাপুরীতে প্রিয়ার কাছে চিঠি নিয়ে যাওয়ার জন্য ডাকহরকরার দায়িত্ব দেওয়া হয় এক টুকরো মেঘকে। ... দেড় হাজার বছর পরেও জোড়াসাঁকোর বাঙালি কবি রবিবাবুকে উদ্বুদ্ধ করে চলবে যক্ষের বিরহে মেঘের সেই দৌত্যের গল্প।

তবু, চ্যাটজিপিটি-উত্তর দুনিয়ায় হাতে-লেখা চিঠি কি টিকে থাকতে পারবে? কোনও রবিকা কি তাঁর ভাইঝির জন্য লিখতে পারবে আর একটা ছিন্নপত্র? সেটা কি সম্ভব এই একুশ শতকে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-বিধৃত দুনিয়ায়?

ইতি-

প্রেম ইতিবৃত্ত

নয়ের পাতার পর

আসল কোয়ালিটি আইসক্রিমের বানান শেখার মতো তাই আসল সুলেখার বানানও শেখা হত। নকল আইসক্রিমের মতো নকল কালিও নর্দমার জলে বানানো নাকি, কে জানে?

কালির প্রাত্যহিক ব্যবহার্য যেটা, সেটার রং সচরাচর ব্লু ব্ল্যাক। অন্যথায় শখের কালিগুলো হল রয়্যাল ব্লু, ব্ল্যাক বা সবুজ, বেগুনি। লাল নৈব নৈব চ। ওটা শুধু মাস্টারদের জন্য। সত্যজিৎ রায়ের বর্ণনায় আসন্ন সন্ধের আকাশ রয়্যাল ব্লু থেকে ক্রমশ ব্লু ব্ল্যাক হয়ে এসেছে, এই বিবরণ পড়েছি। মনে দাগ কেটে আছে। কালি কবে প্রথম ওয়াটারপ্রুফ এল কে জানে। তার আগে তো কালিতে লেখা চিঠি বর্ষার জলে ভিজে লেখা উড়ে বাড়িতে পৌঁছাত। কত জলেভেজা দোমড়ানো প্রেমপত্র নিয়ে আমরা পাঠোদ্ধার করার চেষ্টায় হাবুডুবু খেতাম তখন। এই বর্ষাপ্রবণ বাংলায় বারে বারেই প্রেমিক-প্রেমিকাদের এসব দুর্দশা ভুগতে হত।

পেন হসপিটালে আমার উপকরণের আর একটি বস্তু ছিল ছেঁড়া ন্যাকড়ার টুকরো। কালি পোঁছার। পরিবর্তে মাথার চুলেও লিক করা কলম মুছে নেবার চল ছিল। আর ছিল টুকরো ব্লেড। নিবের মধ্যখানের চেরা জিভে কালির অশ্মীভবন হলে তা চেঁচে তুলে কালি চলাচলের রাস্তা পরিষ্কার করে দিতে হত। আমার দাদুর রাজাবাজারের বাসাবাড়ির একতলার বৈঠকখানায় সুবিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলে বিশাল ব্লটিং প্যাড পাতা থাকত। আর মসিদান ও হাতলে লাগানো ব্রিটিশ নিবের কালিতে ডুবিয়ে লেখা কলম।

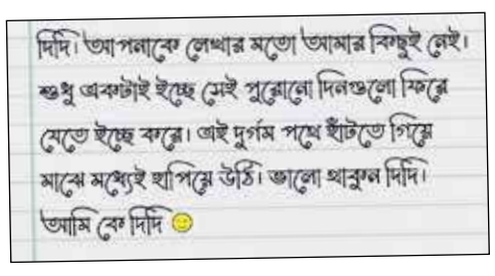

সেসময়ে ইশকুলে ফাউন্টেন পেন আটকে গেলে কালি ছুড়ে খাতার পাতা ছিটে ছিটে দাগে চিত্রিত করতাম আমরা। বহু ক্ষেত্রে সামনের সারিতে বসা সহপাঠীর সাদা শার্টের পিঠের দিক চিত্রবিচিত্র হত। কালিলাঞ্ছিত সেই জামা কাচার সময়ে মায়েদের হাতের নড়া খুলে আসত।

প্রেমপত্র বিষয়ের কেলেঙ্কারির গল্প বলে শেষ করি। বান্ধবীর প্রেমিকের চিঠি আসার জন্য নিজের ঠিকানা দিয়েছিলাম। এমন তখন হত হামেশাই। বান্ধবী বাড়ির লোকের সন্দেহ না জাগাতে আমার নাম ও ঠিকানায় চিঠি দিতে বলেছিল বয়ফ্রেন্ডকে। আমি কয়েকবার সৎভাবে দৌত্য করেছিলাম। চিঠি পৌঁছে দিয়েছিলাম বান্ধবীকে। তারপর প্রেমপত্র পড়ার প্রবলতম কৌতূহল সামলাতে না পেরে সন্তর্পণে জল দিয়ে আঠা তুলে চিঠি পড়ে আবার আঠা দিয়ে লাগালাম। একবার করলাম, দু’বার করলাম। তৃতীয়বার বান্ধবী বুঝে ফেলল আমি ওর চিঠি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ি। রেগে গেল। কিছু বলল না। কিন্তু সেই ছেলেবন্ধুকে বলে দিল আমার বাড়িতে আর চিঠি না পাঠাতে।

তার বহু পরে, ছেলেবন্ধুটির সঙ্গে ওর প্রেম ভেঙে যাওয়ার বহু বছর পরে এ কথা আলোচনা করে আমরা হেসেওছি। আমাদের দুই বান্ধবীর মধ্যে দহরম-মহরম এখনও অব্যাহত... পৃথিবীর এই এক আয়রনি!

উত্তরণ

রূপক সাহা
আঁকা : অভি

দরজাটা খুলে দিয়েই সরমা সোজা কিচেনের দিকে চলে গেল। এক পলক তাকিয়ে অখিলেশ বুঝতে পারলেন, বাড়িতে অশান্তি হয়েছে। না হলে প্রতিদিনের মতো সরমা জিজ্ঞেস করত, 'এত দেরি হল কেন গো ?'

অফিস থেকে তাড়াতাড়ি... সন্ধে ছ'টায় ফিরে এলেও সরমা একই প্রশ্ন করে। সরকারি অফিস থেকে অবসর নেওয়ার পর অখিলেশ জয়েন করেছেন একটা রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে। অফিস সেই সল্টলেকের পাঁচ নম্বর সেক্টরে। বজবজে গঙ্গার ধারে চারটে বড় টাওয়ার তোলার কাজ চলছে। সাইটে গেলে কোনও কোনও দিন অখিলেশের সত্যিই ফিরতে রাত ন'টা-সাড়ে ন'টা হয়ে যায়। সরমা যাতে দুশ্চিন্তা না করে সেজন্য আগেভাগে ফোন করে তিনি জানিয়ে দেন, দেরি হতে পারে। বাড়ি ফেরার পর সেদিনও সরমা একটাই প্রশ্ন করে, ' অফিসের গাড়িতে ফিরলে, না কি উবরে?'

স্বামী-স্ত্রীর সংসার। ছেলে প্রবাল আমেরিকায় চাকরি করে এক সফটওয়্যার কোম্পানিতে। মেয়ে ঝিমলি বরের সঙ্গে থাকে বেঙ্গালুরুতে। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মোটামুটি সদ্ভাব বজায় রেখে চলে সরমা। এমনিতে সাংসারিক কোনও সমস্যা নেই অখিলেশের। কিন্তু রোজ এক অশান্তি। তুচ্ছ কারণে কাজের মেয়ে পদ্মার সঙ্গে সরমার ঝামেলা। মুখে মুখে তক্ক করার বদ অভ্যাস পদ্মার। এই কারণে কোনও বাড়িতে বেশিদিন টিকতে পারে না। আশ্চর্য, সরমার কাছে ও পাঁচ-পাঁচটা বছর রয়ে গেল কী করে, তা ভেবে অখিলেশ অবাক হন। মাঝে বেশ কয়েকবার মেজাজ দেখিয়ে পদ্মা কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু দু' চারদিন পর নিজেই আবার ফিরে আসে। যেন কিছুই হয়নি, এমন ভাব দেখিয়ে গেরস্থালির কাজ শুরু করে দেয়।

গল্ফ গ্রিনে নতুন আবাসনে অখিলেশ যখন প্রথম ফ্ল্যাট কেনেন, তখন পদ্মা শুধু বাসন মাজা, জামাকাপড় কাচা আর ঘর ঝাঁট দেওয়ার কাজ করত। বছর খানেক আগে প্রবাল আমেরিকায় চলে যাওয়ার পর মাকে বলেছিল, 'সংসারের জন্য অনেক সময় দিয়েছ মা। এ বার রান্নার ভারটা চাপিয়ে দাও পদ্মামাসির উপর। যা লাগে, আমি এখান থেকে পাঠিয়ে দেব।' কথাটা শুনে অখিলেশ মুচকি হেসেছিলেন তখন। চট করে হেঁশেল ছেড়ে দেওয়ার মতো মানুষ সরমা নয়। কোথায় কী ফোড়ন দিতে হবে, কোথায় কতটা আদা বা টমেটো, লংকা বা চিনি, তা নিয়ে রোজ খিটিমিটি পদ্মার সঙ্গে। পদ্মা কিচেনে ঢোকার পর থেকে ছ'টা করে তেলের প্যাকেট আনতে হচ্ছে প্রতি মাসে। আগে যেখানে তিনটের বেশি লাগত না। অখিলেশের সামনেই পদ্মা একদিন বলে ফেলেছিল, 'তোমাগো যে কী টেস, আমি বুঝি না বৌদি । এত কম ত্যালে রান্না ... আমাগো বস্তিরও কেউ মুখে দিব না।'

শুনে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন অখিলেশ। সরমাকে বলেও ফেলেন, আজই তুমি দূর করে দেবে পদ্মাকে। কিন্তু সরমা তাতে সায় দেয়নি। উলটে, মোলায়েম স্বরে বলেছিল, 'ওর কথা ধোরো না তো। পাগলি টাইপের। কোথায় কী বলতে হয়, জানে না। এত অল্প টাকায় রাঁধুনি তুমি কোথাও পাবে না। সকাল আটটায় কাজে আসে। বেলা এগারোটার মধ্যে সব কাজ কমপ্লিট করে। ফের সন্ধেবেলায় এসে টুকটাক জিনিস এনে দেয়। রুটি বানিয়ে দিয়ে যায়। ঠিকে লোকেরা কোথাও এত সময় দেয় না।'

কথাগুলো শুনে তাল মেলাতে পারেন না অখিলেশ। এই সরমাই দিন দুই আগে নালিশ করেছিল, 'পদ্মাকে নিয়ে কী করি বলো তো? ও কিচেনে ঢোকার আগে আমার গ্যাস সিলিন্ডার চল্লিশ-বিয়াল্লিশ দিনের আগে ফুরাত না। এই মাসে মাত্তর ছাব্বিশ দিনে রান্নার গ্যাস ও শেষ করে দিল । এতবার মানা করেছি, বার্নার হাই করে সবজি কুটতে বোসো না। আমার কোনও কথাই ও কানে নেয় না।'

পদ্মার বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকা দীর্ঘ। আজ বাড়ির পরিবেশটা থমথমে কেন, তা আন্দাজ করার ফাঁকেই হাত-মুখ ধুয়ে, পোশাক বদলে রোজকার মতো টিভিতে টক শো দেখতে বসলেন অখিলেশ। টিভিতে কলতলার ঝগড়া সবে শুরু হয়েছে, এমন সময় চায়ের কাপ হাতে তুলে দিয়ে সরমা বলল, 'আজ একটা ডিসিশন নিলাম বুঝলে। এ বার থেকে পদ্মা কামাই করলে ওর মাইনে কেটে নেব।'

বাড়ির থমথমে পরিবেশের মূল কারণটা তা হলে পদ্মার না আসা। ডুব মারলে মেয়েটা কোনও দিন ফোন করে তা জানায় না। নিজেও ফোন ধরে না। সেদিন সারাটা দিন মেজাজ খাট্টা হয়ে থাকে সরমার। পদ্মাকে জব্দ করার জন্য রাতের এঁটো বাসন বেসিনে ফেলে রাখে। পরদিন কাচার জন্য বাসি জামাকাপড়ের সঙ্গে জুড়ে দেয় পিলো আর বেড কভারও। টিভির দিকে চোখ রেখেই অখিলেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ আসেনি বুঝি।'

'খবরও দেয়নি। ওর জন্য এগারোটা পর্যন্ত ওয়েট করলাম। ওদের পাইপ কলোনি বস্তির যে মেয়েটা ওপরের তলায় দীপ্তিদের ফ্ল্যাটে কাজ করে, সেই পুতুলের মুখে শুনলাম, পদ্মা স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের লাইন দিতে গেছিল। কিচেন সামলে, গোপাল সেবা সেরে আমাকে লাঞ্চ করতে হল বিকেল চারটের সময়। এ বেলাতেও আসেনি।' সরমা গজগজ করতেই থাকল। 'স্বাস্থ্য সাথী কার্ড করতে যাবি, আমাকে কাল বলে রাখলে আমি কি তোকে আটকাতাম?'

অখিলেশ নরম গলায় বললেন, 'হপ্তায় একটা দিন ছুটি তো ও চাইতেই পারে।'

শুনে তখনই মুখটা কঠিন হয়ে গেল সরমার। বলল, 'চমৎকার। ছুটি চাওয়ার অধিকার শুধু বাড়ির বৌদেরই নেই, তাই না? পদ্মা কামাই করলে তোমার কী। তুমি তো আর আমার হাতে হাত লাগাবে না। যাও, গিয়ে শুনে এসো, নীচের ফ্ল্যাটে ঝি না এলে অংশুদা কতটা হেল্প করেন রীতা বৌদিকে। একেক দিন অফিসে পর্যন্ত যায় না।' কথাগুলো বলে রাগ করে বেরিয়ে যায় সরমা।

অভিযোগের তির তাঁর দিকে ঘুরে গেলে অখিলেশ মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন। বাসন মাজা বা জামাকাপড় কাচার জন্য পদ্মা কেন এত সাবান খরচ করে, তা নিয়ে একটা প্রশ্নও করেন না। পদ্মার স্পর্ধা দেখলে সরমার মতো একেকদিন তাঁরও মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। একেক সময় ও এমন আলটপকা মন্তব্য করে, অখিলেশের ঠোঁটের ডগায় কড়া কথা এসে যায়। কিন্তু সরমার কথা ভেবে অখিলেশ নিজেকে সামলে নেন। ক'দিন আগে ফ্রিজের ভিতরে ঠান্ডাটা কমে গেছিল। কম্প্রেসার বিগড়েছে ভেবে, ফোনে মিস্ত্রি ডাকছেন অখিলেশ। তাঁর সামনেই পদ্মা বলেছিল, 'আপনেগো ফ্রিজ এত পুরানা, এখন আর চলে না দাদা। বৌদিরে কতদিন ধইর্‌যা কইতাসি, মাসে মাসে কিস্তির টাকা দিইয়া একডা ডাবল ডোর ফ্রিজ কিইন্যা নাও। আমার মাইয়া মালা সেদিন কিনসে। দ্যাখলে চোখ জুড়াইয়া যায়।'

সরমার মুখেই অখিলেশ শুনেছেন, পদ্মার বড় মেয়ের নাম মালা। জামাই রুলিং পার্টির ক্যাডার, উবর চালায়। মেয়েটা আগে দু'তিনটে বাড়িতে ঠিকে কাজ করত। এখন নাকি চাকরি করে সোনারপুরে চামড়ার ব্যাগ তৈরির কোনও এক কারখানায়। মাধ্যমিক পাশ বলে, পদ্মার ধারণা, মালা খুব বিচক্ষণ।

ছোটগল্প

বাড়ির থমথমে পরিবেশের মূল কারণটা তা হলে পদ্মার না আসা। ডুব মারলে মেয়েটা কোনও দিন ফোন করে তা জানায় না। নিজেও ফোন ধরে না। সেদিন সারাটা দিন মেজাজ খাট্টা হয়ে থাকে সরমার। পদ্মাকে জব্দ করার জন্য রাতের এঁটো বাসন বেসিনে ফেলে রাখে। পরদিন কাচার জন্য বাসি জামাকাপড়ের সঙ্গে জুড়ে দেয় পিলো আর বেড কভারও।

মালা নাকি ওর মাথায় ঢুকিয়েছে, যে বাড়িতে সম্মান দেয় না, সেই বাড়িতে কাজ করার দরকার নেই। মাঝে মাঝেই কথাটা পদ্মা শোনায় সরমাকে। 'বৌদি গো, আমাগো পাইপ কলোনির ঘরে ঘরেও টিভি, ফ্রিজ, এসি আর মোটরবাইক। তোমাগো সাথে আমাগো কুনও পার্থক্য নাই। একডাই তফাত, তোমাগো ব্যাংকে অনেক টাকা আছে, আমাগো নাই।'

কোভিডের সময় পদ্মার আত্মসম্মানবোধ দেখে একটু অবাকই হয়েছিলেন অখিলেশ। পদ্মাদের বস্তিতে অনেকের অসুস্থ হওয়ার খবর পেয়ে, হাউসিংয়ের কর্তারা ঠিক করেছিলেন, ঠিকে ঝি-দের কিছুদিন ঢুকতে দেওয়া হবে না। যাতে হাউসিংয়ে সংক্রমণ না ছড়ায়। সরমাও তাই মানা করে দিয়েছিল পদ্মাকে, 'এখন কিছুদিন তোমাকে আসতে হবে না। তবে আমি মাইনে কাটব না। ফি মাসের পয়লা তারিখে এসে তুমি টাকাটা নিয়ে যেও।'

শুনে বেঁকে বসেছিল পদ্মা, 'আসল কথাডা ক্যান কও না বৌদি। তোমাগো হাউসিনে সবাই যাতায়াত করতাসে, দুধওয়ালা, সবজিওয়ালা ... কাউরে তোমরা মানা করো নাই। আমরা বস্তিতে থাকি বইল্যা কি মানুষ না?' পদ্মা সাফ বলে দিয়েছিল, বিনা পরিশ্রমে ও মাইনে নেবে না। হাউসিংয়ে ঢুকতে কেউ বাধা দিলে বস্তির ছেলেদের নিয়ে এসে হামলা করবে। পদ্মা তখন জেদ করে রোজ কাজে আসত। সিকিউরিটি গার্ডরা বেশ কয়েকবার ওকে আটকানোর চেষ্টা করে, শেষে হাল ছেড়ে দেয়। এই যার ট্র্যাক রেকর্ড, তার মাইনে কেটে নিলে সরমা কত বড় বিপদ ডেকে আনবে, অখিলেশ তা অনুমান করতে পারলেন না।

পদ্মা যে ফাঁকিবাজ নয়, সে ব্যাপারে সরমার সঙ্গে একমত অখিলেশ। যেদিন মেজাজ ভালো থাকে, সেদিন মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করে। নীচের ফ্ল্যাটের অংশুমানের সঙ্গে একদিন কথা হচ্ছিল অখিলেশের। মেড-দের বায়নাক্কা দিন কে দিন বাড়ছে। সোসাইটি থেকে একটা কিছু করা দরকার। কথায় কথায় অংশুমান সেদিন বলছিল, 'আমার কাছে খবর আছে দাদা, বস্তিতে কেউ ওদের ব্রেনওয়াশ করছে। সে-ই ওদের ময়দানে মিটিং-মিছিলে নিয়ে যায়। শীতের সময় কম্বল দেয়। দোলের সময় ওদের বাচ্চাদের রং-পিচকারি আর ক্রিসমাসে কেক-প্যাটিস ডিস্ট্রিবিউট করে। বস্তিতে দুর্গাপুজো, কালীপুজো এমনকি তারা মা পুজোতেও ভালো টাকা কন্ট্রিবিউট করে। লক্ষ করবেন, মেড-রা মাঝেমধ্যেই কোনও না কোনও কারণ দেখিয়ে আমাদের কাছ থেকে টাকা ধার নেয়। হিসেব করে দেখবেন, ওরা এত আগাম নিয়ে রাখে, কোনও কারণে অসন্তুষ্ট হলে আপনি তাড়িয়েও দিতে পারবেন না। দিলে বকেয়া টাকা কোনওদিনই আদায় করতে পারবেন না। এইভাবে ওরা আমাদের বুড়বক বানায়।'

পরে অখিলেশ মিলিয়ে দেখেছেন, অংশুমান যা বলেছে ঠিক। পদ্মার নাতনি টুম্পার বিয়ে। কৃষ্ণনগরের ছেলে, আর্মিতে চাকরি করে। নাতনিকে কানের দুল দেবে বলে সরমার কাছ থেকে পদ্মা তিরিশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিল। দিদিমাকে নাকি সোনার জিনিস দিতেই হয়। পদ্মার মাইনে থেকে ধারের টাকা কিস্তিতে কেটে নেওয়ার কথা। কিন্তু ছয় মাস পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও টেন পার্সেন্টও ফেরত দেয়নি ও। উলটে, নাতনির বিয়ের সময় দু'সপ্তাহ ধরে সরমাকে ও গল্প শুনিয়েছিল, আইবুড়ো ভাত থেকে শুরু করে অষ্টমঙ্গলা পর্যন্ত ওর কত টাকা খসে গেছে। ফ্ল্যাট বাড়ির বিয়ের মতো, বস্তিতেও বিয়ের আগের দিন ওরা নাকি সংগীতের আয়োজন করেছিল।

পদ্মা তখন বলেছিল, ওর মায়ের দিদিমা, ওর মায়ের বিয়ের সময় সাত ভরির সাতনরি হার দিয়েসিল। 'হুনসি, দ্যাশের বাড়িতে তহন আমাগো গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, আম-জাম-কাঁঠাল ভরা বাগান। দ্যাশ ভাগ হইয়া গেল। একবস্ত্রে বাবা আমাগো লইয়া এহানে চইল্যা আইল। বিয়াতে দেওন-থোওনের ইচ্ছাটা তো আমরা ফেইল্যা আসি নাই। বাঙালগো অক্তে আছে হেইডা। আমার একডাই নাদনি বুঝলা, বৌদি। আমরা রিলেটিফরা সবাই মিইল্যা দু'হাত ঢাইল্যা খরচা করসি। টুম্পার শউরবাড়ির থন কইল, কইলকাতা থেইক্যা খাট-আলমারি পাঠাইতে অইব না। আপনেরা মূল্য ধইরা দিয়েন। আমরাই পছন্দ কইর্‌যা কিইন্যা নিম। হ্যারা খাটের দামই নিসে সোয়া লাখ টাকা। ঝিমলি দিদিমণির বিয়াতে তোমাগো খাট-আলমারি তো দিতে হয় নাই। দিতে হইলে বুঝতা।'

পদ্মার জাতে ওঠার চেষ্টা মাঝেমধ্যে অসহ্য লাগে অখিলেশের। ঝিমলি লাভম্যারেজ করেছিল। বিয়ের আগে কথা বলতে এসে, হবু জামাই সায়ন বলেই দিয়েছিল, সংসার পাতার জন্য যা কিছু দরকার, তা সবই ওর বেঙ্গালুরুর ফ্ল্যাটে আছে। খাট-আলমারির পিছনে ফালতু খরচা করার দরকার নেই। ও-ই সাজেস্ট করেছিল, রিসেপশনটা দু'তরফ মিলে করা হোক। বলেছিল, 'আমার বাবা রিটায়ার্ড, আপনিও তাই। আমি চাই, ভবিষ্যতের কথা ভেবে আপনারা দুজনেই খরচ কমান।' জামাইয়ের বিচক্ষণতা যে পরে একটা সময় পদ্মার আত্মশ্লাঘার কারণ হতে পারে, অখিলেশ ভাবতেও পারেননি।

যে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে অখিলেশ চাকরি করেন, তার মালিক সুধাময়বাবুর ছেলের পৈতে। বালিগঞ্জ প্লেসে নিজের বাড়িতেই লোকজন খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছেন সুধাময়বাবু। সরমাকে সঙ্গে নিয়ে নেমতন্ন খেতে গিয়েছেন অখিলেশ। উবরে করে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ সরমা বলল, 'তোমার মুখে অ্যাদ্দিন শুনতাম, সুধাময়বাবু কোটি কোটি টাকার মালিক। ওঁর ঘরদোরের জিনিসপত্তর আর আত্মীয়স্বজনদের দেখে তো মনে হল না, আমাদের সঙ্গে খুব তফাত আছে। দেখলাম, দুটো মাত্তর তফাত, ওঁর একটা মার্সিডিজ গাড়ি আছে, আর ব্যাংকে প্রচুর টাকা। আমাদের যা নেই।'

শুনে চমকে উঠলেন অখিলেশ। প্রায় এই রকম একটা কথা এর আগেও কার মুখে যেন তিনি শুনেছেন। সমাজচিত্রটা হঠাৎ কেমন যেন বদলাতে শুরু করেছে। সবাই উত্তরণের লক্ষ্যে দৌড়োচ্ছে।

এডুকেশন ক্যাম্পাস

১ মৃত্তিকা সাহা, তৃতীয় শ্রেণি, ওপেন ট্রুথ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, বারবিশা, আলিপুরদুয়ার।

২ দিশা বণিক, ষষ্ঠ শ্রেণি, দিনহাটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

৩ অভ্র ভট্টাচার্য, প্রথম বর্ষ, এসআইটি, শিলিগুড়ি।

৪ বিপর্ণিকা সরকার, পঞ্চম শ্রেণি, টেকনো ইন্ডিয়া পাবলিক স্কুল, বালুরঘাট।

৫ দিয়া দাস, সপ্তম শ্রেণি, ভোর অ্যাকাডেমি, ধূপগুড়ি।

সপ্তাহের সেরা ছবি

অপরূপা, তুমি অনন্য। সুইৎজারল্যান্ডে ছবির মতো সুন্দর এক গ্রাম।

কবিতা

ঘি রঙের বিকেল
শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তী

একটা ঘি রঙের বিকেল উড়ে যাচ্ছে দিগন্তের দিকে
একলা বসে আছি ধান খেতে
'একলা' শব্দের ভিতর এক অদ্ভুত এসরাজ লুকিয়ে থাকে
সেখানে বাকি সব ফিকে হয়ে আসে।

চারপাশ সব কেমন ঘৃতচন্দনের মতো
এই গন্ধ বড় চেনা
এ গন্ধ নিয়তি বহন করে এনেছে
এ গন্ধ ঘৃণার, যন্ত্রণার
খানিকটা জল চেয়েছিল শব
স্নানের আগের মুহূর্তে
এক ফোঁটা মধুভাণ্ড লোভ

সেটুকু এড়িয়ে যাওয়া কঠিন
কঠিন জেনেও চেষ্টা করেছিল এতটুকু
বিকেলবেলায়

ঘি রঙের বিকেলে...

ব্যবধান
উদয়শঙ্কর বাগ

পাপোশের মতো পড়ে আছি। ——
এখন কারোর চোখে করুণতাও নেই,
সমস্ত সংসার আমাকে হেলায় রাখে!

অসম্ভব অচ্ছুতভাবে একা!

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করি, দাঁড়াই
সটান সোজা হয়ে দাঁড়াতেই; তখন ——
নিজের সংসারে ছাতা হয়ে উঠি! আর
ঈর্ষান্বিত-ধনতন্ত্রের আগুনে ঘি পড়ে যায়!

বিষণ্ণতার সুর
রণজিৎ সরকার

আমার একটা ক্ষুদ্র হৃদয় ছিল
সেখানে এক চিলতে ভালোবাসা বাস করত
সকলকে চুম্বকের মতন টানে আপন করে নিত

এখন সেটা আর করে না

সেখানটা এখন দখল নিয়েছে ঘৃণায়
ক্ষতবিক্ষত নিন্দুকের দল
এখন আকর্ষণের বদল বিকর্ষণই ঘটে সেখানে
কেউ আর কাছে ঘেঁষতে পারে না

এখন সেখানে সুশোভিত ফুল ফোটে না
নেচে নেচে গান গাইতে আসে না ভ্রমর
রকমারি আলোর বর্ণমালা আর হয় না রচা
অবিরত বাজে সেখানে বিষণ্ণতার সুর

শীতলতম সময়
সাগ্নিকা পাল

শীতের রাতে কুয়াশার চাদর,
ঠান্ডার ছোঁয়ায় জমে ওঠে অধর।
গাছের পাতায় শীতের গান,
আরামের খোঁজে এসে চায়ের
দোকান।

কোমল আলোর আভা ছড়িয়ে,
গরম চায়ে মন মিশে যায়।
নিঃশব্দ রাত, মেঘের দল,
শীতের গল্পে জড়ায় মন।

চায়ের কাপে ধোঁয়ার রেখা,
শীতের রাত যেন স্বপ্ন দেখা।
গাছের তলায় একাকী বসা,
কুয়াশার ছোঁয়া, নিঃশব্দ ভাষা।

এই তো শীতের সৌন্দর্য গাথা,
গরম চায়ে মিশে আরামের কথা।

মেঘমল্লার
সৈকত পাল মজুমদার

পংক্তির ভিতরে বৃষ্টিধারা,
প্রাণকুসুমে জীবন্ত মেঘমল্লার।
অন্ধকার নিবিড়, যার শ্বাস-প্রশ্বাস
রেখেছে বিষাদ প্রলয় হুংকার!

পংক্তির ভিতরে দাবানল, গভীরে
উদাসী পথিক, দু'দণ্ড বিশ্রাম নিয়ে
রোদে রোদে বিহ্বল হে পথিক, চেয়ে
দেখো ছায়ার নিঝুম কতটা অলীক।

উন্মেষে অন্ধরাত, সম্মোহন মেঘমল্লার,
সান্ধ্য পথে কিছুটা গ্রন্থিমোচন আছে,
হে পথিক তুমি বলো, খননের জীবাশ্মে
প্রকৃত মানুষ নাকি দৈত্য থাকে পাশে।

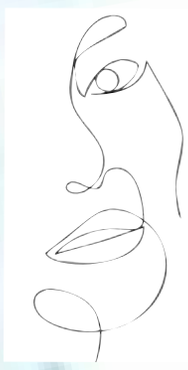

সিঁড়ি
তাপস চক্রবর্তী

একটা আয়নায় রোজ
মুখ দেখি,
আয়না বদলায় না
আমি বদলে যাই;
সময় এগিয়ে চলে
ক্যালাইডোস্কোপে চোখ রেখে
পৃথিবীকে রঙিন করি।
ভাঙা স্বপ্ন জোড়া লেগে যায়,
একদিন ঐরাবত আসে
ঘন কুয়াশায় সিঁড়ি
দেখতে পাই।

অভিক্লিপ্ত মন
সুকুমার সরকার

তোমার থেকে যত দূরে সরে গেছি
তত বেশি হাজারো রঙের বুদ্বুদ খেলা
তত বেশি প্রজাপতি, ফুল-পাখি; দেখেছি
ঝর্ণা-ঝরা, নদী-হ্রদ, সমুদ্র-মেখলা।

পেরোতে পেরোতে এসব এতকিছু
ক্লান্ত আমি অবশেষে তাই
চলে এসেছি তোমার নদীর পিছু পিছু
জেনে গেছি তুমি ছাড়া আর কিছু নাই।

প্রাবৃটের বর্ষণ বারিসিক্ত অভিক্লিপ্ত মন
সরল বক্র পথ; হিংস্র শ্বাপদের বন-উপবন
ডয়নে অবডয়নে তোমাকেই খুঁজেছে শুধু
উড্ডয়নের শৃঙ্গ পাহাড়, তপ্ত মরুভূমি ধু...ধু...
কোনওখানেই খুঁজে পাইনি তোমাকে
সর্বত্রই দেখেছি শুধু আমার আমিকে।

একটা
বিশ্বজিৎ মজুমদার

একটা গান আমি লিখবই
অনন্ত শ্বেতপাথরে
স্বপ্নের অঙ্গীকার নিয়ে
আছে মাতৃ জঠরে
একটা কথা বলবই আমি
সীমা ভেঙে নীরবতার
এমন ভাবে সাজবে শব্দ
জন্ম হবে কথকতার
একটা বিষয় আমি জানবই
পুনর্জন্মের অধিকারে
সমস্ত শক্তির নির্মাণে
নিরাপত্তার কাঁটাতারে

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

দ্বারবাসিনী, কাক এবং পুরোহিতের নাভির মন্দির

পূর্বা সেনগুপ্ত

জেলা বীরভূম। দ্বারকা নদী তার ক্ষীণস্রোতা প্রবাহ নিয়ে গোলাকারে বেষ্টনী সৃষ্টি করে এগিয়ে চলেছে। সেই গোলাকার বাঁকটির সম্মুখে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরলেই দেখা যাবে আধুনিক যুগে নির্মিত কংক্রিটের তৈরি শ্মশানের চূড়া। সেখানে পোড়া কাঠের দেখা মিললেও নদীর পাড়ে নলখাগড়ার জঙ্গলের মাঝে পড়ে আছে মৃত মানুষের সঙ্গে বাহিত ছিন্ন কন্থা বা বস্ত্রের টুকরো, যেগুলি মনকে বৈরাগ্য আগুনের তাপে রঞ্জিত করবেই করবে। কারণ কেবল শ্মশানের অস্তিত্ব নয়, এই স্থানেই বিরাজ করছেন দেবী দ্বারবাসিনী। যিনি প্রকৃতপক্ষে দুর্গা রূপে বিরাজিতা। দেবীর পুজোর প্রণাম মন্ত্রে দেবীকে জয়দুর্গা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

দেবীর নাম দ্বারবাসিনী কেন? তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড দুই রাজ্যের দুয়ার দেশে অবস্থিত বলে? না, তিনি যখন বিরাজিত হয়েছেন তখন এই দুই রাজ্যের বিভাজন হয়নি, তার অস্তিত্বও ছিল না। স্বাধীনতার অনেক আগে, বীরভূম অঞ্চল যখন সামন্ত রাজাদের অধীন- সেই যুগেরও পূর্ব সময়ে এই দেবীটির অস্তিত্বের দেখা পাওয়া যায়। তাহলে কি দ্বারকা নদীর তীরে বলে তিনি দ্বারবাসিনী নামে পরিচিতা? নদী কি দেবী স্বরূপের নির্দেশক হতে পারে? নদী তাঁর গতি অহরহ পরিবর্তন করে। তবে কী কারণে তিনি দ্বারবাসিনী রূপে চিহ্নিত? আমাদের মনে হয় এই দেবী মানবকে ইহজগৎ থেকে অধ্যাত্মজগৎ অভিমুখে নিয়ে যান। তাই তিনি দ্বারবাসিনী। দেবী ইহলোক আর পরলোকের দুয়ারে দণ্ডায়মান তাই তিনি দ্বারবাসিনী।

দেবীর নাম যে কারণেই দ্বারবাসিনী হোক না কেন, দেবী যে ব্যাঘ্রবাহিনী তা পুরোহিতদের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়েই পরিস্ফুট হয়। তাঁর মন্দির, সেই মন্দিরের চারপাশের বাতাবরণ ক্ষণিকের জন্য আপনাকে থামিয়ে দেবে। মনকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বহুকাল আগের পৃথিবীতে। যখন ঘন জঙ্গলের মধ্যে আরাধিত হতেন দেবী শক্তি, কখনও তিনি ডাকাতদের মাধ্যমে পূজিত হতেন কখনও বা গুপ্ত সাধকের মাধ্যমে আরাধিত হতেন। দেবীর জাগরণ ও অধিষ্ঠান ঠিক কবে হয়েছিল, ঠিক কে প্রথম দ্বারবাসিনী দেবীবন্দনা সম্পন্ন করেছিলেন তা ঠিক জানা যায় না। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি বিরাজ করেছেন বিভিন্ন সামন্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়, কিন্তু একটি বিশেষ পরিবার পুরুষানুক্রমে দেবীর পুজো সম্পন্ন করে চলেছেন। তবুও এই দেবীকে গৃহদেবী বলা যায় কি? হয়তো না, আবার তিনি গৃহদেবীও। কারণ এই দেবীর ইতিহাস এতটাই দীর্ঘ যে তাকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। আমরা সেই ইতিহাসের পাতায় উঁকি দেওয়ার আগে মন্দির চত্বরে ভালো করে ঘুরে নেব।

আমরা গড় পঞ্চকোট রাজা কল্যাণ শেখরের প্রতিষ্ঠিত কল্যাণেশ্বরী দেবীর কথা আলোচনা করেছি। দেবী দ্বারবাসিনীর অবস্থান সেই পাহাড়ের পিছনের দিকে। স্থানীয়দের মতে দেবী কল্যাণেশ্বরী, দেবী দ্বারবাসিনী ও দ্বারবাসিনী দেবীর মন্দিরে আসার সময় কিছু দূরে অধিষ্ঠিত পলাশবাসিনী নামে যে দেবীর দেখা পাওয়া যায়। শোনা যায়, এঁরা হলেন তিন বোন। এইরকম বোনের ধারণা আমরা অন্য অনেক স্থানেও দেখতে পাই। এক অঞ্চলের মধ্যে যখন অনেক মৌলিক আকৃতির জাগ্রত দেবীর অধিষ্ঠান দেখা যায় তখন কিন্তু তাঁদের পরস্পরকে বোন বা দিদি বলে চিহ্নিত করা হয়। এই দেবীক্ষেত্রের আলোচনা আমরা এই কারণেই নির্দিষ্ট করলাম।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে দেবীদের একটি স্থানে একত্রিত অবস্থানের কারণ কী? উত্তর একটাই, যেখানে শাক্ত তন্ত্র ও বৈষ্ণব তন্ত্রের প্রভাব বেশি সেই অঞ্চলে বিভিন্ন সাধকের সিদ্ধিলাভের স্থানে গড়ে ওঠে বিভিন্ন দেবী মন্দির। আমরা আগের দিন করুণাময়ী দেবীর কথা আলোচনা করেছিলাম। তার সঙ্গেও এই ভগ্নী সম্বন্ধ যুক্ত কয়েকটি দেবীর উল্লেখ করা হয়। দ্বারবাসিনী দেবী পঞ্চপীঠস্থান বীরভূমে অধিষ্ঠিত।

এই রাঢ় অঞ্চল দেবী সাধনার জন্য প্রখ্যাত। পাঁচটি শক্তিপীঠের ধারক হল এই বীরভূম। যা একসময় প্রাচীন বীর রাজাদের অধিকৃত ছিল। তার সঙ্গে তারাপীঠের মতো অতিজাগ্রত সিদ্ধপীঠও আছে। তারাপীঠ থেকে দ্বারবাসিনী প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার পথ। শাল, সেগুন, অর্জুন আর মহুয়ার ঘন জঙ্গলের মধ্যে হিংল মৌজায় এই দেবীর স্থান। দ্বারকা নদী হল একটি সীমান্তবর্তী নদী। যে নদীর মাধ্যমে ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানার বিভাজন সম্ভব হয়েছে। তাই মন্দিরের একদিক নদীর বিস্তৃত চড়া, নির্জন একেবারে। দূর থেকে দেখা যায় পাহাড়ের সারি। মাঝে মাঝে নদীর বালুকাবেলায় শ্মশানযাত্রীরা এসে বসে। তারা এলে কিছুটা মুখরিত হয় এই বনভূমি। তীর্থযাত্রী গুটিকয়েক।

আশ্চর্যের ব্যাপার, বিকেল চারটে বাজতে না বাজতে কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে আসে চারিদিক। দুটো থেকে আড়াইটার মধ্যে পুজো সেরে দর্শনার্থীদের পায়েস ভোগ নিবেদন করে পূজারিরা ফিরে যান। তখন সেখানে কেউ যেতে সাহস পায় না। সেই নির্জনে নাকি দেবী একাকী বিচরণ করেন। চারিদিকে ইলেক্ট্রিসিটি বন্দোবস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে অনেকবার। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি কখনও। দেবীর গর্ভগৃহ অন্ধকার থাকে সেখানেই তিনি প্রস্তর রূপে পূজিত হন।

মন্দির চত্বরে প্রবেশ করেই আশ্চর্য লাগবে। যেন একটা প্রাচীন স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষের উপর নতুন মন্দির দাঁড়িয়ে আছে। মন্দির নতুন হলেও খুব নতুন নয়। তার আকৃতিটি খুব অদ্ভুত। এমন ত্রিকোণাকার মন্দির আগে দেখিনি। শোনা যায়, সেই ত্রিকোণাকার মন্দিরের চূড়া নির্মাণ করার সময় মন্দিরে যে আন্দোলন হয় তাতে মন্দিরের তিন কোণের মধ্যে অগ্নিকোণে প্রতিষ্ঠিত মনসা মূর্তিটি থেকে সিঁদুরের মোটা প্রলেপ যা মুখোশের আকার ধারণ করেছিল তা খুলে আসে। আর সেটা খুলে আসতেই ভিতর থেকে বের হয়ে আসে আসল দেবী মনসার অবয়ব। কালো পাথরে নির্মিত এই মূর্তির অপূর্ব গঠনশৈলী দেখে মনে হয় সেন বা পাল যুগের বা তার থেকেও আরও প্রাচীন। এ মূর্তি সত্যই মনসাদেবীর তো। দেবী জয়দুর্গার তালুকে হঠাৎ মা মনসা এলেন কেন তা কিছুতেই বোধগম্য হল না।

আমরা মন্দিরের গঠনের কথা বলছিলাম, এই ত্রিকোণাকৃতি মন্দির আসলে দেবী যন্ত্র বলে বোধ হয়। মনে হল মন্দিরটিই একটি যন্ত্র, আরাধনার স্থান। আবার এই মন্দিরে গর্ভগৃহে একটি মাঝারি মাপের আসনে দেবী দ্বারবাসিনী বিরাজিত। তাঁর পাশে মহাকাল ভৈরব। বাঁ-পাশে গণেশ আর সরস্বতী। তাহলে লক্ষ্মী আর কার্তিক কোথায় গেলেন? দেবী আসলে এক গোলাকার পাথর। পাশের পাথরের সঙ্গে এমনভাবে সংযুক্ত যে দুটি মিলে একটি যোনিক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে। প্রতিটি পাথরে গাঢ় করে লেপা আছে পলাশ রঙের সিঁদুর। গর্ভগৃহ ভালো করে নিরীক্ষণ করলে বোঝা যায় মন্দিরের কোণে প্রতিষ্ঠিত দেবী মনসা রূপে যিনি পূজিত হন তিনিই মূল বিগ্রহ আর এই দেবী মনসার পরিবর্তে কোনও বৌদ্ধদেবী হবেন, যেমন বজ্রতারা। এই দেবী স্থানের ইতিহাস আলোচনা করে বেশ কয়েকটি বিচিত্র ঘটনা ও বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। উঠোনের একদিকে একটি মাথার উপর ঘেরা আসনে বাঘরাই চণ্ডীদেবী।

এমন চণ্ডীরূপের কথা প্রথম শুনলাম। শোনা যায়, দেবীর জন্য বছরে দুটি দিন রাত্রে ভোগ নিবেদিত হয় আর সেই ভোগ একটি লম্বা বাঁশের মতো কংক্রিটের তৈরি খুঁটির মাথায় নিবেদন করা হয়। প্রাচীনকালে সেই নিবেদিত ভোগ বাঘ এসে খেয়ে যেত। এখন কাকপক্ষীর আহার হয়। এই বাঘরাই চণ্ডীর পাশে একটি গাছের নীচে গোলাকার কৃপানাথ ভৈরব। পাশে ত্রিশূল গোঁজা। বলা হয় এই ভৈরব দেবীকে রক্ষা করেন। তার পাশে

পর্ব - ২৩

> সেই সমাধির কাছে দেবীর পুরোহিতদের নাভি মন্দির। পুরোহিত বংশের যাঁরা মারা যান তাঁদের প্রত্যেকের নাভি চারটি টুকরো করা হয়। আর তার মধ্যে একটি এই মন্দিরে রাখা হয়। সেই নাভি মন্দিরে প্রতিদিন পুরোহিতদের নাভিপুজো হয়ে থাকে।

কাক সমাধি। শোনা যায়, একটি সাদা ও একটি কালো কাক এখানে ছিল তাদের একই দিনে মৃত্যু হয়। তাদের দুজনকে সমাধিস্থ অবস্থায় পুজো কেন করা হয় সেটাই বুঝলাম না। সেই সমাধির কাছে দেবীর পুরোহিতদের নাভি মন্দির। পুরোহিত বংশের যাঁরা মারা যান তাঁদের প্রত্যেকের নাভি চারটি টুকরো করা হয়। আর তার মধ্যে একটি এই মন্দিরে রাখা হয়। সেই নাভি মন্দিরে প্রতিদিন পুরোহিতদের নাভিপুজো হয়ে থাকে। চারভাগে বিভাজন করার অর্থ মূল নাভির চারভাগের একভাগ গ্রহণ করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট মাপ আছে। এই প্রথাটিও খুব আশ্চর্যজনক।

সমস্ত দেবীস্থান জুড়ে সারমেয় বা কুকুরের আধিক্য চোখে পড়ার মতো। দেবী পুজোর ঢাক বাজতে শুরু করলে তারাও চিৎকার করে দেবী বন্দনা শুরু করে দেয়। মন্দিরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে একটি ছোট নদী, যার নাম সন্ন্যাসী কাঁদড়। কিংবদন্তি অনুসারে এক সন্ন্যাসী তান্ত্রিক ঘুরতে ঘুরতে এই দ্বারবাসিনী দেবী স্থানে উপস্থিত হন। সেখানে সাধনা করে দেবী মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করেন তিনি। পরিকল্পনা করেন দেবীকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে স্থানত্যাগ করবেন। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর গোপনে নেওয়া এই সিদ্ধান্ত কিন্তু দেবীর ভৈরব জানতে পেরে যান। তিনি তান্ত্রিক সন্ন্যাসীকে হত্যা করতে উদ্যত হন। ভীষণ যুদ্ধ হয় দুজনের মধ্যে। ভৈরব তিন তিনবার সন্ন্যাসীর মুণ্ড দেহ থেকে ছিন্ন করে ফেলেন। কিন্তু তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর এত বিভূতি ছিল তিনি অনায়াসে নিজের দেহে নিজের কাটা মুণ্ডটিকে জুড়ে দিতে সমর্থ হন।

মহাকাল তখন আরেকবার মুণ্ডচ্ছেদ করতে সেই কাটা মুণ্ডটিকে কুকুর দিয়ে চাটিয়ে দেন। কুকুর মুণ্ড স্পর্শ করার ফলে মুণ্ডটি উচ্ছিষ্ট হয়ে যায় এবং সেই উচ্ছিষ্ট মুণ্ড সন্ন্যাসী নিজ দেহে জুড়তে পারেন না। দেবী কিন্তু সন্ন্যাসীকে একটি বরদান করেন। তিনি বলেন, তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর মুণ্ড নিঃসৃত রক্ত থেকে দহের সৃষ্টি হবে। সেই দহের জল দিয়েই তৈরি হবে মায়ের ভোগ। সন্ন্যাসীর মুণ্ডটি একটি উঁচু স্থানে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় আর তখন থেকে ধারণা করা হয় সন্ন্যাসীর মুণ্ড থেকে নিঃসৃত রক্ত থেকেই দহের সৃষ্টি। এখনও সেই দহের জল বেশ লাল রং ঘেঁষা। আগে নাকি রক্তবর্ণই ছিল। এই মন্দিরের প্রথম পৃষ্ঠপোষক বীরভূমের বীর রাজারা সেই দহের সঙ্গে নদীর সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু এর ফলে মাছের আনাগোনা শুরু হয়। তাই সেই প্রচেষ্টা বন্ধ করা হয়। মায়ের মন্দিরের পায়েস ভোগে আমিষ স্পর্শ থাকবে না। সন্ন্যাসী কাঁদড়ের পাশেই সেই তান্ত্রিকের পঞ্চমুণ্ডীর আসন। তবে সন্ন্যাসী কাঁদড়ের জলেও ছোট মাছ আছে কিন্তু ভোগের জন্য জল নিলে তাতে মাছ পাওয়া যায় না। এটাই কাঁদড়ের বিশেষত্ব।

দেবীর ভোগের ব্যাপারে একটা প্রশ্ন আমার মনে দেখা দিয়েছিল। কোনও দেবী স্থানে নিরামিষ ভোগ দেওয়ার প্রথার প্রচলন নেই। এই দেবীস্থানে কিন্তু ভিন্ন যদিও হাড়িকাঠ জানান দেয় বলি সেখানে হত। তবে কেন প্রতিদিনের পুজোর ভোগে নিরামিষ? শ্মশানের মধ্যস্থলে বৈষ্ণবদের সমাধিক্ষেত্র। বীরভূমের ফুল্লরা শক্তিপীঠের চারপাশেও এই সমাধিক্ষেত্র চোখে পড়বে। এই দেবীস্থানেও আমরা বৈষ্ণবদের সমাধি দেখতে পাই। ধর্ম প্রবাহের ইতিহাস অন্বেষণ করলে দেখতে পাই, বৈষ্ণব তন্ত্র আর বৌদ্ধ তন্ত্রের আবার শাক্ত তন্ত্রের ধারা ও বৌদ্ধ তন্ত্রের ধারার মধ্যে যখন মিশ্রণ এসেছিল। সৃষ্টি হয়েছিল নতুনভাবে ভাবিত আরাধনার স্থান। দ্বারবাসিনী দেবী হল মন্দির এমনিই কোনও মিশ্রণের ইতিহাস বহনকারী দেবস্থান। এটাই আমাদের মনে হয়। স্থানটি অত্যন্ত প্রাচীন, মন্দিরের সম্মুখে পড়ে থাকে মাঝারি আকৃতির দুটি পাথর। যে পাথর দুটির আয়তন দেখে অনায়াসে বলা যায়, তাদের তুলে ফেলা মোটেই অসম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে এদের কিছুতেই তোলা যায় না।

কিংবদন্তি অনুযায়ী, এই পাথর দুটি তুলতে দেবী কৃপার প্রয়োজন হয়। দেবী যাঁকে কৃপা করেন তিনিই পাথরটি অনায়াসে তুলে ফেলতে পারেন। মাঘ মাসে বিরাট মেলা বসে এই মন্দির প্রাঙ্গণে। তখন বহু মানুষ এই পাথর দুটি তোলার প্রতিযোগিতায় নামেন। কেউ পারেন, কেউ পারেন না। কী আছে এই দুটি পাথরে? যুক্তিবাদী মন বলে, এ হল আকাশপথ থেকে উড়ে আসা কোনও উল্কার টুকরো। যার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অন্য কিছুর তুলনায় বেশি। অন্য মন বলে তবে বেছে বেছে কি মন্দির প্রাঙ্গণেই তাদের পতন হল? এর মধ্যে নিশ্চিত দেবীকৃপা রয়েছে।

সব কিছু নিয়ে দেবী দ্বারবাসিনীর অস্তিত্ব খুবই চমকপ্রদ। এখানে প্রশ্ন হল এই মন্দিরের আবির্ভাব কবে তা জানা যায় না ঠিকই কিন্তু দেবীপুজোর ইতিহাস কতটুকু আমরা জানি? ইতিহাস বলে এই মন্দির একসময় বীর রাজাদের অধীনে ছিল, তারপর ওড়িশার রাজা নরসিংদেবের পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করে। পরে পাঠান রাজত্বে রণমস্ত খাঁয়ের পুত্র আসিউজ্জুমান খাঁ এই মন্দিরের দেখভাল করতেন। তিনি ভাগলপুর থেকে এক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ তিলকনাথ শর্মাকে এই মন্দিরের পূজারির দায়িত্ব দিয়ে নিয়ে আসেন। এই পরিবারই বংশানুক্রমে আজও দেবী পুজো করে চলেছেন। শোনা যায়, বীরভূম ব্রিটিশ শাসনাধীন হলে হেতমপুরের রাজারা এই অঞ্চলের সামন্ত রাজ হিসেবে দেবী দ্বারবাসিনীর সেবা করে এসেছেন। একবার কোনও রাজা তাঁর নায়েবকে পাঠান, এই মন্দিরে পুজো, আরতি ঠিকভাবে হচ্ছে কি না তা দেখবার জন্য। নায়েব পৌঁছাতে দেরি করে ফেললেন। কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যা নামবে। হঠাৎ দূর থেকে শুনলেন, ঘণ্টা, আরতি আর সুবাসিত ধূপের গন্ধ। তিনি আর অগ্রসর না হয়ে রাজ্যে ফিরে গিয়ে রাজাকে জানালেন, হ্যাঁ, রাতেও মন্দিরে আরতি ধূপ দিয়ে পুজো সম্পন্ন করা হচ্ছে। কিন্তু সেদিন কেউই সেখানে ছিলেন না। কারণ বিকেল চারটের আগেই মন্দিরে তালা দিয়ে মন্দির সংলগ্ন অঞ্চল খালি করে দিতে হয়। আজও এই নিয়ম চলে আসছে সমমান্যতা দিয়েই।

দ্বারবাসিনী দেবী আজ পূজারি পরিবারের গৃহদেবী রূপে পূজিত হয়ে আসছেন। কিন্তু তিনটি গ্রামের মধ্যস্থলে বিরাজিত এই মন্দিরে দেবী দুর্গা বিরাজ করেন বলে সেই তিন গ্রামে কিন্তু কখনোই শারদীয়া দুর্গাপুজো করা যায় না। আজও দ্বারবাসিনী দেবীর জনমনে এতটাই মান্যতা।

ছোট তারা ★

বুনিয়াদপুরের খুদে চিত্রশিল্পী কাব্যায়ন মণ্ডল (৭)। ইতিমধ্যে স্কুল স্তরের বিভিন্ন অঙ্কন প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছে।

মেডিকেল ক্যাম্পাসে ভগ্নদশায় সিসি ক্যামেরা

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের ক্যাম্পাসে সিসি ক্যামেরা ভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি শনিবার সকালের। জানা গিয়েছে, ক্যামেরাটি বয়েজ হস্টেলে লাগানো ছিল। সেটিকে কে বা কারা ভেঙে ফেলে দিল, নাকি তা কোনওভাবে ভেঙে গিয়েছে তা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন সকলে। মেডিকেল কলেজের নিরাপত্তাকর্মী থেকে শুরু করে অন্য বিভাগের কর্মীরা মুখ খুলতে চাইছেন না। হস্টেলের আবাসিক ছাত্ররা এবিষয়ে কিছু বলতে নারাজ।

তবে স্থানীয় এক কর্মী সূত্রে জানা গিয়েছে, সিসি ক্যামেরাটি বয়েজ হস্টেলের চতুর্থ ফ্লোরে ছিল। শনিবার সকালে নিরাপত্তারক্ষীরা ক্যামেরাটি পড়ে থাকতে দেখে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান। যদিও বিষয়টি চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন কর্তৃপক্ষ।

মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ যাদবচন্দ্র সর্দার জানান, 'বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

গত অগাস্ট মাসে আরজি কর ঘটনার পর রাজ্যের প্রতিটি মেডিকেল কলেজের হস্টেলগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। নিরাপত্তা এবং পরিকাঠামোগত সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের হস্টেলগুলিতেও নিরাপত্তা বাড়াতে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। কিন্তু সেই সিসি ক্যামেরা কে বা কারা ভাঙল তা ঘিরে শুরু হয়েছে জল্পনা।

দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে সুকান্ত

বালুরঘাট, ৩০ নভেম্বর : সদস্যতা গ্রহণ অভিযানে এই রাজ্য থেকে আশানুরূপ ফল পায়নি কেন্দ্র। ইতিমধ্যেই সদস্যতা গ্রহণের সময়সীমা বাড়িয়ে ১৫ ডিসেম্বর করেছে কেন্দ্র। এর মধ্যেই নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর কথা বলা হয়েছে। এদিকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাট লোকসভার সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের গড়েই এখনও মাত্র এক লক্ষ সদস্য গ্রহণ সম্ভব হয়নি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ছয়টি বিধানসভায় সদস্যতা অভিযান চলছে। জেলায় ২০০ জনেরও বেশি বিজেপি কার্যকর্তা এই অভিযানে নেমেছেন। এনিয়ে শনিবার জেলা নেতৃত্বদের সঙ্গে বৈঠক করলেন সুকান্ত। যেখানে সদস্যতা অভিযানের হালহকিকত জানতে প্রমুখদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা চলেছে তার। মূলত এই অভিযানে কী কী খামতি রয়ে যাচ্ছে, কীভাবে আরও সদস্য বৃদ্ধি করা যায়। এসব নিয়ে এদিন আলোচনা হয়েছে।

দলীয় বৈঠকের পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত জানান, 'সদস্যতা অভিযান নিয়ে আমরা মোটামুটি সন্তুষ্ট। আরেকটু ভালো করতে হবে। এই মুহূর্তে সদস্য গ্রহণে এক লক্ষের কাছাকাছি আমরা পৌঁছে গিয়েছি। আরেকটু ধাক্কা মারলেই এক লক্ষের গণ্ডি আমরা পেরিয়ে যাব। এটি রাজ্যের প্রথম দিকের একদম। তাই অসুবিধার কিছু নেই। কয়েকটি বিধানসভায় একটু খারাপ হয়েছে। আমাদের কর্মীরা আরেকটু সচল হলেই সেগুলোতে ভালো ফল হবে।'

পাত্র চাই

কায়স্থ, উচ্চতা 5'3" GNM (সরকারি চাকুরিতে কর্তব্যরত) বয়স-24, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরি, অনূর্ধ্ব 32 পাত্র কাম্য। 7063704822

(M-112565)

মালদা উৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শনিবার বৃন্দাবনী ময়দানে। - অরিন্দম বাগ

মালদা উৎসবে ঐতিহ্যের চর্চা

সৌরভ ঘোষ

মালদা, ৩০ নভেম্বর : সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও শিল্পচর্চার অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে প্রাচীনকাল থেকেই সুপরিচিত তৎকালীন বাংলার রাজধানী গৌড়। জেলার লোকসংস্কৃতি সাহিত্যচর্চার ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করতে প্রতি বছর আয়োজিত হয় মালদা উৎসব। জেলার সাংস্কৃতিক পরিচালন সমিতির সভাপতি প্রসেনজিৎ দাসের ব্যবস্থাপনায় এবছরও মালদা উৎসব-২০২৪ এক নতুন মাত্রা পেয়েছে, যা তিনদিন ধরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শহরের বৃন্দাবনী ময়দানে। শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত চলবে এই সাংস্কৃতিক মেলা। এবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন বিভিন্ন জেলার নামী শিল্পী ও সংস্কৃতির প্রতি নিবেদিত স্থানীয় শিল্পীরা।

শুক্রবার উৎসবের সূচনাপর্বে উপস্থিত ছিলেন জেলা সংস্কৃতিক পরিচালন সমিতির সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস, টলিউডের অভিনেতা বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, অতিরিক্ত জেলা শাসক পীযূষ সালুঙ্খে, শিক্ষাবিদ শক্তিপদ পাত্র, পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী সহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই তাঁরা উৎসবের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

উৎসবের প্রথম দিন থেকেই সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের বিশাল উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। মঞ্চে স্থানীয় শিল্পীরা তাঁদের সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য ও নাট্য পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করেন। এই উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য, স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেওয়া।

দ্বিতীয় দিনে মালদা উৎসবের মঞ্চে ছিলেন টলিউডের খ্যাতনামা অভিনেতা খরাজ মুখার্জি। তিনি বলেন, 'প্রসেনজিৎ দাসের হাত ধরে মালদার উৎসব জেলার সংস্কৃতির এক অনন্য রূপ ফুটিয়ে তুলেছে। এমন একটি মঞ্চে সংগীত, নাটক ও অন্যান্য শিল্পকলার মাধ্যমে আমাদের ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে সাহায্য করছে মালদার এই সংস্কৃতিক উৎসব।

আয়োজক প্রসেনজিৎ দাস জানান, 'এটি শুধুমাত্র একটি উৎসব নয়, বরং সংস্কৃতির মহোৎসব। আমাদের উদ্দেশ্য, মালদার শিল্প-সংস্কৃতিকে একটি বৃহত্তর পরিসরে তুলে ধরা যাতে আমাদের শিল্পীরা তাঁদের প্রতিভা প্রকাশ করতে পারেন এবং সমাজের কাছে তাঁদের কাজের মূল্য প্রতিষ্ঠিত হয়।"

জেলার সংস্কৃতিপ্রিয় ব্যক্তিত্ব শিক্ষাবিদ শক্তিপদ পাত্র জানালেন, 'এমন একটি উৎসব আমাদের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বাড়াতে সাহায্য করে। বহু উদ্দীপ্ত প্রতিভাকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জোগাবে এই মঞ্চ। এটি আমাদের ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ এবং প্রসারিত করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।'

পরিস্রুত পানীয় জল দিতে উদ্যোগী পুরসভা

"আমরা জানতে পারছি পরিস্রুত পানীয় জল বাড়ি বাড়িতেই মিলবে। জলের জন্যে খরচ করতে হবে না এক টাকাও। কিন্তু শহরের বিভিন্ন জায়গায় পাইপলাইন বসানোর কাজই চলছে পাঁচ বছর ধরে। কবে শেষ হবে জানা নেই কারও। কোন সময়ের জল পরিস্রুত তাও জানা নেই।

সঞ্জীব হালদার, বাসিন্দা

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৩০ নভেম্বর : ইংরেজবাজারে সবচেয়ে বড় সমস্যা পানীয় জল। জলে আর্সেনিকের প্রভাব এতটা বেশি যে ওই জল খেলে পেটের সমস্যা সহ নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। যাঁদের সামর্থ্য রয়েছে তাঁরা কেনা জল পান করলেও সমস্যা গরিব, মধ্যবিত্তদের।

এবারে পরিস্রুত পানীয় জলের পাইপলাইন বসানোর কাজ সম্পন্ন করে উঠতে উদ্যোগী হল ইংরেজবাজার পুরসভা। সিদ্ধান্ত হয়েছে একেকটি ওয়ার্ড ধরে ছোট- বড় সমস্ত ধরনের গলিপথেও পরিস্রুত পানীয় জলের পাইপলাইন বসানো হবে। শহরের ৮, ১২, ১০, ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডে নতুন পাইপ বসানোর কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন। এখন চলছে পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে পাইপ বসানোর কাজ।

পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী জানান, 'আমরা ইতিমধ্যেই শহরে পরিস্রুত পানীয় জল দিতে শুরু করেছি। যে ওয়ার্ডগুলোতে নতুন পাইপলাইন বসানো হয়নি সেখানে পুরোনো পাইপেই আর্সেনিকমুক্ত জল ছাড়া হচ্ছে। আমরা একটি করে ওয়ার্ড ধরছি, আর সেই ওয়ার্ডের পাইপলাইন বসানোর কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় ওয়ার্ডে কাজ শুরু করছি না। এই পদ্ধতিতে বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করতে পেরেছি আমরা।'

পরিস্রুত পানীয় জল দেওয়া হচ্ছে অথচ শহরবাসীর অনেকেই বুঝতে পারছেন না তাঁদের বাড়িতে আসা পুরসভার জলের কোন সময়ের জল পরিস্রুত। সিআইসি শুভময় বসু বলেন, 'ইনটেক পয়েন্ট থেকে পরিস্রুত হওয়া জল এখন পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হচ্ছে। বহু ওয়ার্ডেই যেহেতু নতুন পাইপলাইন বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়নি, তাই পুরোনো পাইপলাইনে দেওয়া হচ্ছে। হয়তো সেই কারণেই মানুষ বুঝতে পারছে না তাঁদের বাড়িতে আসা জল পরিস্রুত কী পরিস্রুত নয়। সপ্তাহখানেক ধরে শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে নতুন পাইপলাইন বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। মহেশমাটি, রায়পাড়া, বিবিগ্রাম, চৌধুরীপাড়া সহ বিস্তির্ণ এলাকায় এই পাইপ বসানোর কাজ চলবে।' তাঁর সংযোজন, 'আগে শহরে বিচ্ছিন্নভাবে পাইপ বসানোর কাজ চলেছে। ফলে সব জায়গাতেই কাজ সম্পন্ন হয়নি। এখন পুরপ্রধান ঠিক করেছেন যে ওয়ার্ডে পাইপ বসানোর কাজ শুরু হবে, সেই ওয়ার্ডের কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অন্য ওয়ার্ডে কাজ শুরু হবে না। ঠিকাদার সংস্থাগুলিকে এইভাবেই নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।'

সমস্যার কথা

- শহরবাসী জানেন না কোন সময়ে পরিস্রুত পানীয় জল মেলে
- পুরসভার পানীয় জলে ভরসা নেই, জল কিনেই খান অনেকে
- পরিস্রুত হলেও পুরসভার পানীয় জলে থাকা আয়রনের মাত্রা সর্বাধিক
- জলের প্রভাবে দেখা দিচ্ছে চর্মরোগ, উঠছে মাথার চুল, দেখা দিচ্ছে পেটের সমস্যা

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(শনিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ মালদা মেডিকেল কলেজ

এ পজিটিভ	-	১১
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	১৭
বি নেগেটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	৪
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	১৮
ও নেগেটিভ	-	০

(এই সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার)

■ রায়গঞ্জ মেডিকেল

এ পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০

■ বালুরঘাট হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	২

মালদা, পুরাতন মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর ও কালিয়াগঞ্জ শহরের সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের আগাম খবর আমাদের জানান ৯৬১৪৭৪২৫৯২ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা দূর করতে উদ্যোগ

শিক্ষামন্ত্রীকে রিপোর্ট দেবেন বিধায়ক কৃষ্ণ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা দূর করতে উদ্যোগী হলেন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। আগামী সোমবার বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে দেখা করে বিস্তারিত রিপোর্ট দেবেন তিনি। দ্রুত যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করবেন। শনিবার বিধায়ক জানান, মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়কে এভাবে শেষ করে দেওয়া যাবে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থার জন্য তিনি উপাচার্য দীপককুমার রায়কেই দায়ী করেছেন। দিনের পর দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন চললেও তাঁকে কিছু জানানো হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি।

শনিবার বিধায়ক বলেন, 'উপাচার্য বিজেপির হয়ে কাজ করছেন। এবিভিপির ছেলেমেয়েদের সুবিধে করে দিচ্ছেন। স্থানীয় বিধায়কের তরফে বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযোগ ও সাজেশন বাক্স লাগানোর জন্য উপাচার্যকে একমাস আগে চিঠি করেছিলাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি উত্তর দেননি। যদি অভিযোগ ও সাজেশন বাক্স থাকত, তাহলে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরিস্থিতি হত না। কোনও অভিযোগ বা সাজেশন আসলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হত। এমন অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হত না।'

"মুখ্যমন্ত্রী অনেক আশা নিয়ে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছিলেন। কিন্তু বিজেপির কিছু লোক এখানে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছেন। আশা করি ডিসেম্বর মাসে নতুন উপাচার্য এলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।

কৃষ্ণ কল্যাণী, বিধায়ক

কৃষ্ণ আরও বলেন, 'উপাচার্য শুধু একে ওকে সাসপেনশন আর শোকজ করতে ব্যস্ত। তাই তাঁর সঙ্গে কেউ কাজ করতে চাইছেন না। তাঁকে সাহায্য করার জন্য চিঠি দিয়েও কোনও ফল হয়নি। সরকারি দলের বিধায়ককে গুরুত্ব না দিয়ে রাজনীতি করতে ব্যস্ত তিনি।'

যদিও এবিভিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শুভব্রত অধিকারীর বক্তব্য, 'রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা অচলাবস্থা পরিস্থিতি তৈরি করেছে তা বিধায়ক ভালো করেই জানেন। তিনি তাঁর দলের সদস্যদের আগে ঠিক করুন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিজেরা তৈরি করে উপাচার্যকে দায়ী করা ঠিক হচ্ছে না।'

বিধায়ক জানান, 'আশা করি ডিসেম্বর মাসে নতুন উপাচার্য আসলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতি হয় এমন কিছু করতে দেওয়া যাবে না। তাই সোমবার শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ডিটেইলস তথ্য তুলে ধরব।'

এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম ও প্রাক্তন ডিন কালীশংকর তিওয়ারি ক্যাগ রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় বিষয় প্রকাশ্যে না আসায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা দূর করার দাবিও জানান তিনি। অবশ্য এদিন উপাচার্য দীপককুমার রায়ের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

বাসস্ট্যান্ডে মদের আসর, সমস্যায় যাত্রীরা

বালুরঘাট, ৩০ নভেম্বর : রাত হলেই বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড চত্বরে বসছে মদের আসর। বাসস্ট্যান্ডের প্রবেশের আগেই পুরসভার যাত্রীর প্রতীক্ষালয়ের পেছনে এই মদের আসর রাতের বেলায় চলছে। সকাল হলেই সেই জাতীয় প্রতীক্ষালয় চত্বর থেকে উদ্ধার হচ্ছে মদের বোতল, গ্লাস থেকে অন্য নেশার সামগ্রী। বিষয়টি স্থানীয়দের নজরের আসতেই তা পুরসভা ও পুলিশকে জানানো হয়। যদিও অভিযোগ, প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। পথচলতি মানুষদের নজরে না আসে তাঁর জন্য যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের পিছন দিকেই এই মদের আসর বসে। মূলত, রাতেরবেলায় এই মদের আসর বসে ওই এলাকায়।

নিত্যযাত্রী তন্ময় হালদার বলেন, 'রোজ কাজ সেরে বালুরঘাট থেকে হিলি যাই। রাতের বেলা ফেরার সময় দেখি নেশার আসর বসছে ওই যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে। বাসস্ট্যান্ড চত্বরে প্রচুর লোক যাতায়াত করে। যে কোনওদিন যা কিছু ঘটে যেতে পারে। পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন করব দ্রুত যাতে এই বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ নেয়।' অন্যদিকে বালুরঘাট থানার তরফে জানানো হয়েছে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মোবাইল ফেরত

বালুরঘাট, ৩০ নভেম্বর : বিভিন্ন সময়ে চুরি হওয়া ও হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল পুলিশ। বালুরঘাট থানার তরফে শনিবার ২১টি মোবাইল উদ্ধার করে প্রাপকদের হাতে তুলে দেন বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা। গত কয়েকমাস ধরে বালুরঘাট থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় মোবাইল ফোন চুরির ঘটনা বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে শহরের বাজার এলাকাগুলোতে বাজার করতে আসা ক্রেতাদের কাছ থেকে মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনা বাড়তে শুরু করেছে। বালুরঘাট থানার পুলিশ একটি বিশেষ কমিটি তৈরি করে ওই মোবাইলগুলির হদিস পাওয়ার চেষ্টা করে।

হোটেলের বর্জ্যে দুর্গন্ধ বালুরঘাটে

নর্দমায় ফেলা হচ্ছে হোটেলের নষ্ট খাবার। শনিবার। - পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৩০ নভেম্বর : হোটেলের বর্জ্য থেকে ছড়িয়ে পড়ছে দুর্গন্ধ। দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। অভিযোগ, হোটেলের বাড়তি ও নষ্ট খাবার নর্দমায় ফেলা হচ্ছে। নর্দমা নিয়মিত পরিষ্কার না হওয়ায় তা উপচে রাস্তায় চলে আসছে।

ওই হোটেল বালুরঘাট পুর বাসস্ট্যান্ডের পাশেই। বালুরঘাটবাসীর কাছে এই হোটেলের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। কিন্তু সেই হোটেল থেকে রান্নায় ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের বর্জ্য ড্রেনে ফেলা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে তা জমে থাকছে। সেই বর্জ্য থেকে ছড়িয়ে পড়ছে দুর্গন্ধ। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় নাক-মুখ রুমাল দিয়ে ঢেকে যেতে হচ্ছে। যদিও হোটেলের তরফে দাবি করা হচ্ছে আবর্জনা ফেলার জায়গায় হোটেলের বর্জ্য এবং বাড়তি খাবার ফেলা হয়। হোটেলের বর্জ্যের পাশাপাশি সেখানে প্লাস্টিকের জলের বোতলও ফেলা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দা নান্টু সিং বলেন, 'হোটেলের পাশেই আমার বাড়ি। রাস্তা দিয়ে যেতে দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে। হোটেলে ডাস্টবিন থাকার পরেও নর্দমায় বাড়তি খাবার ফেলা হয়। দেখাদেখি আশপাশের কিছু লোকও সেখানে নোংরা ফেলছে। ফলে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। নর্দমা নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না।' হোটেলের তরফে বাপ্পা সাহা বলেন, 'মূলত থালা ধোয়ার পরে তেল-মশলা ও ভাতের ফ্যান নর্দমায় ফেলা হয়। পুরসভার তরফে নিয়মিত নর্দমা পরিষ্কার হয় না বলে আবর্জনা জমছে। আমরাই পরিষ্কার করি।' পুরসভার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের এমসিআইসি মহেশ পারখ বলেন, 'প্রতিদিন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে আবর্জনা সংগ্রহের গাড়ি যায়। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে।'

মিডিয়া সেলস এগজিকিউটিভ

রায়গঞ্জ

একদম তাই। টার্গেট পূরণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া এবং দিনের শেষে হাসিমুখে বাড়ি ফেরার আত্মবিশ্বাস যদি থাকে তাহলে উত্তরবঙ্গ সংবাদে রায়গঞ্জে মিডিয়া সেলস এগজিকিউটিভ পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। কাজ উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা এবং পোর্টালের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ। সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বচ্ছন্দ প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।

রোজ পরীক্ষা রোজ পাশ রোজ তৃপ্তি

যোগ্যতা স্নাতক। মিষ্টভাষী, হাসিখুশি, মিশুকে, ধৈর্যশীল এবং কথা বলায় দক্ষতা একান্ত আবশ্যিক। বিজ্ঞাপন বিভাগে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো। না থাকলেও অসুবিধা নেই, যদি থাকে নিজেকে যোগ্য করে তোলার আত্মবিশ্বাস। অনভিজ্ঞ প্রার্থীদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। **বয়স** অনূর্ধ্ব ৩২।

ই-মেল করুন ৯ ডিসেম্বর, ২০২৪-এর মধ্যে

ubs.torchbearer@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রায়গঞ্জে যানবাহনের দখলে স্কুলের প্রবেশপথ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : রায়গঞ্জ শহরের শিলিগুড়ি মোড় এলাকায় স্কুলের প্রধান প্রবেশপথে যাত্রী ওঠানো, নামানো করে বালুরঘাট ও শিলিগুড়িমুখী সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি বাস। টোটো-অটোগুলিও ভিড় করে থাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি স্কুল গেট যানবাহন চালকদের দখলে চলে যায়। ফলে প্রতিদিন স্কুলে ঢুকতে ও বেরোতে সমস্যায় পড়তে হয় স্কুলের পড়ুয়া থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। মাঝেমধ্যে তৈরি হয় তীব্র যানজট।

দুই রুটের বাসস্টপেজ দুটি স্কুলের প্রধান প্রবেশপথের মুখে হওয়ায় স্কুল শুরু ও ছুটির সময় নাজেহাল অবস্থা। আটকে পড়েন পথচলতিরা। ট্রাফিক পুলিশ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের তোয়াক্কা না করেই স্কুলের প্রবেশপথে গিয়ে চালকরা থামেন। যাত্রী না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকেন। তবে মাঝেমধ্যে স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করলে ট্রাফিক পুলিশ তোড়জোড় শুরু করে। কয়দিন পর আবার সেই আগের অবস্থায় ফিরে আসে। সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চবিদ্যাচক্র স্কুল শহরের নামীদামি সরকারি স্কুলের মধ্যে অন্যতম। তাই ছাত্রছাত্রীদের যথেষ্ট চাপ রয়েছে স্কুলে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ও যানবাহনের ভিড়ে ওই এলাকায় তৈরি হয় তীব্র যানজট।

স্কুলের পড়ুয়া সুকান্ত নাথ, কমল যাদব, তিলক রায় সহ অন্য পড়ুয়াদের অভিযোগ, স্কুলের গেট আটকে রাখে টোটো-অটো। এতটাই ভিড় থাকে যে মাঝেমধ্যে আমরা পড়ে যাই। কিছু বলতে গেলেই চালকরা তেড়ে আসেন। স্টপেজটি আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। স্থানীয় বাসিন্দা সুনীলেন্দু চক্রবর্তী জানান, 'স্কুলের প্রবেশপথে গাড়িগুলি প্রতিদিন যাত্রী ওঠানো নামানো করায় তীব্র যানজট হয়। কারণ, একদিকে শয়ে-শয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভিড়, অন্যদিকে বাস, টোটো ও অটোর লাইন পড়ে যাওয়ায় আমরা মাঝপথে আটকে পড়ি। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও খুব সমস্যায় পড়ে। তাই স্টপেজটি আরও দূরে করলে ভালো হয়।' সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি প্রদীপ আগরওয়ালা এবং প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ দত্ত। প্রদীপবাবু বলেন, 'স্কুলের দুটি গেটের প্রবেশপথে বাসস্টপেজ থাকায় ভীষণ সমস্যা হচ্ছে। ছাত্রদের স্কুলে ঢুকতে ও বেরোতে গিয়ে নাজেহাল হতে হচ্ছে। তবে পুলিশ উদ্যোগ নিয়ে মাঝেমধ্যে সমস্ত যানবাহন সরিয়ে দেয়।' প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ দত্ত বলেন, 'বাসস্টপেজ দুটি স্কুলের গেট থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে না নিয়ে গেলে এই সমস্যা মিটবে না।'

উত্তর দিনাজপুর বাস ও মিনিবাস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক প্লাবন প্রামাণিকের কথায়, 'বাসস্টপেজ ছাড়া অন্যত্র বাসে যাত্রী ওঠানো নামানো পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ। স্কুলের গেটে যাতে বাসগুলি কোনওভাবেই না দাঁড়ায় সে ব্যাপারে কর্মীদের বলে দেওয়া হবে।' যদিও ওই এলাকার ট্রাফিক পুলিশের দাবি, স্কুলের গেটে কোনও যানবাহন আমরা দাঁড়াতে দিই না।

ঋণের ফাঁদ থেকে দ্রুত মুক্তি পাবেন কীভাবে?

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

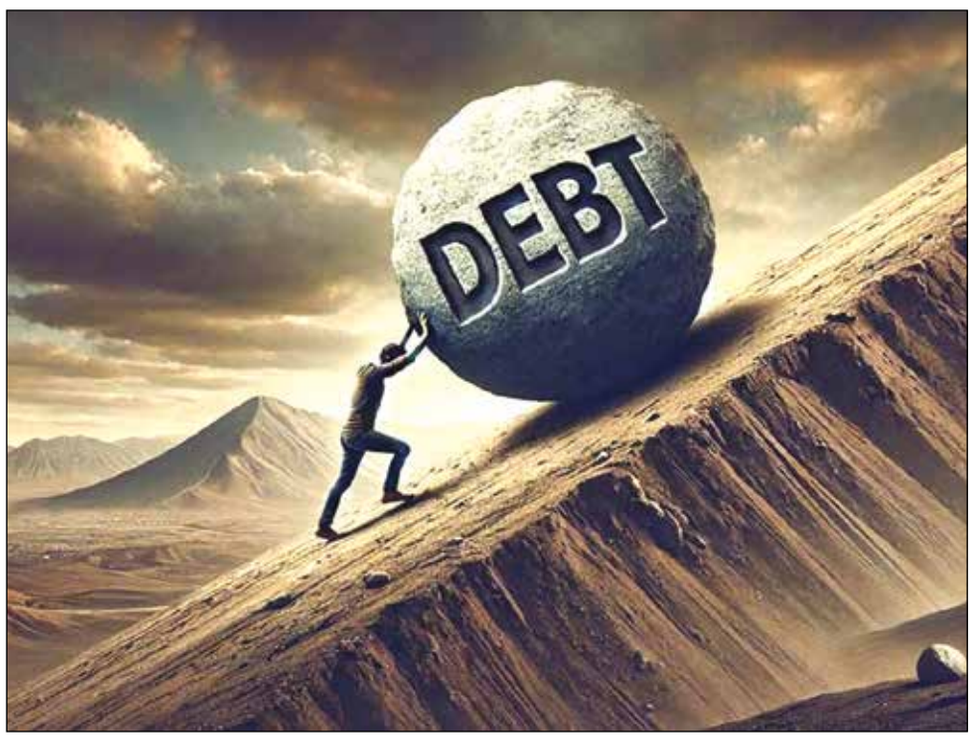

যে কোনও মধ্যবিত্ত ভারতীয় পরিবারের কাছে ঋণ এখন একটি বাস্তবতা। ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে সহজেই ঋণ পাওয়া যায়। তাই যে কোনও পরিবারের প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদা মেটাতে কম-বেশি ঋণের বোঝা বইতে হয় অনেককেই। কিন্তু ঋণ ব্যবস্থাপনা বা ঋণ নিয়ে সঠিক পরিকল্পনা করতে না পারলে তা আর্থিক চাপ তৈরি করতে পারে। অনেক সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

শুধু জমি-বাড়ি বা গাড়ি নয়, ক্রেডিট কার্ড এবং ব্যক্তিগত ঋণ নিয়েও অনেকে নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করেন। প্রতি ক্ষেত্রেই সুদের হার বা ঋণ পরিশোধের সময় ভিন্ন হয়। যে ধরনের ঋণ নেওয়া হোক না কেন, সেই ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে বিশদ ধারণা না থাকলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। প্রয়োজনে ঋণ তো নিতেই হবে, তবে সঠিক ব্যবস্থাপনায় দ্রুত ঋণের বোঝা কমিয়ে ফেলা যায়।

ক্রেডিট কার্ডের ঋণ এবং ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার তুলনামূলক অনেক বেশি হয়। নিয়মিত নজরদারি না থাকলে এই সকল ঋণের বোঝা দ্রুত হারে ভারী হতে থাকে। শোধ করতে আপনি যত বেশি সময় নেবেন, তত বেশি সুদ দিতে হবে আপনাকে। ঋণ দ্রুত পরিশোধ করার কৌশলগুলি হল—

■ ধরা যাক আপনার ৩৬ শতাংশ হার সহ একটি ক্রেডিট কার্ড ঋণ এবং ১৪ শতাংশ সুদের হার সহ একটি ব্যক্তিগত ঋণ আছে। তবে সর্বদাই অগ্রাধিকার দিতে হবে চড়া সুদের ঋণ অর্থাৎ ক্রেডিট কার্ডের ঋণকে। দুই ঋণের ন্যূনতম অর্থ প্রদান করার পর বাড়তি অর্থ দিয়ে ক্রেডিট কার্ডের ঋণ কমানোর প্রক্রিয়া শুরু করুন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনার দেয় সুদের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করবে এই কৌশল।

■ প্রথমে ছোট ঋণ পরিশোধ করার ওপর ফোকাস করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক আপনার ক্রেডিট কার্ডের ঋণ ১ লক্ষ টাকা এবং ব্যক্তিগত ঋণের অঙ্ক ৩০ হাজার টাকা। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ঋণ আগে পরিশোধ করতে হবে। তাহলে বড় অঙ্কের ঋণের মোকাবিলা করা সহজ হবে। এই কৌশল অনেকটাই মনস্তাত্ত্বিক। ছোট ছোট জয় বড় জয়ের অনুপ্রেরণা দেবে।

■ দেশের বেশ কয়েকটি ব্যাংক বা আর্থিক সংস্থা ব্যালেন্স ট্রান্সফারের সুবিধা দেয়। সেক্ষেত্রে আপনি কোনও ক্রেডিট কার্ডে আপনার চড়া সুদের ঋণ ট্রান্সফার করতে পারেন। ওই সময় ক্রেডিট কার্ডে হয়তো সুদের হার কম। এতে আপনার আসল পরিশোধ দ্রুত হবে এবং সুদ কম গুনতে হবে।

■ হঠাৎ যদি আপনার হাতে বাড়তি অর্থ চলে আসে তবে সেই অর্থ দিয়ে ঋণের কিছু অংশ এককালীন পরিশোধ করতে পারেন। এতে আপনার ইএমআই অনেকটাই কমে যাবে। এবং ঋণ দ্রুত পরিশোধ করতে সক্ষম হবেন। বড় অঙ্কের ঋণ দ্রুত পরিশোধ করতে এই কৌশল খুবই কার্যকর হয়।

ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার ক্রেডিট স্কোর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। একাধিক ঋণ নেওয়া থাকলে ক্রেডিট স্কোর বজায় রাখতে ঋণ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা এবং ভারসাম্য রাখতে হবে। আর্থিক ক্ষতি না করে একাধিক ঋণ পরিচালনা করার উপায়—

■ সময়ে ইএমআই দিতে ভুলবেন না। যে কোনও ঋণ বা ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্ট নির্দিষ্ট সময়ে না দিলে ক্রেডিট স্কোর কমে যাবে। সময়ে পেমেন্ট নিশ্চিত করতে 'অটো-ডেবিট' বিকল্প ব্যবহার করতে হবে।

■ আপনার যদি একাধিক ঋণ থাকে তাহলে কম সুদের হার সহ একটি ঋণে তাদের একত্রিত করুন। দেশের বেশ কয়েকটি ব্যাংক ব্যক্তিগত ঋণ একত্রিত করার সুযোগ দেয়। এতে সুদের বোঝা কমে এবং পরিশোধ করা সহজ হয়।

■ ঋণ নেওয়ার আগে আপনার মাসিক বাধ্যতামূলক খরচ এবং ইএমআই সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, মাসিক আয়ের সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ইএমআইয়ের জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে।

■ ক্রেডিট কার্ড থাকলে অনেক সময় বাড়তি খরচ হয়, তাই আপনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরই ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে হবে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঋণ নেওয়া বাস্তব হলেও অনেক সময়ে ঋণ একটা ফাঁদ তৈরি করে। অনেকে পুরোনো ঋণ পরিশোধ করতে নতুন ঋণ নিয়ে থাকেন। যাতে সুদ বেশি দিতে হয়। এমন প্রক্রিয়া চললে ঋণের ফাঁদ তৈরি হয় যা বিপজ্জনক আর্থিক পরিস্থিতি তৈরি করে। এই ধরনের ফাঁদ এড়িয়ে চলার কৌশলগুলি হল—

■ যে কোনও ঋণের ক্ষেত্রে একটি ন্যূনতম অর্থ পরিশোধের সুযোগ দেন ঋণ দাতারা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আপনার ক্রেডিট কার্ডে ৩৬ শতাংশ হারে ১ লক্ষ টাকা ঋণ নেবেন। ঋণদাতা মোট ঋণের ৫ শতাংশ হারে পরিশোধ করার সুযোগ দিচ্ছে। এক্ষেত্রে ন্যূনতম অর্থ পরিশোধের সুযোগ নিলে অনেক বেশি সময় লাগবে ঋণ পরিশোধ করতে। সুদও বেশি গুনতে হবে। তাই নিজের আর্থিক ক্ষমতা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ হারে ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করতে হবে।

■ কয়েকটি ক্ষেত্রে ঋণ নেওয়া এড়িয়ে চলতে হবে যেমন, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, বিলাসিতা, বিনিয়োগ ইত্যাদি। এই ধরনের খরচে ঋণ নিলে ভবিষ্যতে প্রবল আর্থিক চাপ তৈরি হতে পারে। ভ্রমণ, ব্যয়বহুল কোনও গ্যাজেট, বিয়ে ইত্যাদির জন্যও ঋণ নেওয়া এড়িয়ে চলতে হবে। এই খরচ মেটানোর জন্য পরিকল্পনামাফিক সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

■ জীবনে চলার পথে হঠাৎই বড় অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন হতেই পারে। সেক্ষেত্রে প্রথমে নিজেদের আপৎকালীন ফান্ড বা তহবিল ব্যবহার করা যেতে পারে। শুরুতেই ঋণ নেওয়া এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

■ যে কোনও ঋণ নেওয়ার আগে ঋণ সম্পর্কিত নথি খুঁটিয়ে পড়তে হবে। সব দিক বিবেচনা করে তবেই ঋণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

পরিশেষে মনে রাখতে হবে, দৈনন্দিন জীবনে বিশেষত দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির ঋণ এড়িয়ে চলা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তবুও ঋণ নেওয়া এবং তার ব্যবস্থাপনার সঠিক কৌশল অবলম্বন করলে সেই ঋণ পরিশোধ সহজ হয়। আর্থিক চাপ তৈরি হয় না। আরও একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, ঋণ পাওয়া সহজ হলেও একেবারে বাধ্য না হলে ঋণ এড়িয়ে চলতে হবে। ঋণের বোঝা অবসর জীবন শুরুর আগেই মুছে ফেলতে হবে। অবসর জীবনে আর্থিক স্বাধীনতা না থাকলে তা বড় সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে।

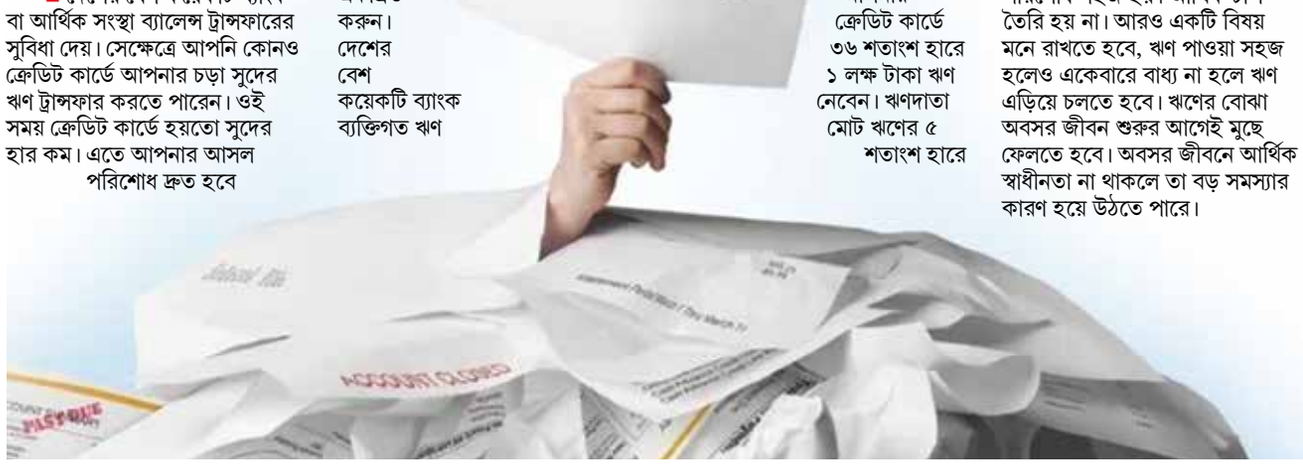

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : কেইআই ইন্ডাস্ট্রিজ

● **সেক্টর :** কেবলস ● **বর্তমান মূল্য :** ৪৩১৩ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ :** ২৮২২/৫০৩৯ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৩৮৯৪৪ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ২ ● **বুক ভ্যালু :** ৩৪৮ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.০৮ ● **পিই:** ৬২.৪ ● **ইপিএস :** ৬৯.১৪ ● **পিবি :** ১২.৩৭ ● **আরওসিই :** ২৭.২ শতাংশ ● **আরওই :** ২০.২ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৫৬০০

একনজরে

■ ১৯৬৮-এ প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা এক্সট্রা হাইভোল্টেজ (ইএইচভি) কেবল সহ প্রায় সব ধরনের কেবল তৈরি করে। বর্তমানে ইপিসি সার্ভিসও দেয় এই সংস্থা।

■ প্রায় ৩০ হাজার চ্যানেল পার্টনার, ৩৮টি শাখা অফিস, ২২টি ডিপো, ২৩টি ওয়্যারহাউস এবং ১৬৫০ ডিস্ট্রিবিউশন পার্টনার রয়েছে এই সংস্থার।

■ বিদ্যুৎ, তৈল শোধনাগার, রেলওয়ে ইত্যাদি সেক্টরে সংস্থাটির লক্ষ্যণীয় উপস্থিতি রয়েছে। ইনফোসিস, এইচএসবিসি সহ একাধিক সংস্থা কেইআই ইন্ডাস্ট্রিজের অন্যতম ক্লায়েন্ট।

■ ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে সংস্থার আয় ১৭.২১ শতাংশ বেড়ে ২২৭৯.৬৫ কোটি টাকা হয়েছে। নিট মুনাফা ১০.৪১ শতাংশ বেড়ে ১৫৪.৮১ কোটি টাকা হয়েছে।

■ কেবলস অ্যান্ড ওয়্যারস ক্ষেত্রে আয় ২০.৬২ শতাংশ এবং স্টেনলেস ওয়্যার ক্ষেত্রে আয় ১.৯৬ শতাংশ বেড়েছে। তবে ইপিসি ক্ষেত্রে আয় কমেছে।

■ কেইআই ইন্ডাস্ট্রিজের হাতে ৩৮৪৭ কোটি টাকার বরাত রয়েছে।

■ বিশ্বের ৬০টি দেশে নিজেদের পণ্য সরবরাহ করে এই সংস্থা।

■ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আগামী অর্থবর্ষ পর্যন্ত ১৪০০-১৬০০ কোটি টাকা লগ্নি করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এই সংস্থা।

■ সম্প্রতি কিউআইপি-এর মাধ্যমে ২০০০ কোটি টাকা তুলেছে কেইআই ইন্ডাস্ট্রিজ।

■ প্রোমোটারের হাতে রয়েছে ৩৭.০৬ শতাংশ শেয়ার। বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে ৩১.১১ শতাংশ শেয়ার। অন্যদিকে ১৬.০১ শতাংশ শেয়ার রয়েছে দেশের আর্থিক সংস্থাগুলির হাতে।

■ মতিলাল অসওয়াল, প্রভুদাস লীলাধর, শেয়ার খান সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে রায় দিয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

ফের অস্থিরতা ফিরল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। সপ্তাহের শেষে বড় অঙ্কের উত্থান-পতন ফের সূচকের অভিমুখ নিয়ে ধন্দ তৈরি করল। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৭৯,৮০২.৭৯ এবং ২৪,১৩১.১০ পয়েন্টে। বিগত সপ্তাহে সেনসেক্স ৭৬,৮০২.৭৩ এবং নিফটি ২৩,২৬৩.১৫ পয়েন্টে নেমে গিয়েছিল। সেখান থেকে নাটকীয় প্রত্যাবর্তনে মাত্র ৬ দিনের লেনদেনে বর্তমান উচ্চতায় ফিরে এসেছে দুই সূচক। নিফটি ২৩৮০০ এবং সেনসেক্স ৭৯০০০-এর অবস্থান ধরে রাখতে পারলে ফের ঊর্ধ্বমুখী যাত্রা শুরু হতে পারে। না হলে ফের তলিয়ে যেতে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

অক্টোবরের আগে টানা সাড়ে তিন বছর বুল রান চলেছে শেয়ার বাজারে। অক্টোবরে প্রথম ৬ শতাংশ সংশোধন হয়েছে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটির। এর নেপথ্যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে টানা শেয়ার বিক্রি করে আসছে তারা। সম্প্রতি তারা শেয়ার কেনা শুরু করলেও ফের চলতি সপ্তাহের শেষে দু'দিনে তারা শেয়ার বিক্রি করেছে। বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির এই কর্মকাণ্ড ফের দেশের শেয়ার বাজার নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। বিশ্বের বেশ কয়েকটি শেয়ার বাজারের তুলনায় এই দেশের শেয়ার বাজারে চড়া দাম, আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষমতায় ফেরা, চিনের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর আশা, ডলার শক্তিশালী হওয়া ইত্যাদি কারণে এতদিন শেয়ার বিক্রি করে আসছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। পরিস্থিতির বড় কোনও পরিবর্তন ছাড়া তারা কেন শেয়ার কেনা শুরু করল এবং ফের বিক্রি করল তা বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। আগামী সপ্তাহে এই বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে।

শেয়ার বাজারে সাম্প্রতিক উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে মহারাষ্ট্রে বিজেপি জোটের বিপুল জয়। রাজ্যে ক্ষমতা পুনর্দখল করে সরকার গঠন প্রক্রিয়া সফলভাবে মিটলে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে শেয়ার বাজারে। টানা পতনের পর অনেক কম দামে শেয়ার কেনার সুযোগও নিয়েছেন লগ্নিকারীরা। আদানি ঘুষ কাণ্ডের প্রভাবে শেয়ার বাজার ধাক্কা খেলেও আদানি গোষ্ঠীর এই অভিযোগ অস্বীকার করে বিবৃতি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিবৃতি ফের এই গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্থার শেয়ারদর এক লাফে অনেকটাই বেড়েছে। যা সূচকের উত্থানে মদত দিয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে জিডিপি বৃদ্ধির হার কমে ৫.৪ শতাংশ হয়েছে। প্রত্যাশা ছিল এই হার ৬.৫ শতাংশ হতে পারে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের জিডিপি বৃদ্ধির হার গত দুই বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন হয়েছে। নজর থাকবে ঋণনীতি নির্ধারক কমিটির বৈঠকের ওপরও। ডিসেম্বরের গোড়ায় বৈঠকে বসবে এই কমিটি। জিডিপি বৃদ্ধির হার কমে যাওয়ায় সুদের হার কমানোর ঝুঁকি নিতে পারে রিজার্ভ ব্যাংক। যদি ঝুঁকি নিয়ে সুদের হার ০.২৫-০.৫০ শতাংশ কমানো হয় তবে ফের চাঙ্গা হয়ে উঠবে শেয়ার বাজার। সেই উত্থান গতি পাবে গাড়ি বিক্রির পরিসংখ্যান, মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের পরবর্তী পদক্ষেপ ইত্যাদি ইতিবাচক হলে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ইজরায়েল-ইরান সংঘাত কোন দিকে যায়, সেই বিষয়ও প্রভাব ফেলবে শেয়ার বাজারে। অন্যদিকে, সোনার দাম সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে অনেকটাই নেমে এসেছে। যা সোনায় লগ্নির সুযোগ এনেছে। আগামী দিনে ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে সোনার দাম। একই কথা প্রযোজ্য আরেক মূল্যবান ধাতু রুপোর ক্ষেত্রেও।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **আরসিএফ :** বর্তমান মূল্য-১৭৯.০৪, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৪৫/১১৮, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১৬০-১৭০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৮৭৭ টার্গেট-২৩০।

■ **ইলেক্ট্রো স্টিল :** বর্তমান মূল্য-১৫২.৫৭, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৩৭/১০৬, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১৪২-১৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৪৩১, টার্গেট-২১৫।

■ **পাওয়ার গ্রিড :** বর্তমান মূল্য-৩২৯.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৬৬/২০৯, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৩০৫-৩২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩০৬৩৬১, টার্গেট-৪১০।

■ **থার্মেক্স :** বর্তমান মূল্য-৪৫৯০.১০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৮৫/১৯২, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৪৩৮০-৪৫০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৪৬৯৩, টার্গেট-৬২৫০।

■ **গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স :** বর্তমান মূল্য-১৬৭৯.২৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৮৩৪/৬৭৩, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১৫৫০-১৬৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৯২৩৬, টার্গেট-২২৫০।

■ **আমারা রাজা ব্যাটারি :** বর্তমান মূল্য-১২৮০.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭৭৬/৭১৬, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১১৮০-১২৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৩৪৪০, টার্গেট-১৭০০।

■ **রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ :** বর্তমান মূল্য-১২৯২.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬০৯/১১৮৯, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১২০০-১২৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৭৪৮৬৫৩, টার্গেট-১৬৫০।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি কমে দাঁড়াল ৫.৪ শতাংশে

বোধিসত্ত্ব খান

মুনাফা কমার আশঙ্কায় বিভিন্ন কোম্পানিগুলি

প্রায় মাসখানেক ধরে পতনের পর নিফটি এবং সেনসেক্স কিছুটা রিলিফ র‍্যালি আসার পর বিনিয়োগকারীরা কিছুটা স্বস্তিতে ছিলেন। আদানি গ্রুপকে নিয়ে নতুন বিবাদের পর শেয়ার বাজারে নতুন করে দুশ্চিন্তা তৈরি হয়। যদিও হোয়াইট হাউস পরবর্তীকালে আশ্বস্ত করে যে, এই বিবাদ থেকে বেরিয়ে আশা সম্ভব।

র‍্যালি দীর্ঘায়িত হওয়ার আগেই আমেরিকাতে অক্টোবরে যে কনজামশান ডেটা প্রকাশিত হয়, তাতে দেখা যায় যে, মানুষ মনের সুখে এবং হাত খুলে খরচ করেছেন ও এর প্রভাবে মূল্যবৃদ্ধিও কিছুটা বৃদ্ধি পায়। এই তথ্য প্রকাশিত হওয়ার পরই ভারতের বিভিন্ন আইটি কোম্পানির শেয়ারদরে পতন আসতে থাকে। কারণ, হিসেবে ধারণা করা হয় যে, আমেরিকাতে মূল্যবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল ব্যাংক হয়তো বা এই বছর আর কোনও ইন্টারেস্ট রেট কাট করা বা কমানোর কথা ভাববে না। এমনটি হলে খুব স্বাভাবিকভাবেই তা বিভিন্ন ভারতীয় আইটি কোম্পানিগুলির রেভেনিউ এবং মুনাফার ওপর প্রভাব ফেলবে। সেখানকার গ্রাহকরা যে অর্ডার বৃদ্ধির কথা ভাবতেন তা হয়তো বা তারা পিছিয়ে দেবেন।

শুক্রবার অবশ্য নিফটি এবং সেনসেক্স নতুন করে র‍্যালি হয়। বিশেষত বৃদ্ধি আসে আদানি গ্রিন এনার্জি (২১.৭৭ শতাংশ), আদানি এনার্জি সলিউশন (১৩.৪৪ শতাংশ), এলআইসি ইন্ডিয়া (৫ শতাংশ), হাডকো (৪.৮০ শতাংশ), ভারতী এয়ারটেল (৪.২৮ শতাংশ) প্রভৃতি। যে কোম্পানিগুলিতে সবচেয়ে বেশি পতন আসে তার মধ্যে রয়েছে পুনাওয়ালা কর্প (-৪.৯০ শতাংশ), কোলগেট (-৩.৭১ শতাংশ), কেপিআইটি (-৩ শতাংশ), অয়েল ইন্ডিয়া (-২.৮০ শতাংশ) প্রভৃতি। যে কোম্পানিগুলি শুক্রবার তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছুঁয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ক্যাপলিন ল্যাবস, প্রাজ ইন্ডাস্ট্রিজ, লরাস ল্যাবস, ডিক্সন টেকনলজি, কেফিন টেকনলজি প্রভৃতি। যে কোম্পানির শেয়ারগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছোঁয় তার মধ্যে রয়েছে ক্রেডিট অ্যাক্সেস গ্রামীণ এবং ইন্টেলেক্ট ডিজাইন।

অনেকদিন ধরেই ক্রেডিট অ্যাক্সেস গ্রামীণ তাদের মাইক্রোফিন্যান্স পোর্টফোলিও নিয়ে সমস্যায় রয়েছে। অ্যাসেট কোয়ালিটি নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। যে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীরা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কতজন ঋণ ফেরত দিতে পারবেন তা নিয়েই সন্দেহ রয়েছে। ঠিক এই ধারণা করেই গোল্ডম্যান স্যাকস এই কোম্পানিটিকে ডাউনগ্রেড করেছে এবং সেল রেটিং দিয়ে রেখেছে। এই খবর বের হওয়ার পরেই ক্রেডিট অ্যাক্সেসে প্রায় ৮.৫ শতাংশ পতন এসেছে। এই নিয়ে ২০২৪-এ এই কোম্পানির শেয়ারদরে প্রায় ৩৫ শতাংশ পতন এসেছে। তবে ক্রেডিট অ্যাক্সেস নিয়ে যে কেবল খারাপ খবর আছে তেমনটি নয়। সিটি গ্রুপ এবং জার্মান ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন (ডিইজি) যথাক্রমে ১৭০ কোটি টাকা এবং ২৫ মিলিয়ন ইউরো ক্রেডিট অ্যাক্সেস গ্রামীণকে দিয়েছে কো ফিন্যান্সিং কোলাবোরেশনের অংশ হিসেবে। এর ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যেই যে বিভিন্ন কোম্পানির ব্যবসা সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা রয়েছে তা বোঝা যায়।

তবে শুক্রবার ভারতের শেয়ার বাজারের বৃদ্ধির মধ্যে একটি আশা ছিল যে, হয়তো বা ভারতের জিডিপি দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ৬.৩ শতাংশ থেকে ৬.৫ শতাংশের মধ্যে থাকবে। বাস্তবে তা মোটেই হয়নি। বিগত বছরের ৮.১ শতাংশের তুলনায় ভারতের জিডিপি কমে এসেছে ৫.৪ শতাংশতে। অন্যদিকে, জিভিএ (গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড) কমে এসেছে ৭.৭ শতাংশ থেকে ৫.৬ শতাংশতে। গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড মাসে একটি দেশের উৎপাদিত মোট পণ্য এবং পরিষেবার মোট মূল্য। আর জিডিপি হল জিভিএ-এর সঙ্গে বিভিন্ন পণ্য এবং পরিষেবার ওপর সংগৃহীত ট্যাক্স এবং তার থেকে যে সাবসিডি দেওয়া হয়েছে তা বাদ দেওয়া। জিডিপি বৃদ্ধি দু'ভাবে সম্ভব। প্রথমত, ট্যাক্স বৃদ্ধি করে এবং দ্বিতীয়ত, সাবসিডির পরিমাণ কমিয়ে। এই মুহূর্তে সরকার কতটা ট্যাক্স বৃদ্ধি করতে পারে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকবে। হয়তো বা সাবসিডির পরিমাণ কমতে পারে সামনের মাসগুলিতে। সরল ভাষায় বুঝতে গেলে একটি দেশের জিডিপি বৃদ্ধি মানে হল, তার ঘরে ইনকাম বৃদ্ধি হওয়া। কিন্তু জিডিপি কমা মানে হল, ইনকাম কমে যাওয়া।

বিভিন্ন কোম্পানির সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারের ফলাফল দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, কোম্পানিগুলির লাভ কমেই চলেছে। বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা কমছে, কারণ মধ্যবিত্তের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ নেই। শুক্রবার প্রকাশিত জিডিপি নম্বর হাতে আসার পরই বিভিন্ন মহলে এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে, এবার কি আরবিআই ইন্টারেস্ট কাট নিয়ে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করবে কি না। কারণ, ঋণে সুদের হার না কমলে, মানুষ নতুনভাবে ঋণ গ্রহণ করে গৃহ, গাড়ি বা এসি, ওয়াশিং মেশিন কিনবেন কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

চিত্র বিকৃতি
(১৯ নভেম্বর)

নারী সশক্তিকরণের প্রতীক হিসেবে শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের দেওয়ালে রংতুলিতে আঁকা বিভিন্ন ছবি বিকৃত করা হয়েছে। এনিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে শহরে।

গোলাপ সুবাস
(২১ নভেম্বর)

মহানন্দার পাড় হোক বা ইস্টার্ন বাইপাসের ধার, কটু গন্ধের বদলে সেখানে মিলতে পারে গোলাপ সহ নানা ফুলের সুবাস। এমনই ভাবনা নিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারেও
(২১ নভেম্বর)

ট্যাব কাণ্ডের মতো লক্ষ্মীর ভাণ্ডারেও সাইবার চোরেদের হানাদারির সন্দেহ। বেশকিছু উপভোক্তার টাকা নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টের বদলে অন্য অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে।

অন্য ভাবনা
(২৩ নভেম্বর)

হস্টেল নেই তাই অভিভাবকরা বিমুখ। সমস্যা মেটাতে কালচিনি ও মাদারিহাটে দুটি সরকারি ইংরেজিমাধ্যম ও একটি হিন্দিমাধ্যম স্কুলে হস্টেল চালুর ভাবনা প্রশাসনের।

ক্যালিফোর্নিয়াম কেলেঙ্কারি

রণজিৎ ঘোষ

কাকতালীয় যোগ। তৃণমূল কংগ্রেস মারণ রাসায়নিক আমদানি করছে বলে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করেছিলেন। তা নিয়ে হাসাহাসিও হয়েছিল। এবারে নকশালবাড়ি এবং মিরিক ব্লক সীমান্ত এলাকার বেলগাছি চা বাগানে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর বাড়ি থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক সন্দেহে একটি বস্তু উদ্ধার হতেই সবার চোখ কপালে। যেন মোবাইলের ওয়েব সিরিজের গল্প বাস্তবে মাটিতে নেমে এল।

ক্যালিফোর্নিয়াম। কোনও প্রাকৃতিক সম্পদ নয়। মানুষের তৈরি একটা ধাতব পদার্থ। যার সঙ্গে খুব বেশি পরিচয় আমাদের সাধারণ মানুষের থাকার কথা নয়, ছিলও না। কিন্তু নকশালবাড়ি এবং মিরিক ব্লক সীমান্ত এলাকার বেলগাছি চা বাগানের শ্রমিক লাইনের এক বাসিন্দা ক্যালিফোর্নিয়াম সন্দেহে একটি বস্তু সহ গ্রেপ্তার হতেই চক্ষু চড়কগাছ। এ তো যেমনতেমন বিস্ফোরক নয়, রীতিমতো পরমাণু বিস্ফোরণের জন্য প্রয়োজনীয় খুব স্পর্শকাতর একটি ধাতব পদার্থ। আন্তর্জাতিক বাজারে যার এক গ্রামের দাম প্রায় ১৭ কোটি টাকা। শুধু আকাশছোঁয়া দামই নয়, এর বিকিরণ শক্তি এতটাই যে, সঠিকভাবে সংরক্ষণ না হলে মানুষের প্রাণ পর্যন্ত নিয়ে নিতে পারে। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ সংলগ্ন চিকেন নেক শিলিগুড়ি অঞ্চলে এই ধাতব এবং ডিআরডিও নথি উদ্ধারের ঘটনায় দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। প্রসঙ্গত, ধৃত ব্যক্তির স্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিভিন্ন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রক সহ দেশের সুরক্ষা নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন এজেন্সি এসব নিয়ে কাজ করে। এক-একটি দেশে প্রতি বছর খুব বেশি হলে দুই-তিন গ্রাম ক্যালিফোর্নিয়াম তৈরি করে। কিন্তু সেটাও খুব সতর্কতার সঙ্গে এটা তৈরি করা থেকে সংরক্ষণ এবং ব্যবহার করতে হয়। এর ক্ষমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে এক প্রাক্তন সেনাকর্তা বলছিলেন, ক্যালিফোর্নিয়াম এমন একটি রেডিওঅ্যাক্টিভ যার এক গ্রাম টুকরোর সামনে একটি নতুন ব্যাটারি ভর্তি টর্চ জ্বালিয়ে রাখলেও কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এর বিকিরণ সেই টর্চের ব্যাটারির ক্ষমতা শুষে নেবে এবং সেই টর্চটি নিভে যাবে। আবার এটা মানব শরীরে ধারেকাছে এলেও এর বিকিরণ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অচল করে মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। হিরোসিমায় যে পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল সেখানেও এই ক্যালিফোর্নিয়ামের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছিল। যার প্রভাবে সেখানে কয়েক দশক পরেও মানুষ শারীরিক সমস্যা নিয়ে জন্মগ্রহণ করছে। অর্থাৎ সেখানে ক্যালিফোর্নিয়ামের বিকিরণ এখনও রয়েছে এটা প্রমাণিত। কিন্তু কী এই ক্যালিফোর্নিয়াম? যা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে এত হইচই হচ্ছে। সেনা সূত্রের খবর, এটি মানুষের তৈরি একটি ধাতব পদার্থ। গবেষণাগারে কিউরিয়াম এবং আলফারের মিশ্রণে এটি তৈরি হয়। এই ধাতব পদার্থটি এতটাই শক্তিশালী যে এর সংরক্ষণের জন্য বিশেষ প্রকার কনটেনার তৈরি করতে হয়। সাধারণ মানুষের হাতে কোনওভাবেই এই তেজস্ক্রিয় পদার্থ আসার কথা নয়।

শিলিগুড়িতেও ক্যালিফোর্নিয়াম সন্দেহে একটি বস্তুর উপস্থিতি নিয়ে এখন দেশজুড়ে চর্চা শুরু হয়েছে। নকশালবাড়ি এবং মিরিক সীমান্তের বেলগাছি চা বাগানের শ্রমিক মহল্লার বাসিন্দা ফ্রান্সিস এক্কার বাড়িতে ক্রেতা সেজে হানা দিয়ে ভারতীয় সেনা, ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ) এবং দার্জিলিং পুলিশের যৌথ দল প্রতিরক্ষামন্ত্রকের অধীনস্থ ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির (ডিআরডিও) প্রচুর নথিপত্র এবং ক্যালিফোর্নিয়াম ভরা কনটেনার বাজেয়াপ্ত করেছে। ফ্রান্সিসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিই শুধু নয়, গোটা দেশজুড়ে আলোড়ন ছড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রক থেকে শুরু করে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) সহ অন্য জাতীয় গোয়েন্দা এবং সুরক্ষা এজেন্সিগুলিও এই নিয়ে খোঁজখবর শুরু করেছে।

প্রশ্ন উঠছে, একটা প্রান্তিক এলাকার চা বাগানে ক্যালিফোর্নিয়ামের মতো রেডিওঅ্যাক্টিভ কীভাবে এল? রেডিওঅ্যাক্টিভটি আদৌ আসল কি না সেটা পরীক্ষার জন্য নিশ্চই পরীক্ষাগারে পাঠানো হবে। কিন্তু যেভাবে আসল রেডিওঅ্যাক্টিভগুলি সংরক্ষিত হয়, সেনা এবং পুলিশ যৌথ অভিযানে ফ্রান্সিসের বাড়ি থেকে ঠিক একইরকম কনটেনার উদ্ধার করেছে। ফলে এই ঘটনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে দেশের সুরক্ষা এজেন্সিগুলি। সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কর্পের এক কর্তার কথায়, 'উদ্ধার হওয়া ক্যালিফোর্নিয়াম এবং ডিআরডিও'র নথি আসল হোক বা নকল, একটা পাচারচক্র যে এই অঞ্চলে সক্রিয় সেটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই ফ্রান্সিসের মতো লিংকম্যানরা এসব একজনের কাছ থেকে অন্যজনের হাতে তুলে দিয়ে মোটা টাকা কমিশন পেত। ফলে এর পিছনে শুধু এদেশই নয়, আন্তর্জাতিক কোনও চক্রের যোগ থাকতে পারে।'

কাটা যায় ব্লেডেই

রুপোলি-সাদা এই ধাতু ঘরের তাপমাত্রায় বাতাসের সংস্পর্শে ধীরে ধীরে জারিত হয়। মজার বিষয় বলতে এটি এতটাই নমনীয় যে সাধারণ দাড়ি কাটার ব্লেড দিয়ে একে কাটা যায়। এর স্পেকট্রাম সুপারনোভায় শনাক্ত করা হয়েছে। দাম প্রতি গ্রাম প্রায় ১৭ কোটি টাকা। বিজ্ঞানভিত্তিক নানা গবেষণায় এর গুরুত্ব অনেকটাই।

পাঁকে পড়াশোনা

রাহুল দেব

কিছুদিন ধরে খবরের শিরোনামে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়। কখনও ক্যাগের রিপোর্টে কয়েক কোটি টাকার অসংগতি, আবার কখনও অশিক্ষক কর্মচারীদের আন্দোলনে কাজকর্ম স্তব্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা লাটে ওঠায় ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন।

কবি শুভ দাশগুপ্ত লিখেছেন 'হেই রাজা তুই ল্যাংটো এটা বলতে চায় না লোক/যে বলে তার নাম রটে যায় আস্ত আহাম্মক।' রাজার এভাবে এই নগ্ন হয়ে থাকার বিষয়টি সবার সামনে তুলে ধরেছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সালটা ২০২০। একদিন পরপর খবরের শিরোনামে উত্তর দিনাজপুর জেলার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়। কখনও বেআইনি কাজের প্রতিবাদ করায় অধ্যাপককে ছুটিতে পাঠানো, আবার কখনও সেই অধ্যাপকের পাশে দাঁড়িয়ে আওয়াজ তোলায় অপর অধ্যাপককে কারণ দর্শানোর চিঠি। আবার কখনও বা খোদ তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের কাছে গিয়ে অধ্যাপকদের একাংশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম বা দুর্নীতি নিয়ে সরব হওয়া। এরকম রকমারি ঘটনা ঘটেছে ২০২০ সালে। আর এই বিষয়গুলো সংবাদপত্রে প্রকাশিত করায় উত্তরবঙ্গ সংবাদের সাংবাদিকদের ধরে ধরে আইনি নোটিশ দিতে সিদ্ধহস্ত ছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

কয়েক মাস আগে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সংস্থা 'ক্যাগ' রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে অডিট করে গিয়েছিল। সম্প্রতি ক্যাগের সেই রিপোর্ট সামনে আসায় চক্ষু চড়কগাছ সকলের। কোটি কোটি টাকার কাজ, বৈদ্যুতিক সামগ্রী, কম্পিউটার, চার চাকা ইত্যাদি কেনা হয়েছিল কোনওরকম টেন্ডার ছাড়াই! ক্যাগের রিপোর্ট ইস্যুতে মুখে কার্যত কুলুপ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। তৎকালীন উপাচার্য অনিল ভুঁইমালি যদিও 'ভুল-ত্রুটি'-র সমস্ত দায়ভার রেজিস্ট্রার ও ফিন্যান্স অফিসারের ঘাড়ে চাপিয়ে দায়মুক্ত হয়েছেন। তৎকালীন রেজিস্ট্রার পঙ্কজ কুণ্ডু আবার সমস্ত কিছুর দায় তৎকালীন উপাচার্য ও ফিন্যান্স অফিসারের ওপর চাপিয়ে চাপমুক্ত হয়েছেন। তৎকালীন ফিন্যান্স অফিসার সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আবার উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অনুমতি নিয়েই কম্পিউটার ও আসবাবপত্র কেনার কথা জানিয়েছিলেন।

তাহলে কি বিরোধীদের অভিযোগ সত্যি? রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় (চাকরি চুরির অভিযোগে যিনি এখন বিচার বিভাগীয় হেপাজতে) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিল ভুঁইমালির কাছেই পিএইচডি করেছিলেন। তাই কেউ প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম নিয়ে বলতে গেলে অনিলবাবু বুকপকেট থেকে কলম বের করে 'এটা শিক্ষামন্ত্রীর দেওয়া উপহার' বলে তাঁকে চুপ করিয়ে দিতেন, এমনটাই বক্তব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের একাংশের। অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক বিভাগে সহকারী-সহযোগী-অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রেও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো একাধিকবার অভিযোগ এনেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির বিরুদ্ধে পথে নেমে জোরদার আন্দোলন করেছিলেন খোদ তৎকালীন সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরীও।

অন্যদিকে, বর্তমান রাজ্যপাল মনোনীত অস্থায়ী উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বসেছেন প্রতিষ্ঠানের অশিক্ষক কর্মীরা। ফলে বিভিন্ন ধরনের কাজ ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়েরই অন্দরে। মূলত রাজ্যের শাসকদলের শাখা সংগঠনের জেলা সভাপতি যিনি রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে অশিক্ষক কর্মী হিসেবে কর্মরত, তাঁকে সাসপেন্ড করেছেন রাজ্যপাল মনোনীত বর্তমান উপাচার্য। এই সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবিতেই আন্দোলন তাঁদের।

এখন প্রশ্ন হল, এসবের শেষ কোথায়! শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে পরিচিত। সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই যদি জনগণের করের টাকা লুটপাট (ক্যাগের রিপোর্ট অনুযায়ী) হয়, প্রতিদিন কাজকর্ম ব্যাহত করে আন্দোলন হয় তাহলে কীভাবে সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এগিয়ে যাবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে এমনিতেই অর্ধেক আসন ফাঁকা বলে সূত্রের খবর। তার ওপর ক্যাগের এই ধরনের রিপোর্ট এবং প্রতিষ্ঠানে রোজ আন্দোলনের ফলে শিক্ষা মহলের কাছে ভুল বার্তা যাচ্ছে বলেই মনে হয়।

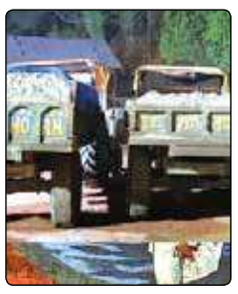

অফিসারদের মার
(২৫ নভেম্বর)

বালি পাচারকারীদের হাতে প্রহৃত হলেন ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। বালুরঘাটের বোয়ালদারে রাজাপুর এলাকার ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা।

দুর্ভাগা বটে
(২৭ নভেম্বর)

মন্দিরে সিসিটিভি থাকায় নিজেকে চাদরে মুড়ে চুরি করতে গিয়েছিল চোর। কিন্তু চাদর সরে যাওয়ায় ধরা পড়তে হল। দিনহাটার এক কালী মন্দিরের ঘটনা।

কর-এ অনীহা
(২৭ নভেম্বর)

এলাকায় বহুদিন হল পানীয় জল পরিষেবা চালু নেই। একারণে ময়নাগুড়ি পুরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা পুরকর দিতে চাইছেন না।

সুপথে ফেরা
(২৯ নভেম্বর)

ছিলেন চোলাই বিক্রেতা। নিজের ভুল বুঝতে পেরে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গলঘেরা বনবস্তির দরিদ্র তরুণ মহেশ রাভা এখন ছোটদের পড়াতে চান।

কর হাপিস
(২৯ নভেম্বর)

ভুটানে ব্যবসা দেখিয়ে ১৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ইনপুট ট্যাক্স গায়েব। জয়গাঁর ব্যবসায়ী ধৃত। জয়গাঁর পাশাপাশি ধূপগুড়ি ও শিলিগুড়ির ব্যবসায়ীদের জড়িত থাকার প্রমাণ।

নাব্যতা বৃদ্ধিতে
(২৯ নভেম্বর)

জলপাইগুড়ি শহরকে ভালোভাবে রাখতে করলা নদীর ড্রেজিংয়ের জন্য সেচ দপ্তর পরিকল্পনা করেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সামনে থেকে মোহনা পর্যন্ত ১৫ কিমি ড্রেজিং করা হবে।

সবার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে

অসীম দত্ত

দিনকয়েক আগের কথা। পাচারকারীদের হাত থেকে অসুস্থ এক শিশুকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। তার শরীরের অবস্থা তখন খুবই খারাপ। কী হবে কী হবে ভেবে যখন সবার মাথা খারাপ, হাসপাতালে ভর্তি থাকা প্রসূতিরাই তখন মুশকিল আসানের ভূমিকায়।

আসল মায়ের হদিস নেই। তবে মায়ের অভাবও নেই। শিশু বিভাগে থাকা প্রসূতিরাই যেন যশোদা, দেবকীর ভূমিকায়। যদিও বিহার থেকে হাতবদল হয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে আসা সেই শিশুর সংকট এখনও কাটেনি। গভীর চিন্তায় শিশু বিভাগের নার্স থেকে শুরু করে চিকিৎসকরা। যশোদা, দেবকীর ভূমিকায় শিশু বিভাগেই সংকটাপন্ন ওই শিশুকে বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সংগীতা রায়, পূর্ণিমা ওরাওঁ, রেণু রবিদাসের মতো প্রসূতিরা। নিজের সন্তানদের পাশাপাশি অবিভাবকহীন ওই অনাথ শিশুটিকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব এখন এই মায়েদের কাঁধেই।

অবহেলা, অনাদর, অযত্ন, অপুষ্টিতে ভুগতে থাকা সেই শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখাই এখন চ্যালেঞ্জ গোটা হাসপাতালের কর্মীদের কাছে। বিহার থেকে পাচারকারী গ্যাংয়ের খপ্পরে পড়া আলিপুরদুয়ার হাসপাতালে চলে আসা ওই শিশুর পর্যবেক্ষণে শুধু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই নয়, শিশুটির বিশেষ দেখভাল, নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ, আলিপুরদুয়ার থানা এবং সিডব্লিউসি কর্তৃপক্ষ।

চলতি মাসের ১৫ তারিখ এক দম্পতি মাত্র ছয়দিনের এক অসুস্থ শিশুকে সংকটাপন্ন অবস্থায় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে এনে ভর্তি করে। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় ধরা পড়ে ওই দম্পতি শিশুর আসল বাবা-মা নয়। জানা যায় শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা ওই দম্পতি বিহারের মধুবনি জেলার নারায়ণগঞ্জ থেকে তাকে নিয়ে এসেছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দম্পতি ও শিশুর নথিপত্র দেখেই সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়। এরপরে হাসপাতাল সুপার পরিতোষ মণ্ডল এবং অন্য আধিকারিকদের চাপে নকল বাবা-মা স্বীকার করে বিহার থেকে তারা ওই শিশুকে টাকার বিনিময়ে নিয়ে এসেছে। এরপরই ১৬ তারিখ ওই দম্পতির বিরুদ্ধে হাসপাতাল সুপার আলিপুরদুয়ার থানা ও সিডব্লিউসির কাছে শিশু চুরির লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ পেয়েই নড়েচড়ে বসে সিডব্লিউসি এবং আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। খোঁজ শুরু হয় শিশুর নকল বাবা-মায়ের।

সেই থেকেই আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের এসএনসিইউ ওই শিশুর স্থায়ী ঠিকানা। সেখানেই এখনও রয়েছে বিহার থেকে নিয়ে আসা ওই শিশুটি। মাত্র ছয়দিনের সেই শিশুর পোলিও কার্ডে জন্মের সময় ওজন লেখা রয়েছে ২ কেজি ৬০০ গ্রাম। অথচ ছয়দিনের ওই শিশুটিকে নকল বাবা-মা যখন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে এনে ভর্তি করে তখন ওই শিশুর ওজন ছিল মাত্র ১ কেজি ৪০০ গ্রাম। বর্তমানে ওই শিশুর ওজন কিছুটা বেড়েছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের অতিরিক্ত সুপার গৌরব ভট্টাচার্য। সুপার নিজে দায়িত্ব নিয়ে ওই শিশুর দেখাশোনা করছেন। এছাড়াও শিশু বিভাগের ইনচার্জ চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সুনীল পান্না সবসময় ওই শিশুর বিশেষ নজর রাখছেন।

বেশ কয়েক বছর আগেও আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে এমনই এক অসুস্থ অনাথ শিশুকে বাঁচিয়ে তোলার উদাহরণ রয়েছে। বছর দেড়েক সেই শিশু হাসপাতালেই লালনপালন হয়েছে। ঘটা করে সেই শিশুর মুখেভাত-অন্নপ্রাশনও করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, পুলিশ, সিডব্লিউসি। এমনকি সেই শিশুর জন্মদিনও পালন হয়েছে জেলা হাসপাতালের শিশু বিভাগে।

তবে সেই শিশুটিকে যেদিন এক নিঃসন্তান দম্পতি আইন মোতাবেক নিজের সন্তান করে নিলেন সেদিন সেই শিশুর মায়ায় কান্নার রোল ওঠে গোটা হাসপাতালে।

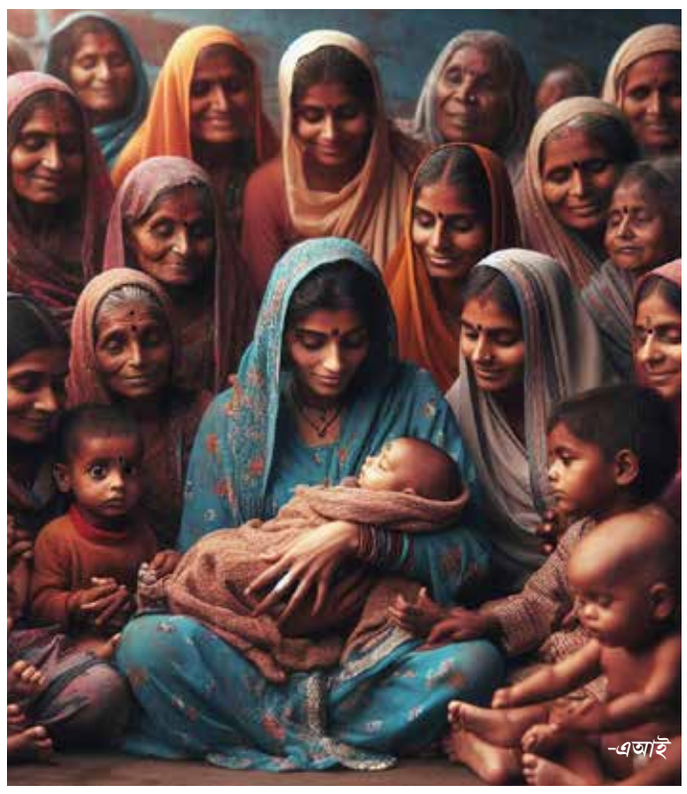

-এআই

স্মৃতিচারণায় আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সুমন কাঞ্জিলাল, 'আজও আমার সে দিনের কথা মনে আছে। হাসপাতালের এই মানবিকতা এই আবেগ কখনোই ভোলার নয়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি এই শিশুটিও যাতে সঠিক ঠিকানায় পৌঁছে যায়।' গোটা বিষয়টির মধুরেণ সমাপ্তির চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী।

অন্য ধরনের এক রূপকথা লেখা চলছে।

কেরলে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন মুর্শিদাবাদের তরুণের

তিরুবনন্তপুরম, ৩০ নভেম্বর : স্ত্রীকে কাটারি দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগে কেরলে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের এক বাসিন্দাকে। ধৃতের নাম শিববাহাদুর ছেত্রী। শনিবার সকালে কেরলের এর্নাকুলম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই দম্পতির বসবাস পালাকাট্টুথাজমের ভাই কলোনিতে। শনিবার সকালে স্ত্রী মামণি ছেত্রীর (৩৯) সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধে শিববাহাদুরের। সেই সময়ে তিনি স্ত্রীর শরীরে কাটারি দিয়ে কোপ বসিয়ে দেন বলে অভিযোগ। ঘটনার পর দ্রুত ওই মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় তাঁর। কী কারণে তাঁকে খুন করা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে এর্নাকুলাম গ্রামীণ পুলিশ। তবে প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের সন্দেহের জেরে স্ত্রীকে খুন করে থাকতে পারেন শিববাহাদুর।

খুনের ঘটনার তদন্তে এর্নাকুলাম (গ্রামীণ)-এর পুলিশ সুপার বৈভব সাক্সেনার নেতৃত্বে একটি তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। অভিযুক্ত শিববাহাদুরকে ইতিমধ্যে জেরা শুরু করেছে পুলিশ। কী কারণে তিনি এই ঘটনা ঘটালেন, তা জানার চেষ্টা চলছে। নিহত মহিলার দেহও ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

পাওনা চাইতে গিয়ে 'নিগ্রহ'

কালিয়াচক, ৩০ নভেম্বর : পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে এক মহিলাকে মারধর করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃতকে শনিবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতের নাম মনোতোষ বসাক (৪৩)। তাঁর বাড়ি কালিয়াচকের করারি চাঁদপুর এলাকায়। কল্পনা চৌধুরী নামে এক প্রতিবেশী মহিলা মনোতোষ বসাকের কাছে পাওনা পাঁচ হাজার টাকা চাইতে যান। অভিযোগ, টাকা না দিয়ে মনোতোষ বসাক ওই মহিলার সঙ্গে ঝামেলা শুরু করেন। এমনকি, ওই মহিলাকে বেধড়ক মারধর করেন। শনিবার সকালে কল্পনা চৌধুরী কালিয়াচক থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে মনোতোষ বসাককে গ্রেপ্তার করে কালিয়াচক থানার পুলিশ। কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরী জানান, 'মহিলাকে মারধর করার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।'

অভিযোগ আটদিন পরে

পতিরাম, ৩০ নভেম্বর : পতিরাম থানায় আট দিন আগে ঘটে যাওয়া মারপিটের ঘটনায় শনিবার অভিযোগ দায়ের করলেন স্থানীয় শিবু মাহাতো। অভিযোগ, ২১ নভেম্বর ঠাকুরপুরার একটি ইটভাটায় কাজ শেষে বাড়ি ফেরার সময় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে রাজু রাউত ও মালতী রাউত। অভিযোগ, শিবুবাবুর ছেলে দেবব্রত মাহাতো এর প্রতিবাদ করলে তাকে প্রচণ্ড মারধর করেন ওই দুইজন ও আরও একজন অভিযুক্ত। মারধরের পর দেবব্রতকে বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার পর পরিবারের তরফে পতিরাম থানায় অভিযোগ জানানো হয়ন। তবে আটদিন পর পুলিশে অভিযোগ জমা পড়ে। পতিরাম থানার পুলিশ এখন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শুয়োর ও মুরগির ছানা বিলি

কুমারগঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : কুমারগঞ্জ প্রাণীসম্পদ বিভাগের উদ্যোগে এবং কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় বাটুলপাড়ার পাঁচ আদিবাসী পরিবারের হাতে দুটি করে মোট দশটি শুয়োরের ছানা তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায় এবং কুমারগঞ্জের বিএলডিও ডাঃ তৌফিক আহমেদ প্রমুখ।

পাশাপাশি নাজিরপুর পঞ্চায়েতের পাইকপাড়া হাটখোলায় আজ বালুরঘাট ব্লক প্রাণীসম্পদ বিভাগের উদ্যোগে প্রায় ২২০ জন উপভোক্তার মধ্যে ২২০০ মুরগির ছানা বিলি করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাণীসম্পদ বিভাগের কর্মীরা এবং বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি চন্দনা বর্মন।

স্কুলের সভা

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : শনিবার দুপুরে রায়গঞ্জের উদয়পুর বালিকা বিদ্যায়তনে অনুষ্ঠিত হল আসন্ন রায়গঞ্জ মহকুমার স্কুলগুলির বার্ষিক শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি সভা। সভায় প্রতিযোগিতার বাজেট, তারিখ এবং বিভিন্ন উপসমিতি গঠন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন স্কুলের খেলাধুলার শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল ...। *শনিবার গঙ্গারামপুরে ছবিটি তুলেছেন বিক্রম যাদব।*

উত্তাল বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতা

মন খারাপ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারের

শিবশংকর সূত্রধর ও প্রসেনজিৎ সাহা

কোচবিহার ও দিনহাটা, ৩০ নভেম্বর : নানা ঘটনায় অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বাংলাদেশ এখন উত্তাল। বাংলাদেশের এই অস্থিরতায় বারবার সেদেশের মৌলবাদীরা ভারতের দিকে আঙুল তুলছে। বাংলাদেশে ক্রমে ভারত বিরোধিতার সুর জোরালো হচ্ছে। যে দেশ স্বাধীন করার জন্য ভারতের অনেক যোদ্ধা রক্ত দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনে যোগ দিয়ে অনেকে প্রাণ হারান। সেই বাংলাদেশের ভারত বিরোধিতায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারগুলি কষ্ট পাচ্ছেন।

এরকমই এক পরিবার দিনহাটার এক্সচেঞ্জ মোড়ের দাস পরিবার। পরিবারের কর্তা শুভাশিস দাসের বাবা যোগেশচন্দ্র দাস স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। বাংলাদেশের ঘটনায় শুভাশিসের মন ভারাক্রান্ত। তাঁর কথায়, 'বাংলাদেশের কয়েকজন মানুষ কীভাবে তাঁদের দেশ স্বাধীনতায় ভারতীয়দের অবদান ভুলে যেতে পারেন, সেটা ভেবে অবাক হই। আমার মনে হয় ভারত সরকারের এবিষয়ে কড়া অবস্থান নেওয়া প্রয়োজন।' পূর্ব পাকিস্তানের গাইবান্দা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দি হয়ে যোগেশচন্দ্র দাস সাত বছর জেলবন্দি জীবন কাটিয়েছেন। ১৯৩৯ সালে গাইবান্দা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে প্রথমে রংপুর জেল, এরপর দমদম সেন্ট্রাল জেল ও পরে আন্দামান জেলে বদলি করা হয়। সেখানে আড়াই বছর তিনি বন্দি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনায় বন্দি গণেশ ঘোষও ছিলেন। শুভাশিসের কথায়, 'পূর্ব পাকিস্তানে যখন আয়ুব সরকার ছিল তখনও আমাদের গাইবান্দার বাড়িতে দুর্গাপুজো হত। হাসিনা সরকারের আমলে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু সেটা বর্তমান সময়ের থেকে অনেকটা কম। এখন যেভাবে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ ও ভারত বিদ্বেষী মনোভাব ছড়িয়ে পড়ছে তা খুব পীড়া দেয়।'

কোচবিহারের গুহ পরিবারের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনের যোগ রয়েছে। ১৯৩৩ সালে রংপুর অস্ত্র মামলায় পূর্ণেন্দুশেখর গুহর জেল হয়। তিনি ১২ বছর জেল খেটেছেন। ১৯৩৬ সালের মে মাসে আন্দামান সেলুলার জেলে তাঁকে পাঠানো হয়। ১৯৩৮ সালে তাঁকে কলকাতার আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়। ১৯৪৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে রংপুরে ফিরে যান। দেশভাগের পর তিনি রংপুর ছেড়ে চলে আসেন। অসমে কর্মরত অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি যোদ্ধাদের সহযোগিতা করতেন বলে তাঁর পরিবারের দাবি। সেই স্বাধীনতা সংগ্রামীর ছেলেমেয়েরা বর্তমানে কোচবিহারে থাকেন। কোচবিহারের সারদা দেবী রোডের বাড়িতে বসে পূর্ণেন্দুশেখর গুহর ছেলে অলোককুমার গুহ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দেন। অলোকের বক্তব্য, 'অসৎ মানুষের হাতে দেশের দায়িত্ব পড়লে কী

শুভাশিস দাস ও তাঁর স্ত্রী উমা দাস। - জয়দেব দাস

অবস্থা হতে পারে তা বাংলাদেশকে দেখে বোঝা যাচ্ছে। দেশটা এখন মৌলবাদীদের হাতে চলে গিয়েছে। যাঁদের জন্য নিজের দেশের জন্ম। তাঁদের উপর বিদ্বেষী মনোভাব কখনই কাম্য নয়। বাংলাদেশ আসলে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছে। যার ফল সংখ্যালঘুদের ভোগ করতে হচ্ছে। বাংলাদেশে দ্রুত গণতান্ত্রিকভাবে সরকার গঠন করা উচিত।' শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ব্যবসা থেকে শুরু করে অনেক কিছুর জন্য বাংলাদেশকে ভারতের উপর নির্ভর করতে হয়। বাংলাদেশে অস্থিরতার জেরে সেখানে তার প্রভাব পড়ছে। নিজের পায়ে কুড়ুল না মেরে, বাংলাদেশ কবে শোধরাবে। সেদিকে এখন সবাই তাকিয়ে রয়েছেন।

লটারির জাল টিকিট বিক্রি, ধৃত প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৩০ নভেম্বর : লটারির জাল টিকিট বিক্রির ব্যবসা ফেঁদে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন এক নম্বর আকচা পঞ্চায়েতের বিজেপির প্রাক্তন সদস্য। গ্রেপ্তারের পরে পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে। আপাতত ওই স্থানীয় বিজেপি নেতার ঠাঁই হয়েছে শ্রীঘরে। বিরোধী দলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যের জাল লটারির টিকিট বিক্রি করতে গিয়ে গ্রেপ্তারের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়।

জাল লটারি বন্ধ করতে পুলিশের বিশেষ অভিযানে শুক্রবার কুশমণ্ডিতে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছেন আইসি তরুণ সাহা। পুলিশি অভিযানে ধৃতদের মধ্যে আছেন গণকাহারপাড়ার জিতেন্দ্রনাথ ভৌমিক এবং বিনাকপাড়ার দেবাশিস দত্ত। গতকাল ওই দুজনকে জাল লটারির টিকিট বিক্রি করবার সময় হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে কুশমণ্ডি থানার পুলিশ। দেবাশিস দত্ত গত পঞ্চায়েত ভোটে নির্বাচিত হয়ে বিজেপির হাসপাতালপাড়া সংসদের পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে পাঁচ বছর দায়িত্বে ছিলেন।

ঘটনাক্রম

- জাল লটারি বন্ধ করতে পুলিশি অভিযানে কুশমণ্ডিতে দুই জনকে গ্রেপ্তার করা হয়
- ধৃতরা হল গণকাহারপাড়ার জিতেন্দ্রনাথ ভৌমিক এবং বিনাকপাড়ার দেবাশিস দত্ত
- দেবাশিস দত্ত গত পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপির সদস্য হিসেবে পাঁচ বছর দায়িত্বে ছিল

আপাতত দলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত না থাকলেও সাধারণ কর্মী হিসেবে বিজেপির নানা দলীয় কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। দেবাশিস দত্তর গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে বিজেপির মণ্ডল সদস্যরা কেউ মুখ খুলতে চাননি। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক তাপস রায় বলেন, 'এমন নামের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।' ধৃত দুইজনের আইনজীবী অজিতকুমার সরকার জানিয়েছেন, আদালত তাঁদের ৬ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহার কড়া হুঁশিয়ারি, 'জাল লটারির টিকিট বিক্রি করলে ছাড়া হবে না কারওকেই।' লটারির টিকিট বিক্রেতা সম্পদ সরকার জানিয়েছেন, 'কুশমণ্ডি, মহিপাল, রামপুর, মঙ্গলপুর, ঊষাহরণ, সদার মোড়, দেহাবন্দ, আমিনপুর, জামবাড়ি সহ একাধিক স্থানে শতাধিক মানুষ এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। লটারি বিক্রি করে তেমন আর লাভ হয় না। তাই অনেকেই জাল লটারির টিকিট বিক্রির ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন।' তাঁর পরামর্শ, পুলিশের উচিত সবসময় নজরদারি বাড়ানো।

বাংলাদেশে ধৃত আরও এক

প্রথম পাতার পর

জঙ্গি গোষ্ঠী আইসিসের পতাকা হাতে মিছিল করতে দেখা যায় বহু মানুষকে। মিছিলকারীরা বাংলাদেশি জঙ্গি গোষ্ঠী হিজবুল তাহেরীর সদস্য বলে জানা গিয়েছে। আওয়ামি লিগ সরকারের আমলে এই গোষ্ঠীটিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। হাসিনা সরকারের পতনের পর ফের মাথাচাড়া দিয়েছে তারা। হিজবুল তাহেরীর নেতা মাহফুজ আলম অন্তর্বর্তী সরকারে উপদেষ্টা হয়েছেন। বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশে হিন্দু নিগ্রহ নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠলেও ইউনূস প্রশাসনের কর্তারা যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। অশান্তির জন্য ইসকন ও ভারতের দিকে আঙুল তুলছেন তাঁরা। রাষ্ট্রসংঘের সংখ্যালঘু সম্মেলন থেকে ঢাকা সর্বত্র একই ছবি।

প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম, উপদেষ্টা সার্জিস আলম থেকে শুরু করে বিএনপি নেতা মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগির সকলেই একবাক্যে হিন্দু নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ভারতে সংখ্যালঘু নির্যাতনের পালটা অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। একধাপ এগিয়ে ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবি করেছে সার্জিস। তাঁর সাফ কথা, 'আমরা চাই, এই রকম উগ্রবাদী যে সংগঠন রয়েছে, যারা ধর্মকে ব্যবহার করে মানুষের ভিতর সাম্প্রদায়িক সংঘাত ঘটাতে চায় এবং দেশে একটি অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করে, সেই সব উগ্রবাদী সংগঠনকে যেন নিষিদ্ধ করা হয়।'

শুক্রবার সুইৎজারল্যান্ডের জেনিভায় আয়োজিত ওই সম্মেলনে রাষ্ট্রসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি তারেক মহম্মদ আরিফুল ইসলাম দাবি করেন, আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের যেসব খবর প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলি ভুয়ো। পত্রপাঠ তারেকের বক্তব্য খারিজ করে দেন আন্তর্জাতিক সংগঠন আইসিএসএফের প্রতিনিধি রায়হান রশিদ। তিনি জানান, তারেক যখন বক্তব্য রাখছেন সেই সময়ও বাংলাদেশে হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছেন। চট্টগ্রামে হিন্দুদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে মৌলবাদীরা। রায়হান বলেন, 'সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে হিন্দুদের ওপর হামলা হচ্ছে। আমি ওই এলাকায় বড় হয়েছি। সেখানকার অবস্থা খুব ভালো করে জানি।' মহম্মদ ইউনূস ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ডুবে মৃত্যু মহিলার

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : রহস্যজনকভাবে এক মহিলার জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল রায়গঞ্জের একর গ্রামে। ঘটনার তদন্তে পুলিশ। শনিবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলের মর্গে পাঠানো হয়। মৃত মহিলার নাম কল্পনা টুডু (৪২)। বাড়ি রায়গঞ্জের একর গ্রামে।

পরিবারের দাবি শুক্রবার রাতে সবাই ঘুমাতে গিয়েছিলেন। সকালে বাড়ি লাগোয়া পুকুরে কল্পনা টুডুর দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। কীভাবে আর কখন ওই মহিলা জলে ডুবে গেলেন তা বুঝতে পারছে না কেউ।

কমিটি গঠন

বুনিয়াদপুর, ৩০ নভেম্বর : বুনিয়াদপুরের দুটি উচ্চবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির নতুন সভাপতি মনোনীত হলেন। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বংশীহারী উচ্চবিদ্যালয়ের সভাপতি সুদীপ মণ্ডল ও বংশীহারী বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ দাসকে করা হয়েছে। পরে বাকিদের নিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হবে।

সাধারণ সভা

রায়গঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল উত্তর দিনাজপুর জেলা কাউন্সিল ফর স্কুল স্পোর্টস অ্যান্ড গেমসের বার্ষিক সাধারণ সভা। উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সেমিনার হলের এই সভায় সারাবছরের প্রতিবেদন এবং আয়- ব্যয়ের হিসাব পেশ করা হয় বলে জানালেন সংস্থার সম্পাদক অসিত বরণ গায়েন।

শহিদ দিবসের

প্রথম পাতার পর

বাড়িতে দিন কাটে ক্ষুদিরামের। বাড়ির উঠোনে বসেই তাঁর স্মৃতিচারণা, 'পাক হানাদারদের হাত থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে বাঁচাতে ভারত যুদ্ধ শুরু করল। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে আশ্রয় দিল ভারত। কোনও জাতপাত দেখা হয়নি। সেই যুদ্ধে ভারতীয় সেনাকে সাহায্য করছিলাম। ধরন্দা থেকে ফেরার সময় পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদারদের পোঁতা মাইনে পা উড়ে গেল। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল। সেই অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানকে হারিয়ে ভারতের জয়ের কথা শুনে শান্তি পেয়েছিলাম। তারপরেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন হল। কিন্তু যার জন্য বাংলাদেশ পেল, তাঁর প্রতিই অকৃতজ্ঞ হয়ে গেল বর্তমান প্রজন্ম। এত হানাহানি, হিন্দুদের উপর অত্যাচার, এত ভারত বিদ্বেষ যে কখনও হবে তা কল্পনাও করিনি। এসব ব্যথা দিচ্ছে। ভারতের সেদিনের লড়াই ও ত্যাগ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেল।'

১৯৭১ সালে ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানের যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ছিল হিলি। ২২ নভেম্বর থেকে যুদ্ধ শুরু হয়। ১২ ডিসেম্বর চারশোর বেশি ভারতীয় সেনা পশ্চিম পাকিস্তানের সেনার অতর্কিত হামলায় শহিদ হন। ১৬ ডিসেম্বর ভারত অফিশিয়ালি বিজয় ঘোষণা করলেও হিলিতে তখনও যুদ্ধ জারি ছিল। অবশেষে ১৮ ডিসেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদের পর্যুদস্ত করে হিলির দখল নেয় ভারতীয় সেনারা। ওই যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সাহায্য করেছিলেন হিলির বাসিন্দারা। সেই স্মৃতি আঁকড়ে আপাতত দীর্ঘশ্বাসই সম্বল ক্ষুদিরাম নাহার।

'ঘুষ' চেয়ে বিপাকে এসআই

প্রথম পাতার পর

সরকার বলেন, 'আমার সামনেই আমার মক্কেলকে ওই পুলিশ অফিসার বলেন, ঘুষের টাকা না দিলে জেলে পুরে দেবেন। আমি প্রতিবাদ করলে তিনি আমার সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন। বিষয়টি আমি পুলিশ সুপারকে জানাব।'

অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার রণজিৎ রায়ের বক্তব্য, 'আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা ঠিক নয়। আমি অভিযুক্ত তরুণের পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম। ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁরা আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন। তাই আমি বলেছি, বেশি কথা বললে থানার গারদে দিয়ে দেব।'

পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার জানিয়েছেন, 'অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

নার্সকে জুতোপেটা

প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, 'স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন নিষ্ক্রিয়। হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ এখনও কাউকে ধরতেই পারেনি। এরপর যদি স্বাস্থ্যকর্মীরা কাজ করতে না যান, তার দায় পুলিশকে নিতে হবে। আগামী সোমবার জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারকে এই বিষয়ে অভিযোগ করব। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর এবং ডিজি-কে অভিযোগপত্র পাঠাব।' অবশ্য হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার বলেন, 'ইতিমধ্যে ওই ঘটনায় এফআইআর হয়েছে। অভিযুক্তরা পলাতক, তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।'

জেলা ক্রীড়া সংস্থা গঠন নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৩০ নভেম্বর : খেলাধুলো চুলোয়। কমিটি গঠন নিয়ে কাজিয়া চলছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থায়। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়েছে যে ক্রীড়া সংস্থার দায়িত্ব পাওয়া নিয়ে দুই গোষ্ঠী একে অপরের বিরুদ্ধে আইনের দ্বারস্থ হতে পারে।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর জেলা ক্রীড়া সংস্থার শেষ ত্রিবার্ষিক সম্মেলন হয়েছিল। এরপর থেকে ৭৫ দিনের মধ্যে কমিটির পদাধিকারী নির্বাচন করে ফেলাই নিয়ম। আজ ছিল শেষদিন। এহেন পরিস্থিতিতে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি তথা জেলা শাসক কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন নাকি আইনের দ্বারস্থ হবেন সদস্যরা, এখন সেটাই প্রশ্ন। দীর্ঘদিন আরএসপির নিয়ন্ত্রণে থাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থার কমিটিতে এবারই প্রথম আরএসপি রাজ্য নেতাদের সরিয়ে ঠাঁই হয়েছে তৃণমূলের জেলাস্তরের নেতাদের।

কার্যকরী সভাপতি পদে দীর্ঘদিন থাকা আরএসপি রাজ্য কমিটির নেতা অমর সরকারকে বিদায় দিয়ে দায়িত্ব পেয়েছেন বালুরঘাটের ব্যবসায়ী তথা প্রাক্তন খেলোয়াড় বিপ্লব দেব। আরএসপির আরও একজন রাজ্য কমিটির সদস্য কল্যাণ ব্যানার্জির জায়গায় সহ সভাপতি করা হয়েছে মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের ভাই শার্দুল মিত্রকে। গত বিধানসভায় বালুরঘাটের তৃণমূল প্রার্থী শেখর দাশগুপ্ত, তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি মৃণাল সরকারেরও ঠাঁই হয়েছে কমিটিতে। আরএসপির রাশ কমে, তৃণমূলের মাটি শক্ত হতেই, নতুন সম্পাদক নির্বাচন নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়। বিভিন্ন মহল থেকে উঠতে শুরু করে ডিএসএর বিরুদ্ধে নিয়ম না মানার অভিযোগ।

নানা মহলের লিখিত অভিযোগ জমা পড়তেই জেলা শাসক তথা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি কার্যনির্বাহী সম্পাদকের কাছে নিয়ম মেনে এই সভা পরিচালিত হয়েছিল কি না, তা জানতে চিঠি দেন। তার উত্তরে কার্যনির্বাহী সম্পাদক স্পষ্ট জানিয়ে দেন অনিয়ম হয়েছিল। আর এরপরেই ঝুলে যায় সম্পাদক ও অন্যান্য পদাধিকারী গঠনের প্রক্রিয়া। তবে শেষপর্যন্ত গত ১৯ নভেম্বর কার্যনির্বাহী সম্পাদককে ২৮ নভেম্বরের মধ্যে সভা ডেকে পদাধিকারী গঠন ও অনিয়ম নিয়ে আলোচনার জন্য নির্দেশ দিয়ে চিঠি পাঠান জেলা শাসক।

জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা বলেন, 'ডিএসএ একটি স্বশাসিত সংস্থা। নজর রয়েছে। এর চেয়ে বেশি কিছু বলব না।' কিন্তু সমস্যা বাড়তেই থাকে। জেলা শাসকের নির্দেশমাফিক কার্যনির্বাহী সম্পাদক সেই সভা ডাকতে দেরি করছেন বলে অভিযোগ তুলে সাতজন সদস্য মিলে পালটা সভা ডাকেন। আর সেখানেই সুজয় ঘোষকে সম্পাদক করে অন্যান্য কমিটিগুলি তৈরি করা হয়। কিন্তু এই সভাও নিয়ম মেনে হয়নি বলে অভিযোগ তুলে জেলা শাসককে চিঠি দেন তত্ত্বাবধায়ক সম্পাদক অমিতাভ ঘোষ।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ক্রীড়া সংস্থা। শনিবার বালুরঘাটে তোলা সংবাদচিত্র।

তিনি বলেন, 'জেলা শাসকের চিঠি পাওয়ার পরেই আমি সভা ডাকতে উদ্যোগী হচ্ছিলাম। কিন্তু এরই মধ্যে ওইদিনই কমিটির কিছু সদস্য নিজেরাই সভা ডেকে ফেলেন। অবৈধভাবে একটি সভা করে সেখান থেকে কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে শুনেছি। আমি সমস্ত বিষয়টি লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি জেলা শাসকের কাছে।' অপরদিকে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যকরী সভাপতি বিপ্লব দেব বলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সম্পাদক সভা ডাকেননি। তাই সদস্যদের দাবি মেনে সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী একটি সভা করা হয়েছে। সেখানে কমিটি গঠন হয়েছে। নতুন সম্পাদক ও পদাধিকারীরা নির্বাচিত হয়েছেন। যদি কারও এই সভা বেআইনি হয়েছে বলে মনে হয়, তবে তারা আইনের দ্বারস্থ হতেই পারেন।'

রংপোতে বাস খাদে, নিহত ৬

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : রংপোতে বাস খাদে পড়ে মৃত্যু হল এক পর্যটক সহ ছয়জনের। মৃতদের মধ্যে এক মহিলাও রয়েছেন। আহত হয়েছেন ৪ মহিলা সহ আরও ১৫ জন। তাঁদের চিকিৎসা চলছে সিকিমের সিংতাম হাসপাতালে। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

শনিবার দুপুরে শিলিগুড়ি থেকে সিকিম যাওয়ার পথে অটল সেতুর কাছে বেহাল রাস্তায় বাঁক নিতে গিয়ে গাড়িটি তিস্তার পাশে খাদে উলটে পড়ে। ঘটনার পর স্থানীয়রা উদ্ধারকাজ শুরু করেন। পরে সিকিম এবং এ রাজ্যের পুলিশ যৌথভাবে উদ্ধারে হাত লাগায়। কালিম্পংয়ের জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি বলেন, 'কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' জেলা পুলিশ সুপার শ্রীহরি পান্ডার বক্তব্য, 'ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে দুর্ঘটনায়। জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হতাহতদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে।'

১০ নম্বর জাতীয় সড়কের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডকে দিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের এক মাস পেরিয়ে গেলেও সিকিমের লাইফলাইনের মেরামত শুরুই করতে পারেনি সংস্থাটি। আর এই বেহাল রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে এদিন দুপুরে সিকিমগামী যাত্রীবাহী একটি বেসরকারি বাস কালিম্পংয়ের রংপোতে রাস্তা থেকে গড়িয়ে খাদে পড়ে যায়। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন কলকাতার বেলগাছিয়ার বাসিন্দা ইকবাল হোসেন। তিনি শিলিগুড়ি হয়ে সিকিমে বেড়াতে যাচ্ছিলেন বলে খবর। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে শিলিগুড়ির পশ্চিম আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ সিং, সিকিমের তাদংয়ের গোপাল জি প্রসাদ, সিকিমের রংপোর জুলু কুমারি, ডুয়ার্সের গরুবাথানের অজয় তামাংয়ের। রংপো হাসপাতালে মৃত একজনের পরিচয় জানা যায়নি। প্রথমে সকলকেই রংপো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে তাঁদের স্থানান্তরিত করা হয় সিংতাম হাসপাতালে। আহত ১৫ জনের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এদিকে, দুর্ঘটনার জন্য সংকীর্ণ রাস্তা এবং রাস্তার ওপর বালি-পাথর পড়ে থাকাকে দায়ী করেছেন নর্থবেঙ্গল প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রণব মানি। তিনি বলছেন, 'গাড়িটির চালক ২৫ বছর ধরে বাস চালাচ্ছেন। বালির জন্য বাসের চাকা স্কিড করেছে। সে কারণে অভিজ্ঞ হয়েও চালক নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি। যার জেরে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।'

মোদির সক্রিয়তা দাবি

প্রথম পাতার পর

সংগঠনের তরফে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের তাড়ানোর জন্য একটি ষড়যন্ত্র চলছে। রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপের পাশাপাশি ভারত সরকারকেও বাংলাদেশের হিন্দুদের সুরক্ষায় পদক্ষেপ করতে বলেছে তারা। সেই সঙ্গে চিন্ময় প্রভুকে মুক্তি দেওয়ার আর্জিও জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকারের কাছে।

আরএসএস চায়, ভারত সরকার যেন বাংলাদেশ ইস্যুতে আন্তর্জাতিক সমর্থন জোগাড়ের জন্য কূটনৈতিক পদক্ষেপ করে। ঢাকা যাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা করে, সেজন্য লাগাতার আন্তর্জাতিক স্তরে চাপ সৃষ্টি করার কৌশলও নিতে বলেছে নাগপুর। মোদি সরকারের তরফে অবশ্য লাগাতার বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। হিন্দুদের সুরক্ষার জন্য সেদেশের সরকার যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেই বার্তাও পাঠানো হয়েছে। ভারতের এই তৎপরতায় চটেছে ঢাকা। তারা নয়াদিল্লির বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের নিয়ে দ্বিচারিতা করার অভিযোগ তুলেছে। যদিও আরএসএস এই অভিযোগকে পাত্তা দিতে নারাজ। বরং সংঘের সাফ কথা, 'অসহায় হিন্দুদের শান্তিপূর্ণ মিছিলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন চিন্ময় কৃষ্ণদাস। অথচ আত্মরক্ষার সেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে দমন করে হিন্দুদের ওপর অবিচার এবং অত্যাচারের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। ইসকনের সন্ন্যাসীকে কারাবন্দি করে বাংলাদেশ সরকার অন্যায় করেছে। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং সংগঠনগুলিকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের উচিত, বাংলাদেশের অত্যাচারিতদের পাশে দাঁড়ানো।'

এদিকে পদ্মাপারের ঘটনায় এপার বাংলায় বিজেপি নেতারা লাগাতার নিশানা করে চলেছেন ইউনূস সরকারকে। রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষের তোপ, 'চিকিৎসা থেকে শুরু করে বিয়েবাড়ির বাজার, সবকিছুর জন্যই তো ওদের আসতে হয় কলকাতায়। আমরা চাল, ডাল পাঠানো বন্ধ করে দিলে তো ওরা খেতে পাবে না। বাংলাদেশে যদি সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বন্ধ না হয়, তাহলে এবার সীমান্ত অবরোধ করে সব আটকে দেব। তখন দেখব কত দম্ভ।' তবে কেন্দ্রীয় সরকার আগেই জানিয়েছে, দুই দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি, ব্যবসা-বাণিজ্যে কোনও প্রভাব পড়েনি।

সম্প্রতি বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তমলুকের বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের নোবেল পুরস্কার কেড়ে নেওয়ার দাবি জানান। অভিজিৎ বলেন, 'শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ইউনূস। অথচ তাঁর সরকারের আমলেই সবচেয়ে বেশি অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। আমার জানা নেই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়ে গেলে তা কেড়ে নেওয়া যায় কি না। তবে আমি চাইব ইউনূসের নোবেল পুরস্কার যেন কেড়ে নেওয়া হয়।'

কমিউনিটি হলের উদ্যোগ

মোথাবাড়ি ও কালিয়াচক, ৩০ নভেম্বর : মোথাবাড়িতে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ড্রেনের শিলান্যাস এবং প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কংক্রিট গার্ডওয়াল উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। কালিয়াচক-২ নম্বর ব্লকের মোথাবাড়ি অঞ্চলের ছোট মহদিপুর বাঙালিপাড়া ও কেশারপুর গ্রামে দুটি কাজের শিলান্যাস ও উদ্বোধন হয়। পাশাপাশি মঙ্গলবার কালিয়াচক-২ নম্বর ব্লকের বাঙ্গিটোলা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাদিপুর এলাকায় প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় করে কমিউনিটি হলের শিলান্যাস করলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন।

মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানান, 'মানুষের দাবিমতো প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মোথাবাড়িতে এই দুটি কাজ করা হল। এতে সাধারণ মানুষের অনেক উপকার হবে।' বাঙ্গিটোলা অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই কমিউনিটি হলের।

রাস্তার ওপর শুকোচ্ছে ধান, পথ অবরোধ স্থানীয়দের

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৩০ নভেম্বর : সব মাঠেই এখন ধানকাটা চলছে। সব মাঠের ধান যে একেবারে পেকে গেছে তা নয়। পাইকারদের কাছে অনেকেই পরবর্তী ফসলের জন্য সোনালি রং ধরা আধপাকা ধান বিক্রি করে দিচ্ছেন। সেই ধান আবার সিজনাল পাইকাররা কৃষকদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে ব্যস্ত পাকা রাস্তার ওপর শুকিয়ে বস্তা বোঝাই করছেন। এরই প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে প্রতিবাদে শামিল হলেন সাধারণ মানুষ। এমন ঘটনায় সরাসরি মহিপালের সিজনাল পাইকার (কৃষি) অশোক দাসের বিরুদ্ধেই স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। ফসল উঠলেই তিনি কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনে নিয়ে রাস্তার উপর ধান ফেলে শুকিয়ে বস্তা বোঝাই করে বাইরে বিক্রি করেন। পাকা রাস্তার উপর ধান শুকোনোর ফলে প্রতি মুহূর্তেই দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। পাশাপাশি পাকা রাস্তার ওপর দোকানগুলো ধানের ধুলোয় ভর্তি হয়ে যাচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা সেলিম জাবেদ, তাজমুল হকের অভিযোগ, 'বহুবার বলবার পরেও অশোক দাস কথা শুনছিলেন না। তাই পথ অবরোধ করে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য হয়েছি।'

কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মহিপাল বাজারের বাসিন্দা রীতেশ জোয়ারদার বলেন, 'রাস্তা অবশ্যই পরিষ্কার রাখতে হবে। তবে শুধু একজনের দিকে আঙুল তুললে হবে না।'

কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য ও পরিষেবা দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ পিউ ঘোষ বসাক জানান, 'সবসময় রাস্তা পরিষ্কার রাখতে পুলিশ প্রশাসনকে প্রয়োজন নেই। সাধারণ মানুষ সচেতন হলেই পুলিশের প্রয়োজন হয় না।'

আরও লগ্নি, এটিএমে টাকা তোলার সুযোগ

পিএফ ৩.০-র পরিকল্পনা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : বেসরকারি সংস্থার কর্মীদের প্রভিডেন্ড ফান্ড (পিএফ)-এর তৃতীয় সংস্করণ চালুর পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্র। আগামী বছরের মাঝামাঝি থেকে এটি চালু হতে পারে। সূত্রের খবর, পিএফ-এর প্রস্তাবিত সংস্করণে গ্রাহকদের একাধিক সুবিধা দেওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে পিএফে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা করার বাধ্যবাধকতায় রাশ টানা এবং এটিএম ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার ভাবনা।

পিএফ তহবিল পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে শ্রমমন্ত্রকের অধীন এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ড ফান্ড অর্গানাইজ়েশন বা ইপিএফও। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী বেসরকারি সংস্থার কর্মীরা নিজেদের বেতনের ১২ শতাংশ পিএফ হিসাবে জমা করেন। সমপরিমাণ টাকা জমা দেয় নিয়োগকারী সংস্থা। নতুন ব্যবস্থায় কর্মীচারীরা পিএফে আরও বেশি লগ্নির সুযোগ পাবেন। অর্থাৎ উঠে যেতে পারে ১২ শতাংশের 'বিধিনিষেধ'। তবে নিয়োগকারী সংস্থার দেয় (১২ শতাংশ) অর্থের অনুপাত একই থাকবে। এর ফলে চাকরি শেষে বেশি টাকা হাতে আসবে কর্মীদের। পাশাপাশি টাকা তোলার ক্ষেত্রেও সুবিধা পাবেন পিএফ গ্রাহকরা। বর্তমানে অনলাইন আবেদনের ভিত্তিতে পিএফের টাকা গ্রাহকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। আগামী দিনে এই ব্যবস্থার পাশাপাশি সরাসরি এটিএম থেকে নগদে পিএফের টাকা তোলার সুবিধা মিলতে পারে।

শ্রমমন্ত্রকের একটি সূত্র জানিয়েছে, পিএফ ৩.০ চালু করার ব্যাপারে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। গ্রাহকরা যাতে আরও বেশি করে পিএফে টাকা জমা করার সুযোগ পান তা নিশ্চিত করা হবে। লগ্নির অর্থ তাঁরা যাতে সহজে হাতে পান তাও নিশ্চিত করা হচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যে এই সংক্রান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হতে পারে বলে সূত্রটির দাবি।

শিল্পাকে জড়াবেন না, আর্জি কুন্দ্রার

মুম্বই, ৩০ নভেম্বর : নীল ছবি বিক্রি, তহবিল তছরুপ মামলায় তাঁর সঙ্গে স্ত্রী শিল্পা শেঠিকে জড়ানোয় সংবাদমাধ্যমকে একহাত নিলেন অভিযুক্ত রাজ কুন্দ্রা। তিনি সরাসরি বলেছেন, 'শিল্পাকে কেন জড়াচ্ছেন? শিল্পার কোনও ভূমিকাই নেই এই মামলায়।'

পর্নোগ্রাফি কেলেঙ্কারি নিয়ে যতবার ইডি তলব করেছে, ততবার কুন্দ্রার সঙ্গে নাম জড়িয়েছে শিল্পার। তাহলে কি ব্যবসায়ী স্বামীর কুকীর্তির সঙ্গে তাঁর অভিনেত্রী স্ত্রীও জড়িত? শুক্রবার ফের তারকা দম্পতির বাড়িতে ইডি হানা দিতেই কুন্দ্রার সঙ্গে খবরের শিরোনামে চলে আসেন শিল্পাও।

শনিবার রাজ বলেন, 'এই মামলায় বারবার অযথা শিল্পার নাম জড়ানো হচ্ছে। আমার অভিনেত্রী স্ত্রী কোনওভাবে এর সঙ্গে জড়িত নন। আশা করি, আগামী দিনে কেউ এ ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করবেন না।' শিল্পার আইনজীবী প্রশান্ত পাতিলও এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, 'আমার মক্কেল শিল্পা শেঠির বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। তাঁর বাড়িতে ইডি অভিযান চালিয়েছে বলে যে খবর ছড়িয়েছে, তা ভুল এবং বিভ্রান্তিকর।'

রাজ সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'যাঁরা ঘটনার মধ্যে অতিনাটকীয়তা খোঁজার চেষ্টা করছেন তাঁদের জানাই, গত চার বছর ধরে আমি এই মামলার তদন্তের সঙ্গে জড়িত। যতবার আমায় তলব করা হয়েছে সাড়া দিয়েছি। আগামীতেও তদন্তকারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে যাব।'

দাঁড়িয়ে আছো...

শীতের দুপুরে কুয়াশামাখা ডাল লেকে শিকারা। শনিবার শ্রীনগরে।

লোকসভার আসন বিন্যাসে ক্ষুব্ধ তৃণমূল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : লোকসভায় বিরোধী সাংসদদের আসন বিন্যাস নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল তৃণমূল। আপত্তি তুলেছে কংগ্রেসও। এর ফলে সোমবার থেকে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন স্বাভাবিক হবে বলে আশা করলেও তা কতটা কার্যকর হবে সেই ব্যাপারে চূড়ান্ত ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। নতুন বিন্যাস অনুযায়ী, তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিছনে দলীয় সাংসদদের জায়গা দেওয়া হয়নি। অন্য বিরোধীদেরও বিচ্ছিন্নভাবে বসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এমন আয়োজনে সুর চড়েছে তৃণমূল তথা ইন্ডিয়া জোটের।

এতদিন লোকসভায় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসন ছিল ২৭৮ নম্বরে। তার ঠিক পিছনেই বসতেন তৃণমূলের অন্য সাংসদরা। নতুন আয়োজনে সুদীপবাবুর আসন হয়েছে ৩৫৪ নম্বরে। তাঁর পাশে এবার থেকে বসবেন সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব। আর সুদীপবাবুর পিছনের সারিতে জায়গা পেয়েছেন সপার অন্য সাংসদরা। সেখানে আগে বসতেন তৃণমূলের সাংসদরা। বিরোধীরা এই সিদ্ধান্তকে বিজেপির বিভাজন কৌশল বলে মনে করছে। সুদীপবাবু বলেন, 'আমি যদি পিছনের বসার সারিতে আমার মুখ্য সচেতক বা দলীয় সাংসদদের না পাই, তাহলে লোকসভা চলাকালীন তাদের আমি নির্দেশ দেব কীভাবে?' তিনি সাফ বলেন, 'সোমবার থেকে সংবিধানের ওপর আলোচনার জন্য আশা করা হয়েছিল সংসদ সঠিকভাবে চলবে কিন্তু এখন এই আসন বিন্যাসের ফলে আমরা ঠিক করেছি প্রতিবাদে নামবো সোমবার থেকে। আমি দ্বাদশ লোকসভা থেকে এই সংসদে আছি। কখনও এরকম দেখিনি।'

কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের অবশ্য বক্তব্য, 'এই বিষয়ে তৃণমূল দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইতিমধ্যেই চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে। সুদীপবাবুর দাবি, জুলাই মাসে আসন বিন্যাস চূড়ান্ত হয়েছিল। কিন্তু ফের তা বদল করা হয়েছে। আমরা এই নতুন বিন্যাস মানছি না। আমার কাছে জুন মাসে চিঠি আসে। আমি জুলাই মাসে তার উত্তর দিয়েছিলাম। আমাদের ২৯ জন সাংসদ এর আসন নির্দিষ্ট করে সেই তালিকা জমা দেওয়া হয়। কিন্তু গতকাল রাতে আমার কাছে মেল আসে। আসন বন্টনের ক্ষেত্রে অদ্ভুত পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেখানে আমার বসার আসনের পাশে বসেছেন অখিলের যাদব। অথচ আমার পিছনে কোন তৃণমূল সাংসদ নেই। পরের ব্লকে কেন্দ্রীয় সরকারের দুজন মন্ত্রী বসে আছেন তাদের পিছনে তৃণমূল সাংসদদের বসার আসন নির্দিষ্ট করা হয়েছে।' এই ইস্যুতে তৃণমূলের পাশে রয়েছে কংগ্রেস। দলের নেতা গৌরব গগৈ তৃণমূলের সঙ্গে একযোগে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাতে উদ্যোগী হয়েছেন।

দুই খুদের সঙ্গে স্থানীয় সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। রয়েছেন রাহুল গান্ধিও। শনিবার ওয়েনাডে সংবর্ধনা সভায়।

'পতাকা পোড়ানো বিকৃত সুখ', মত তসলিমার

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : বাংলাদেশে চলমান অস্থিরতার আবহে ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননা ঘটিয়েছেন সে দেশের বিখ্যাত কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। অন্যদিকে কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের সামনে বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের বিক্ষোভ চলাকালীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা এবং সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতিকৃতি পোড়ানো হয়। এইসব ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন নির্বাসিত বাংলাদেশি সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন সহ অনেকেই।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বাংলাদেশের বুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথে ভারতের জাতীয় পতাকা বিছিয়ে রাখা হয়েছে। তার ওপর দিয়ে ভ্রূক্ষেপহীনভাবে হেঁটে যাচ্ছেন পড়ুয়ারা। অন্যান্য ভিডিওতে ভারতবিরোধী স্লোগানও শোনা গিয়েছে। এই ঘটনার নিন্দা করে সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকার কোনও বিবৃতি দিয়েছে কিংবা পদক্ষেপ করেছে বলে খবর নেই। এই পরিস্থিতিতেই প্রতিবাদ করেছেন তসলিমা।

সমাজমাধ্যমে 'আমি ভালো নেই তুমি ভালো থেকো প্রিয় দেশ'-এর লেখক লিখেছেন, 'বিশ্বের কোনও পতাকাকে কোনও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষ অবমাননা করে না। আমি বিশ্বের প্রতিটি পতাকাকে সম্মান করি, প্রতিটি দেশের জাতীয় সংগীতকে সম্মান জানাতে আমি উঠে দাঁড়াই। পাকিস্তান যে এত আমাদের শত্রু দেশ, আমি পাকিস্তানের পতাকাকেও পোড়াব না, পায়ে মাড়াব না। বাংলাদেশে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবীরা ভারতের পতাকাকে পায়ে মাড়িয়ে যে সুখ পাচ্ছে, সে সুখ বিকৃত সুখ। যে মস্তিষ্কে ঘৃণা থিকথিক করে, সে মস্তিষ্ক অসুস্থ মস্তিস্ক। দুঃখ এই, বাংলাদেশ নামের দেশটি অসুস্থ, অশিক্ষিত, অপ্রকৃতিস্থ লোকের দেশ হয়ে উঠছে।'

অন্যদিকে বাংলাদেশে ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননার প্রতিবাদ করেছেন কলকাতার এক চিকিৎসক। বাংলাদেশ থেকে আসা রোগী দেখা বন্ধ রেখেছেন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ইন্দ্রনীল সাহা। সমাজমাধ্যমে তিনি সোজাসাপটা জানিয়েছেন, 'বিইউইটি ইউনিভার্সিটির প্রবেশপথে ভারতীয় জাতীয় পতাকা বিছিয়ে রাখা'র প্রতিবাদে 'চেম্বারে বাংলাদেশের রোগী দেখা আপাতত বন্ধ রাখছি'। তাঁর কথায়, 'আগে দেশ, পরে রোজগার।'

এখন বাংলাদেশ

আটক সুবর্ণা, মারধর আসাদুজ্জামানকে

একই দিনে বাংলাদেশের দুই বিশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীর ওপর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারের আক্রোশ নেমে এল। শনিবার সকালে ঢাকা বিমানবন্দরে আটক করা হয় বিশিষ্ট অভিনেত্রী তথা আওয়ামি লিগের প্রাক্তন সাংসদ সুবর্ণা মুস্তাফাকে। থাই এয়ারওয়েজের একটি উড়ানে চেপে থাইল্যান্ডে যাওয়ার সময় তাঁকে আটকে দেয় ইমিগ্রেশন পুলিশ। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা করাতে এসে আওয়ামি লিগের মন্ত্রী তথা বিশিষ্ট অভিনেতা আসাদুজ্জামান নুরকে চড়, ঘুষি মারা হয়। ছাত্র আন্দোলনের সময় আহত চিকিৎসাধীন কয়েকজন পড়ুয়া নুরের ওপর চড়াও হন। বাদ যাননি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচটি ইমামের ছেলে তানভীর ইমামও। পুলিশ এসে পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

.....

আইনজীবী হত্যায় ধৃত ৯

চট্টগ্রাম আদালতের সামনে সংঘর্ষের সময়ে এক আইনজীবীর মৃত্যুতে এখনও পর্যন্ত ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বাংলাদেশ পুলিশ। শনিবার জানিয়েছেন চট্টগ্রাম পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার কাজি তারেক আজিজ। মৃত আইনজীবীর বাবা চট্টগ্রাম কোতোয়ালি থানায় ৩১ জনের বিরুদ্ধে নাম উল্লেখ করে মামলা রুজু করেন। এছাড়া আরও ১০-১৫ জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের হয়।

.....

১৭ লক্ষ কোটি টাকা ফেরাবে কে

পাচারে ফোকলা দেশের অর্থনীতি। শেখ হাসিনার আমলে চুরি ও লুটপাট করে ১৭ লক্ষ কোটি টাকা পাচার করা হয়েছে দুবাই, কানাডা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর সহ নানা জায়গায়। এর ধাক্কায় দেউলিয়া হয়ে পড়েছে একাধিক ব্যাংক। পাচারের টাকায় সামিটের মতো একাধিক গোষ্ঠী বিদেশে বিলাসবহুল আবাসন ইত্যাদি বানিয়েছে। সম্প্রতি জানা গিয়েছে ফরেন রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট তথ্যভাণ্ডারের ফাঁস হওয়া প্রতিবেদন থেকে। এখন পাচার করা ওই টাকা ফেরাবে কে এবং কে-ই বা কাঠগড়ায় তুলবে ঋণখেলাপিদের! অর্থনৈতিকভাবে রুগ্নতর বাংলাদেশের মানুষ তাকিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান নোবেলজয়ী ইউনূসের দিকেই।

.....

পাগলা মসজিদে সওয়া ৮ কোটি

কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক পাগলা মসজিদের ১০টি দানবাক্স থেকে প্রাপ্ত টাকা গণনা করে এবার এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ ৮ কোটি ২১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩০৪ টাকা পাওয়া গিয়েছে। ৭ অগাস্ট ৯টি দানবাক্স খুলে ৭ কোটি ২২ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৬ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। এর আগে চলতি বছরের ২০ এপ্রিল মসজিদের নয়টি দানবাক্স থেকে পাওয়া যায় ৭৭৮৬৭৫৩৭ টাকা।

বহিরাগতদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

লখনউ, ৩০ নভেম্বর : শাহি জামা মসজিদে সমীক্ষাকে কেন্দ্র করে ২৪ নভেম্বর উত্তপ্ত হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের সম্ভাল। সমীক্ষক দলকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছিল ইট। জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বহু। পুলিশ অবশ্য বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সংঘর্ষের পর নতুন করে গোলমাল না হলেও এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার কড়াকড়ি বহাল রেখেছে প্রশাসন। বহিরাগতদের সম্ভালে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

জেলা শাসক রাজেন্দ্র পেনসিয়া বলেন, 'শান্তি বজায় রাখতে সম্ভালে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ নম্বর ধারা বলবৎ রাখার সময়সীমা ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই সময় বহিরাগত, কোনও সামাজিক সংগঠন বা জনপ্রতিনিধি প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া জেলায় প্রবেশ করতে পারবেন না।' জেলা শাসক জানান, কেউ সামাজিক মাধ্যমের গ্রুপে গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করলে গ্রুপ অ্যাডমিনকে পোস্টটি মুছে ফেলে অবিলম্বে পুলিশকে অবহিত করতে হবে। সাইবার ক্যাফেগুলিকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের নাম নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপাতত প্রকাশ্যে কুশপুত্তলিকা পোড়ানো যাবে না সম্ভালে।

সংঘর্ষের পর থেকে সম্ভালে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ রয়েছে। শনিবার সেই নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার কথা ছিল। বিধিনিষেধ ওঠার পর সেখানে ১৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর কথা জানিয়েছিল সমাজবাদী পার্টি (সপা)। এদিন তাদের প্রতিনিধিদের গাজিয়াবাদ সীমানায় আটকে দেয় পুলিশ। সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মুজফফরনগরের সপা সাংসদ হরেন্দ্র মালিক। তাঁর প্রশ্ন, 'আমি বুঝতে পারছি না কেন আমাদের আটকানো হচ্ছে। বিরোধী দলের নেতা, সাংসদরা কি এতটাই দায়িত্বজ্ঞানহীন যে তাঁদের রাজ্যের মধ্যে যাতায়াত করতে দেওয়া যায় না?' সপা প্রধান অখিলেশ যাদব

থমথমে সম্ভাল

বলেন, 'সরকার যদি মানুষকে উন্মত্ত স্লোগান দিতে বাধ্য না করত, তাহলে সম্ভালে সম্প্রীতি ও শান্তি নষ্ট হত না।' তিনি আরও বলেন, 'বিজেপি যেমন গোটা মন্ত্রীসভাকে বদলে দেয়, একইভাবে সম্ভালে ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত পুরো প্রশাসনিক কাঠামোকে অবহেলার দায়ে বরখাস্ত করা উচিত।' ২ ডিসেম্বর সম্ভালে প্রতিনিধিদল পাঠানোর বিষয়ে অনড় থাকার কথা জানিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি অজয় রাই।

কংগ্রেসকে বৈঠকে ডাক কমিশনের

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : মহারাষ্ট্রের ভোটদানের হার এবং সমগ্র প্রক্রিয়ায় অসামঞ্জস্যের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের দিকে আগেই আঙুল তুলেছিল কংগ্রেস। ওই উদ্বেগ নিরসনে কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দলকে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানাল নির্বাচন কমিশন। ৩ ডিসেম্বর ওই বৈঠক ডাকা হয়েছে। কমিশনের দাবি, মহারাষ্ট্রের ভোটের হারে কোনও অসামঞ্জস্য নেই। যাবতীয় নিয়ম মেনে স্বচ্ছভাবে মহারাষ্ট্রে ভোটগণনা হয়েছে। তারপরেও কংগ্রেসের তরফে যে সমস্ত প্রশ্ন তোলা হয়েছে, সেগুলি মূল্যায়ন করে তাদের লিখিত আকারে জবাব দেওয়া হবে।

ভোটের হারের পরিসংখ্যান নিয়ে কমিশনের আশ্বাস, 'এর মধ্যে কোনও অনিয়ম হয়নি। প্রার্থীদের কাছে বুথওয়াড়ি তথ্য রয়েছে। সেগুলি খতিয়ে দেখার সুযোগও রয়েছে।' কংগ্রেসের আগে প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এসওয়াই কুরেশিও মহারাষ্ট্রে ভোটদানের হার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। ভোটের দিন বিকাল পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই চূড়ান্ত ভোটের হারের তারতম্য নিয়ে তিনি অভিযোগ তুলেছিলেন। সেই বিষয়ে কমিশনের বক্তব্য, এই তারতম্যের কারণ হল কিছু পদ্ধতিগত সমস্যা। কারণ, ভোটের একেবারে শেষদিকে ভোটদানের হার আপডেট করার থেকেও অনেকগুলি দায়িত্ব পালন করতে হয় প্রিসাইডিং অফিসারদের।

হামলার মুখে কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : ফের হামলার শিকার দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শনিবার দলের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পদযাত্রায় বেরিয়েছিলেন আম আদমি পার্টির প্রধান। সেই সময়ে তাঁর ওপর হামলা হয়। এক তরুণ আচমকা তাঁর মুখে তরল পদার্থ ছুড়ে মারেন। তড়িঘড়ি সেই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। যদিও তার আগেই আপের কর্মীরা বেধড়ক মারধর করেন ওই তরুণকে। কী কারণে এই কাজ করলেন ওই তরুণ তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। তরল পদার্থ জল হলেও কী ধরনের জল তা জানা যায়নি!

'ট্রাম্প আসার আগেই ক্যাম্পাসে ফিরুন'

ওয়াশিংটন, ৩০ নভেম্বর : ইংরেজি নববর্ষের ২০ জানুয়ারি ৪৭তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। শপথের দিনেই তিনি অর্থনীতি ও অভিবাসন বিষয়ে একাধিক নির্বাহী আদেশে সই করবেন বলে জানিয়েছেন। ট্রাম্পের শপথগ্রহণের আগেই একাধিক মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের বিদেশি পড়ুয়া ও কর্মীদের উদ্দেশে ভ্রমণ নির্দেশিকা জারি করেছে। সম্ভাব্য ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কায় নির্দেশিকায় বিদেশি শিক্ষার্থীদের দ্রুত আমেরিকায় ফিরে আসতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রথম দফায় প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন ট্রাম্পের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার জেরে বিস্তর অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছিল ভিনদেশি পড়ুয়াদের। অতীতের সেইসব অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রথম সারির বেশ কয়েকটি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সতর্ক করেছে।

ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি (এমআইটি)-র বিদেশি শিক্ষার্থী বিভাগের আধিকারিক ডেভিড এলওয়েল বলেছেন, সরকার পরিবর্তনের পর অভিবাসন ও ভিসা নীতি পরিবর্তনের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। ট্রাম্প এলেও সেরকম হবে। ফলে শীতের ছুটিতে যেসব বিদেশি পড়ুয়া দেশে ফেরেন কিংবা অন্য দেশে বেড়াতে যান, তাঁরা বিপদে পড়তে পারেন। এই কারণে শীতকালীন ছুটিতে ভ্রমণ পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা দরকার শিক্ষার্থীদের।

এছাড়া মার্কিন দূতাবাসগুলিতে কর্মী সংকটের দরুন ভিসা প্রক্রিয়াও বিলম্বিত হতে পারে বলে জানিয়েছেন এলওয়েল। তাঁর কথায়, 'নতুন এন্ট্রি ভিসা পেতে দেরি হলে শিক্ষার্থীদের পরিকল্পনা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে ফেরা ব্যাহত হবে।'

১৪১ বছর জেল সৎ বাবার

মালাপ্পুরম, ৩০ নভেম্বর : ফাঁকা বাড়িতে মেয়েকে ধারাবাহিক ধর্ষণের দায়ে কেরলের এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে ১৪১ বছরের কারাদণ্ড দিল আদালত। একগুচ্ছ মামলা মিলিয়ে ১৪১ বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে অপরাধীকে। পাশাপাশি ৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন মনজেরির ফাস্ট ট্র্যাক স্পেশাল কোর্টের বিচারক আশরফ এএম।

পুলিশ জানিয়েছে, নির্যাতিতা এবং তাঁর সৎবাবা, দু'জনেই তামিলনাড়ুর বাসিন্দা। পরে কেরলে চলে আসেন তাঁরা। অভিযোগ, ২০১৭ সাল থেকে মার অবর্তমানে

কন্যাকে ধর্ষণ

নাবালিকা কন্যাকে লাগাতার ধর্ষণ করেন তাঁর বাবা। নির্যাতিতা জানিয়েছে, তাকে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হত।

একদিন নির্যাতিতা তার মা'কে সব কথা জানিয়ে দেয়। তারপরই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার মা। তার ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পকসো আইনে মামলা করে পুলিশ। কেরলের ফাস্ট ট্র্যাক স্পেশ্যাল আদালতে বিচার চলে অভিযুক্তের। তবে বিচারে ১৪১ বছরের সাজা হলেও সাকুল্যে ৪০ বছর জেল খাটতে হবে দোষীকে।

সঙ্গী ঝড়-বৃষ্টি, 'ল্যান্ডফল' ফেনজলের

চেন্নাই, ৩০ নভেম্বর : শনিবার সন্ধ্যায় তামিলনাড়ু উপকূলে আছড়ে পড়ল ঘূর্ণিঝড় ফেনজল। যার জেরে ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টি চলছে রাজ্যের উপকূলবর্তী ৬ জেলায়। বহু জায়গায় গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেতু-কালভার্ট। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত একজনের মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, চেন্নাইয়ের মুঠিয়ালপেটে একটি এটিএমের পাশে এক তরুণের মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়। মৃতের নাম চন্দন। বাড়ি ওড়িশায়। পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক ওই তরুণ এটিএমে টাকা তুলতে গিয়েছিলেন। সেইসময় হাইটেনশন তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, জমা জলের মধ্যে চন্দনের দেহটি ভাসছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা লাঠি দিয়ে দেহটি নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে এনে পুলিশকে খবর দেন।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, এদিন নির্ধারিত সময়ের কিছু পরে পুদুচেরি সংলগ্ন কারাইকাল এবং মহাবলীপুরমের মাঝে ল্যান্ডফল করেছে ফেনজল। এর প্রভাবে উপকূল এলাকায় ঘণ্টায় ৮০-৯০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইছে। আগামী ২-৩ দিন রাজ্যে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিন সকাল থেকে তামিলনাড়ুর প্রায় সব জেলায় ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে বৃষ্টির তীব্রতা বাড়তে থাকে। ফেনজল স্থলভাগে প্রবেশ করার আগেই কার্যত জলবন্দি হয়ে পড়ে চেন্নাইয়ের একাংশ। বন্ধ করে দেওয়া হয় চেন্নাই বিমানবন্দর। সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। অন্তত ২৫টি উড়ান বাতিল করা হয়েছে। চেন্নাইগামী একাধিক বিমানকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

ঘূর্ণিঝড় প্রভাব ফেলেছে রেল পরিষেবার ওপরেও। একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। দেরিতে চললেও দূরপাল্লার কোনও ট্রেন বাতিল করা হয়নি বলে রেল সূত্রে দাবি। তামিলনাড়ুর বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর জানিয়েছে, ফেনজলের ল্যান্ডফলের আগে চেন্নাই, তিরুভাল্লুর, চেঙ্গলপাট্টু, ভিল্লুপুরম, কল্লাকুর্চি ও কুড্ডালুরে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। উপকূলবর্তী জেলাগুলি থেকে কয়েকহাজার মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যার জেরে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণে রাশ টানা সম্ভব হয়েছে।

চেন্নাইয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত পরিযায়ী শ্রমিক

ঘূর্ণিঝড় ফেঙ্গল আছড়ে পড়ার পর লন্ডভন্ড চেন্নাইয়ের মেরিনা সৈকত। ডানদিকে, প্রবল বৃষ্টিতে ঘরের একতলা গিয়েছে ভেসে। শনিবার।

খেলায় আজ

১৯৪৭ : লালা অমরনাথের বলে হিট উইকেট হলেন স্যর ডন ব্র্যাডম্যান (১৮৫)। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথমবার টেস্ট খেলতে নেমে ভারতীয় দল ব্রিসবেনে দুই ইনিংসে যথাক্রমে ৫৮ ও ৯৮ রানে অল আউট হয়। টেস্টটি এক ইনিংস ও ২২৬ রানে হারে।

সেরা অফবিট খবর

তেরঙা কাঁধে

গত বছর একদিনের বিশ্বকাপের আগে টিম ইন্ডিয়ার ওয়ান ডে জার্সি প্রকাশ করা হয়েছিল। নতুন জার্সিতে কলারে নয়, তেরঙার ছোঁয়া থাকবে কাঁধে। শুরু রোহিত শর্মারা নন, ভারতীয় দলও এই জার্সি পরে ওয়ান ডে খেলবে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব জয় শা-র সঙ্গে মহিলা দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর এই জার্সি প্রকাশ করেন। ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হরমনপ্রীতরা এই জার্সি গায়ে চাপাবেন।

ভাইরাল

নিম-হলুদ-লেবুতে ক্যানসার মুক্তি!

কয়েকদিন আগে নভজ্যোৎ সিং সিধু দাবি করেছিলেন নিম-হলুদ-লেবু জল খেয়ে তাঁর স্ত্রীয়ের ক্যানসার সেরে গিয়েছে। এই দাবির পরই ছত্তিশগড় সিভিল সোসাইটি ৮৫০ কোটি টাকার নোটিশ পাঠিয়েছে সিধুর স্ত্রীকে। তারা সাতদিনের মধ্যে সিধুকে প্রমাণ দিতে বলেছেন। অন্যথায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে সংস্থাটি। সিভিল সোসাইটির আশঙ্কা সিধুর দাবি ক্যানসার আক্রান্তরা সত্যি মনে করলে চিকিৎসা বন্ধ করে দেবেন।

ইনস্টা সেরা

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে পাকিস্তান ইনিংসের ৩২.১ ওভারে আয়ুষ মাত্রের বোলিংয়ে বড় শট নিতে গিয়ে মিস হিট করেছিলেন হারুন আর্শাদ। ভারতীয় দলের অধিনায়ক মহম্মদ আমান ঝাঁপিয়ে সেই ক্যাচ নিতে গেলে বল তাঁর তালুতে লেগে ওপর উঠে যায়। কিন্তু বলের থেকে নজর না সরানোয় বাংলার পেসার যুধাজিৎ গুহ সহজেই সেই ক্যাচ ধরে নেন।

উত্তরের মুখ

উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন আন্তঃক্লাব ক্রিকেটে শনিবার পাপ্পু যাদব ৩০ রানে ৬ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। ম্যাচে তাঁর দল আইডলস ক্রিকেট ক্লাব ১ উইকেটে হারিয়েছে অভিযান ক্লাবকে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সর্বশেষ কোন ফুটবলার গোলের সেঞ্চুরি করেছেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. অস্ট্রেলিয়া, ২. ওয়েস্ট ইন্ডিজের ছয়টি দ্বীপে।

সঠিক উত্তরদাতারা

তপোব্রত দেব, উদয়ন সেন, নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, সুজন মহন্ত, রুদ্র নাগ, সমরেশ বিশ্বাস, বীণাপানি সরকার হালদার,নীলেশ হালদার, অসীম হালদার, নির্মল সরকার, তাপস দাস, অমৃত হালদার, বিনায়ক রায়, অদ্রিজ বর্মন, বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত, পৌলোমী নাগ, মুন্না শীল, দিব্যজ্যোতি সরকার, দেবজিৎ মণ্ডল, শুভ্রজিৎ লাহিড়ি, সুখেন স্বর্ণকার, রাহুল চক্রবর্তী।

যুবভারতীতে দশ মিনিটের স্টুয়ার্ট ঝড়

উড়ে গেল চেন্নাইয়ান

বিশ্বমানের গোল করে উচ্ছ্বাস জেসন কামিংসের

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-১ (কামিংস)
চেন্নাইয়ান এফসি-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : চেন্নাইয়ের পেঙ্গল ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে এদিন সকাল থেকে কলকাতার আকাশ বেরঙিন। তার সঙ্গেপাল্লা দিয়ে বিবর্ণ মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের খেলায় রং তো ফেরালেনই, চেন্নাইয়ান এফসি-র উপর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনেই ঝড় বইয়ে দিলেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট। আর তাঁকে যোগ্য সংগত করলেন জেসন কামিংস।

ফুটবল কখনও কখনও কোনও দলকে আচমকা এনে দেয় আনন্দের এক ঝলক বাতাস। আবার কারও জন্য হয়ে ওঠে কঠোর। নাহলে যে ম্যাচ থেকে প্রায় ১ পয়েন্ট নিয়ে বাড়ি ফেরা নিশ্চিত করে ফেলেছিল চেন্নাইয়ান এফসি, উলটোদিকে হতাশা নিয়ে বেশকিছু মোহনবাগান সমর্থক যখন বাড়ির পথ ধরবেন বলে মনে করছিলেন তখনই এল কাঙ্খিত গোল। লম্বা সময় পর মাঠে নামা স্টুয়ার্টই হয়ে উঠলেন হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা। তিনি মাঠে নামতেই খেলার মোড় ঘুরল। প্রথম টাচে তাঁর নেওয়া শট পোস্টে লাগল। এক মিনিটের মধ্যে বল বাড়িয়ে গোল করালেন কামিংসকে দিয়ে। অজি বিশ্বকাপারের বাঁ পায়ের শট সত্যিই বিশ্বমানের। আর ওই এক গোলেই বাজিমাত মোহনবাগানের।

অথচ এদিন সম্ভবত মরশুমের সবথেকে ছন্নছাড়া ম্যাচ খেলল মোহনবাগান। ম্যাচের শুরুতেই লিস্টন কোলাসোর একবার গোলমুখে পৌঁছে যাওয়া ছাড়া ২৭ মিনিটে মনবীর সিংয়ের নীচু ক্রস গোলমুখে পেয়ে যান দিমিত্রিস পেত্রাতোস। বল নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে বক্সে পড়ে গিয়ে পেনাল্টি আদায়ের চেষ্টাকে পাত্তা দেননি রেফারি হরিশ কুণ্ডু। তবে একদম সরাসরি প্রথম গোলে শট ৩৭ মিনিটে। দিমির বাড়ানো বলে লিস্টনের দূরপাল্লার জোরালো শট দূর্দান্ত বাঁচান মহম্মদ নওয়াজ। ফিরতি বল বারের উপর

গ্রেগ স্টুয়ার্টকে ঘিরে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের। শনিবার। ছবি : ডি মণ্ডল

দিয়ে উড়িয়ে দেন লিস্টন। এরপরেই কিছুটা চাপ বাড়ায় মোহনবাগান। তবে তাতে সমস্যায় পড়েনি চেন্নাইয়ান। আগের ম্যাচের দল অপরিবর্তিত রেখে দেন কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। কিন্তু জামশেদপুর এফসি এবং চেন্নাইয়ান এফসি এক নয়। ফলে মাঝমাঠে অনিরুদ্ধ থাপা বা সাহাল আব্দুল সামাদকে ছাড়া খেলা তৈরি হচ্ছিল না একেবারেই। আপুইয়া ও শিল্ডকেও। এতে মোহনবাগানের দুই সাইডব্যাক, বিশেষ করে দীপেন্দু বিশ্বাস চাপে থাকছিলেন। ফলে বিরতির পরই তাঁকে বসিয়ে আশিস রাইকে নামিয়ে দেন মোলিনা। এদিন চেন্নাইয়ানের স্ট্র্যাটেজি ছিল কাউন্টার অ্যাটাকে আক্রমণে উঠে গোল তুলে নেওয়া। যদিও সেই সুযোগ প্রথমার্ধে তো বটেই, পরবর্তীতেও খুব কমই পেয়েছে তারা। কিন্তু সেই সুযোগটা নিতে পারলেন না দিমি বা জেমি ম্যাকলারেন। বিশেষ করে ম্যাকলারেন অসম্ভব সুখী ফুটবলার। মোলিনাও তাঁকে বসাতে রোজই এত দেরি করেন কেন, সেটাও পরিষ্কার নয়। এদিনও তাঁকে বসিয়ে কামিংসকে তিনি নামালেন ৭৪ মিনিটে। সমস্যা হল, দিমিও আগের ফর্মে নেই। তাঁর সেই গতিতে হুড়মুড় করে প্রতিপক্ষ বক্সে ঢুকে পড়াই নেই। ফলে চেন্নাইয়ানের পক্ষে ক্লোজ করা সুবিধাজনক হয়েছে। সাহাল ও পরে কামিংস নামতে ম্যাচে দখলদারি বাড়ে। তবে এদিন সংযুক্তি সময়সহ মিনিট দশেকে ম্যাচের সেরা স্টুয়ার্টই।

৭৮ মিনিটে ইরফান ইয়াদওয়াদের শট দূর্দান্ত বাঁচান বিশাল কেইথ। এটা ছাড়া বিচ্ছিন্ন কিছু আক্রমণ থাকলেও সুযোগ নেই চেন্নাইয়ানেরও। ৮২ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া কামিন্সের শট বাঁচাতে খুব বেশি কষ্ট করতে হয়নি নওয়াজকে। ৮৫ মিনিটে নেমে প্রথম টাচেই স্টুয়ার্টের শট সম্ভবত নাড়িয়ে দেয় চেন্নাইয়ানের মনঃসংযোগ। এরপরেই গোল। পরে আবারও মনবীরের হেড পোস্টে লাগে। এদিন তিন পয়েন্ট পাওয়ায় ১ নম্বর জায়গাটা ধরে রাখলো মোহনবাগান।

মোহনবাগান ঃ বিশাল, দীপেন্দু (আশিস), আলবার্তো, অ্যালড্রেড, শুভাশিস, মনবীর, টাংরি (সাহাল), আপুইয়া, লিস্টন (আশিক), দিমিত্রি (স্টুয়ার্ট) ও ম্যাকলারেন (কামিংস)।

আইএসএলে মরশুমের প্রথম জয়ের পর সমর্থকদের অভিবাদন কুড়োচ্ছেন মাদিহ তালাল, দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস, সৌভিক চক্রবর্তী, আনোয়ার আলি, দেবজিৎ মজুমদাররা।

আনোয়ার ইস্যুতে স্বস্তি ইস্টবেঙ্গলে

দলগত সংহতিকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন ব্রুজোঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : লিগের অষ্টম ম্যাচে প্রথম জয়ের দেখা পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। পাশাপাশি ফিফার নয়া নির্দেশিকায় আনোয়ার ইস্যুতে স্বস্তির হাওয়া বইছে লাল-হলুদ শিবিরে। সবমিলিয়ে লাল-হলুদে এখন 'ফিল গুড' পরিবেশ।

নর্থ-ইস্ট ম্যাচের পর কোচ অস্কার জানিয়েছেন, দলের মানসিকতায় বদল আসছে। তিনি বলেন, 'দলের মানসিকতায় ধীরে ধীরে বড় বদল আসছে। গোল করার পর যেভাবে দিমি নীচে নেমে ডিফেন্স করেছে, তা প্রশংসনীয়। এতেই বোঝা যায় খেলোয়াড়দের বোঝাপড়া ও দলের প্রতি দায়বদ্ধতা কতটা। এভাবেই আমাদের খেলতে হবে। তবেই সাফল্য আসবে।'

কোচ অস্কারের হাতে পড়ে দলের খেলোয়াড়দের মনোভাবে বদল এসেছে, তা স্বীকার করে নেন ইস্টবেঙ্গলের 'গ্রিক গড' দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। তিনি বলেন, 'নতুন কোচ আসার পরে আমাদের দলে অনেক কিছু বদল এসেছে। ছেলেদের মধ্যে যে সমস্যা ছিল সেগুলি উনি মিটিয়েছেন। তার

> দলের খেলায় ধারাবাহিকতা এসেছে। সেটাই ধরে রাখতে হবে। পরের ম্যাচগুলিতে ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামব আমরা।
>
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

জন্যেই এই পারফরমেন্স।' তিনি আরও যোগ করেন, 'মহমেডান ম্যাচটা আমাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল। ওদের বিরুদ্ধে ক্লিনশিট রেখে লিগে প্রথম পয়েন্টের দেখা পাই। আমাদের প্রতিটি ম্যাচে এইভাবে লড়াই করতে হবে।'

এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চান অস্কার। পরের ম্যাচ চেন্নাইয়ানের বিরুদ্ধে আরও ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামতে চান তিনি। অস্কার বলেছেন, 'দলের খেলায় ধারাবাহিকতা এসেছে। সেটাই ধরে রাখতে হবে। পরের ম্যাচগুলিতে ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামব আমরা।'

এদিকে প্রথম জয়ের পাশাপাশি আনোয়ার ইস্যুতে আপাতত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে লাল-হলুদ। খুব শীঘ্রই ফিফা দলবদলের নিয়মে বড়সড়ো রদবদল আনতে চলেছে। যে কারণে সারা বিশ্বে চলা ফুটবলারদের ট্রান্সফার সংক্রান্ত যাবতীয় শুনানিতে স্থগিতাদেশ দিয়েছে বিশ্ব ফুটবল নিয়ামক সংস্থা। যে কারণে এই মুহূর্তে আনোয়ার সংক্রান্ত বিষয়ে আপাতত কোনও শুনানি হবে না। ফলে আপাতত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন লাল-হলুদ ডিফেন্ডার।

রোনাল্ডোর দাপটে জয় নাসেরের

জোড়া গোলের পর উচ্ছ্বসিত ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

রিয়াধ, ৩০ নভেম্বর : গোল করেই চলেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। শুক্রবার সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে তাঁর জোড়া গোলের সুবাদে ডামাককে ২-০ গোলে হারাল আল নাসের। ম্যাচের ১৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে প্রথম গোলটি করেন রোনাল্ডো। ৭৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি। এই নিয়ে তিনি তাঁর ফুটবল কেরিয়ারে মোট ৯১৫টি গোল করলেন। এদিন ম্যাচের ৫৬ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন ডামাকের আবদুল কাদির বাদরানি।

এর আগে সোমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপপর্বের ম্যাচেও জোড়া গোল করেছিলেন রোনাল্ডো। আল নাসেরে পা রাখার পর এখনও পর্যন্ত লিগ জয়ের স্বাদ পাননি তিনি। এবার সেই অধরা খেতাব জিততে মরিয়া রোনাল্ডো। যদিও শীর্ষে থাকা আল ইত্তিহাদের থেকে ৫ পয়েন্টে পিছনে রয়েছে তাঁর দল। আপাতত ১২ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগে তৃতীয় স্থানে আল নাসের। এক ম্যাচ কম খেলে ৩০ পয়েন্ট পেয়েছে আল ইত্তিহাদ।

সমতা ফেরালেও দলকে জেতাতে পারলেন না রাফিনহা। শনিবার।

কেন উইলিয়ামসনকে ফিরিয়ে সতীর্থদের সঙ্গে উচ্ছ্বাস ক্রিস ওকসের।

ওকসের ৩ শিকারে সুবিধায় ইংল্যান্ড

ক্রাইস্টচার্চ, ৩০ নভেম্বর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন টেস্টের সিরিজের প্রথম ম্যাচে চালকের আসনে ইংল্যান্ড। তৃতীয় দিনের শেষে নিউজিল্যান্ডের স্কোর ১৫৫/৬। তাদের হাতে লিড মাত্র ৪ রানের। কিউয়িদের দ্বিতীয় ইনিংসে আঘাত হানেন ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞ জোরে বোলার ক্রিশ ওকস (৩৯/৩)। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন আর এক পেসার ব্রেডন কার্স (২২/৩)। এই দুই বোলারের দাপটে প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের ১৫১ রানের লিড পার করতেই কেন উইলিয়ামসনদের পাঁচ উইকেট পড়ে যায়।

শুক্রবারের ৩১৯/৫ স্কোর থেকে শুরু করে শনিবার সকালে আরও ৬৬ রান জোড়েন হ্যারি ব্রুক (১৭১) ও স্টোকস জুটি। ব্রুক ফিরে গেলে টেলএন্ডারদের নিয়ে পালটা আক্রমণের রাস্তায় হাঁটেন স্টোকস (৮০)। গস অ্যাটকিনসনকে (৪৮) সঙ্গে নিয়ে তিনি ৫৩ বলে ৬৩ রান জোড়েন। তারপর নবম উইকেটে স্টোকস ও কার্স (অপরাজিত ৩৩) জুটিতে ৩২ বলে ৪২ রান ওঠে। যার ফলশ্রুতিতে ইংল্যান্ড ১৫১ রানের লিড নেয়।

সেই ঘাটতি পূরণে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় ব্ল্যাক ক্যাপসরা। ৬৪ রানে তারা ৩ উইকেট হারায়। তারপর কিছুটা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন কেন উইলিয়ামসন (৬১)। তিনি এদিন প্রথম কিউয়ি ব্যাটার হিসেবে টেস্টে ৯০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন। কেনকেকে ফিরিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ দলের হাতে তুলে দেন ওকস।

বার্সার ঘরের মাঠে জয় পালামাসের

বার্সেলোনা - ১ (রাফিনহা)
লাস পালামাস – ২
(সান্দ্রো রামিরেজ, ফাবিও সিলভা)

বার্সেলোনা, ৩০ নভেম্বর : রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ব্যবধান আরও কমল। লা লিগায় টানা তিন ম্যাচ জয়হীন বার্সেলোনা। শনিবার ঘরের মাঠে লাস পালামাসের কাছে ২-১ গোলে হেরে গেল কাতালান জায়েন্টরা।

লামিনে ইয়ামাল চোটের কারণে শেষ দুটি ম্যাচে খেলতে পারেননি। তার প্রভাব পড়েছিল দল। এদিন ইয়ামাল ফিরলেন। তবে গোটা ম্যাচজুড়ে দুর্দান্ত ফুটবল খেলা লাস পালামাসের বিরুদ্ধে সমতা ফিরিয়েও ম্যাচ হাতছাড়া করল হ্যান্সি ফ্লিকের দল। পেদ্রি, গাভিরা মাঝমাঠের দখল নিলেও প্রথমার্ধে প্রতিপক্ষের রক্ষণে এতটুকুও চির ধরাতে পারেননি লেওয়ানডস্কি, রাফিনহারা। উলটোদিকে দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর চার মিনিটের মধ্যেই বল জালে জড়ায় পালামাস।

৬১ মিনিটে বার্সার হয়ে সেই গোল শোধ করেন রাফিনহা। তার আগে প্রথমার্ধে তাঁরই একটি শট ক্রসবারে প্রতিহত হয়। এদিকে চোট সারিয়ে ফেরা ইয়ামাল দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নামলেও ম্যাচের রং বদলাতে পারেননি। উলটে ৬৭ মিনিটে ফ্যাবিও সিলভার করা গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে লাস পালামাস। এর ফলে ১৫ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে থাকলেও রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে তাদের ব্যবধান কমল। ১৩ ম্যাচে কার্লো আন্সেলোত্তির দলের সংগ্রহ ৩০ পয়েন্ট। রবিবার লা লিগায় গেটাফের বিরুদ্ধে ম্যাচ রিয়ালের।

ভিনির প্রতি বর্ণবিদ্বেষে নিষেধাজ্ঞা

মাদ্রিদ, ৩০ নভেম্বর : গত মরশুমে রায়ো ভায়েকানোর বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন বর্ণবিদ্বেষের শিকার হন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। ঘটনায় অভিযুক্ত নাবালককে আগামী এক বছরের জন্য প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল ম্যাচে স্টেডিয়ামে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করল মাদ্রিদের জুভেনাইল প্রসিকিউটর অফিস। একই সঙ্গে আর্থিক জরিমানাও করা হয়েছে তাকে।

রিয়াল মাদ্রিদ একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, বিষয়টি কোর্টে ওঠার আগেই অভিযুক্ত তার দোষ স্বীকার করে নিয়েছে। নিজের আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি মারফত ভিনিসিয়াসের কাছে ক্ষমাও চেয়েছে। গত জুন মাস থেকে এই নিয়ে বর্ণবাদ সংক্রান্ত মোট চারটি মামলার নিষ্পত্তি করল মাদ্রিদের ক্লাবটি। গত এপ্রিলে বর্ণবিদ্বেষের শিকার হন রিয়ালের আরেক ফুটবলার অরেলিয়েন চৌয়ামেনি। সেই ঘটনায় অভিযুক্তকেও এক বছরের জন্য সব ধরনের প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া মায়োরকায় ভিনি ও ভিয়ারিয়ালের এক ফুটবলারকে বর্ণবাদী আক্রমণ করায় এক সমর্থককে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

গ্রেফতার তিন ক্রিকেটার

ডারবান, ৩০ নভেম্বর : গড়াপেটার অভিযোগে নিবাসিত হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারদের তালিকাটা দীর্ঘ। ২০০০ সালে হ্যান্সি ক্রোনিয়ের ঘটনা এখনও চর্চায় থাকে। এবার সেই একই অভিযোগে গ্রেপ্তার প্রাক্তন তিন প্রোটিয়া ক্রিকেটার। ২০১৫-১৬ সালে ঘরোয়া ক্রিকেট রাম-স্লাম চ্যালেঞ্জের একটি ম্যাচে গড়পেটার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন লোনওয়াবো সোটসোবে, থামি সোলেকিলে ও গুলাম বোদি।

সৈয়দ মোদি ট্রফিতে দাপট ভারতীয়দের

লখনউ, ৩০ নভেম্বর : সৈয়দ মোদি ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় ভারত দাপট অব্যহত। শনিবার মহিলাদের সিঙ্গলসের ফাইনালে উঠলেন ভারতের তারকা শাটলার পিভি সিন্ধু। দু'বারের অলিম্পিক পদকজয়ী এই তারকা সেমিফাইনালে হারালেন আরেক প্রতিভাবান ভারতীয় শাটলার উন্নাতি হুড্ডাকে। ম্যাচের ফলাফল ২১-১২, ২১-৯। ফাইনালে সিন্ধু খেলবেন চিনের শাটলার লুনো ইউ উয়ের।

পাশাপাশি পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে উঠেছেন লক্ষ্য সেন। তিনি সেমিফাইনালে জাপানের শোগো ওগাবাকে ২১-৮, ২১-১৪ ফলে হারিয়েছেন তিনি। ফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ সিঙ্গাপুরের জিয়া হেং জেসন। পুরুষদের ডাবলসে ফাইনালে উঠেছেন পৃথ্বী-সাই প্রতীক জুটি। তারা সেমিফাইনালে স্বদেশীয় শাটলার ঈশান-শংকরপ্রসাদ জুটিকে হারিয়েছেন ২১-১৭, ১৭-২১, ২১-১৬ ফলে। ফাইনালে প্রতীকরা মুখোমুখি হবেন চিনের হুয়াং ডি-লি ইউয়াং জুটির বিরুদ্ধে। মহিলাদের ডাবলসের সেমিফাইনালে জয় পেয়েছেন ত্রিষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ জুটি। তারা সেমিফাইনালে থাইল্যান্ডের বেনাপ্পা-নুন্টাকরণ জুটিকে ১৮-২১, ২১-১৮, ২১-১০ ফলে হারিয়েছেন। ফাইনালে ত্রিষাদের প্রতিপক্ষ চিনের বাও লিজিং-লি কুয়ানের। মিক্সড ডাবলসের সেমিফাইনালে চিনের জং জি হুং-ইয়াং জং জি জুটিকে ২১-১৬, ২১-১৫ ফলে হারিয়ে ফাইনালে ভারতের ধ্রুব কপিলা-তানিষা ক্র্যাস্টো জুটি। ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ থাইল্যান্ডের দেচাপল-সুপিসারা জুটি।

পাকিস্তানের কাছে হার যুব ভারতের

এক রানে আউট বৈভব সূর্যবংশী।

দুবাই,৩০ নভেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে পাকিস্তানের কাছে ৪৩ রানে হারল ভারত। শনিবার টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান। ৫০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৮১ রান তোলে তারা। ওপেনার শাহবাজ খান ১৪৭ বলে ১৫৯ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন। আরেক ওপেনার উসমান খানের সংগ্রহ ৬০ রান।

জবাবে শুরুতেই ফিরে যান এবারের আইপিএল নিলামের চমক বৈভব সূর্যবংশী (১)। সদ্যসমাপ্ত আইপিএলের মেগা নিলামে ১.১ কোটি টাকায় ১৩ বছরের এই 'বিস্ময় বালক'-কে দলে নিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস। ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে একমাত্র নিখিল কুমার (৬৭) ছাড়া সেভাবে কেউ দাঁড়াতে পারেননি। পাক বোলারদের দাপটে ৪৭.১ ওভারে ২৩৮ রানে শেষ হয়ে যায় ভারতের ইনিংস।

দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ে চাপে ভারত-অস্ট্রেলিয়া

ডারবান, ৩০ নভেম্বর : বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইনালে খেলবে কারা? অঙ্কটা খুব সহজ। অন্তত ডারবান টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকা শ্রীলঙ্কাকে হারানোর পর ছবিটা সেরকমই দাঁড়াল। পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল প্রোটিয়ারা।

লঙ্কা ব্রিগেডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে দুই টেস্টের সিরিজের প্রথম ম্যাচে ২৩৩ রানে জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম ইনিংসে প্রোটিয়াদের ১৯১ রানের জবাবে ৪২ রানেই গুটিয়ে গিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। পরের ইনিংসে ৩৬৬ রান তুলে ডিক্লেয়ার করে প্রোটিয়ারা। শতরান করেন ট্রিস্টান স্টাবস (১২২) ও তেম্বা বাভুমা (১১৪)। ৫১৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে চতুর্থ দিনে ২৮২ রানেই শেষ হল কামিন্দু মেন্ডিস, লাহিরু কুমারাদের লড়াই।

এখন পরিস্থিতি যা দাঁড়াল তাতে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে একটি দলকে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলার দৌড় থেকে ছিটকে দিতেই পারে দক্ষিণ আফ্রিকা। শ্রীলঙ্কার পর ঘরের মাঠেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৩ টেস্টের সিরিজ খেলবে তারা। দুটি সিরিজ জেতার ব্যাপারেই প্রোটিয়ারা ফেভারিট। সেক্ষেত্রে ফাইনাল খেলার বিষয়েও তারা অ্যাডভান্টেজ পজিশনে রয়েছে। এমনিতেই শ্রীলঙ্কাকে প্রথম টেস্টে হারানোর পর অস্ট্রেলিয়াকে সরিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন তেম্বা বাভুমারা। ভারত আছে শীর্ষস্থানে। ফলে ভারত কোনওক্রমে ফাইনালে গেলে অস্ট্রেলিয়ার ফাইনাল খেলার সম্ভাবনা কম।

এই মুহূর্তে ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার পার্সেন্টেজ অফ পয়েন্ট যথাক্রমে ৬১.১১, ৫৯.২৬ ও ৫৭.৬৯।

বৃষ্টিবিঘ্নিত দিনে ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে ফোটোসেশনে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিসে।

বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল প্রথম দিন

রোহিতদের আজ ৫০ ওভারের ম্যাচ

ক্যানবেরা, ৩০ নভেম্বর : সারাদিন বৃষ্টি। কখনও ঝমঝমিয়ে। আবার কখনও ঝিরঝিরে।

স্থানীয় পূর্বাভাস মেনে ক্যানবেরায় চলা সারাদিন বৃষ্টির কারণে অজি প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে গোলাপি বলে দুইদিনের প্রস্তুতি ম্যাচের প্রথম দিন ভেস্তে গেল। অন্তহীন অপেক্ষার পর যখন আম্পায়াররা প্রথম দিনের খেলা বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, ভারতীয় শিবিরে থাকা অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল। রবিবার টিম ইন্ডিয়া বনাম অস্ট্রেলিয়া প্রধানমন্ত্রী একাদশের গোলাপি বলে অনুশীলন ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ৫০ ওভারের ম্যাচ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য, টিম ইন্ডিয়া যেন গোলাপি বলে ব্যাটিং-বোলিংয়ের অনুশীলন সেরে নিতে পারে। বাস্তবে সেটাও কতটা হবে, সন্দেহ রয়েছে ক্রিকেট সমাজে। কারণ, ক্যানবেরার স্থানীয় আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, রবিবার সেখানে ৭০ শতাংশ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

যদিও একটি ক্রিকেট ওয়েবসাইটের তথ্য বলছে, ক্যানবেরায় সন্ধ্যা সাতটার পর বৃষ্টির দাপট কমেছে। হয়তো কাল মানুকা ওভালের মাঠে খেলা শুরু হবে। আর খেলা শুরু হলেই ৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলা অ্যাডিলেড টেস্টের আগে ভারতীয় দলের সম্ভাব্য কম্বিনেশন নিয়ে চর্চা আরও প্রবল হবে। সেই অ্যাডিলেড, যেখানে শেষ সফরের সময় গোলাপি বলের সামনে ৩৬ রানে অল আউটের লজ্জা এখনও তাজা রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে। পরে টিম ইন্ডিয়া স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সিরিজ জিতলেও অ্যাডিলেডের ৩৬ অল আউট চিরকালীন 'দাগ' হিসেবে রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে। প্রশ্ন হল, এবার কী হবে? ভারতীয় ব্যাটাররা কি গোলাপি বলের সুইংয়ের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারবেন? ফের ব্যাটিং বিপর্যয় ঘটবে না তো? জবাব সময়ের গর্ভে। তার আগে আজ বৃষ্টির কারণে টিম ইন্ডিয়ার পুরো দিনটাই নষ্ট হল।

জানা গেল না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের আগামীর পরিকল্পনার কথাও। পারথ টেস্টে না খেলা অধিনায়ক রোহিত শর্মাই কি অ্যাডিলেডে ওপেন করবেন যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে? নাকি রোহিতকে মিডল অর্ডারে খেলতে দেখা যাবে? রোহিত ওপেন করলে লোকেশ রাহুল কত নম্বরে ব্যাটিং করবেন? শুভমান গিলও পুরো ফিট বলে শোনা যাচ্ছে। গতকাল অনুশীলনও করেছেন তিনি। শুভমান অ্যাডিলেডে গোলাপি বলের দিন-রাতের টেস্টে খেলতে পারলে তিনিই বা কত নম্বরে ব্যাটিং করবেন? সোজা কথায়, অদ্ভুত এক ব্যাটিং জটের সামনে ভারতীয় ক্রিকেট দল। এমন অবস্থার মধ্যে আজ দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে প্রাক্তন ক্রিকেটার অজয় জাদেজা বিরাট কোহলিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে বিরাটের ব্যাট থেকে শতরান দেখার পর তাঁর সমালোচকদের 'চিরঘুমের দেশে' যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন অজয়।

অন্যদিকে, টিম ইন্ডিয়ার মূল স্কোয়াডে থাকা ভারতীয় জোরে বোলাররাই তাঁদের সতীর্থ ব্যাটারদের গোলাপি বল নিয়ে আজ সতর্ক করে দিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়েবসাইটে একটি ভিডিও আজ পোস্ট হয়েছে। যেখানে আকাশ দীপ, প্রসিধ কৃষ্ণারা কোহলি-রোহিতদের গোলাপি বলের আচরণ নিয়ে সতর্ক করেছেন। প্রসিধের কথায়, 'গোলাপি বল সাধারণ লাল বলের তুলনায় আকারে বড়, বেশ শক্তও। এই বলের সেলাইও একটু অন্যরকম। ব্যাটারদের খেলার সময় সতর্ক থাকতেই হবে।' সতীর্থ প্রসিধের মতোই আকাশ বলছেন, 'ব্যাটারদের পক্ষে গোলাপি বল খেলা বেশ চ্যালেঞ্জিং। সবসময় অতিরিক্ত বাউন্স থাকে। অনেকসময় সিম মুভমেন্টও বেশি হয়।' স্কোয়াডে থাকা সতীর্থ পেসারদের কথা শুনতে পাচ্ছেন কি রোহিত-বিরাটরা? খেলা শুরু হলেই বোঝা যাবে সেটা।

রোহিত শর্মার সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী।

ছয়ে লোকেশকে চান গাভাসকার

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : পারথে ওপেনিংয়ে নেমে সফল।

দুই ইনিংসেই নতুন বলটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সামলেছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে দ্বিশতরানের জুটিতে ভারতের জয়ের ভিত গড়ে দেন। কিন্তু রোহিত শর্মার প্রত্যাবর্তনে ওপেনিং ছেড়ে মিডল অর্ডারে ফিরতে চলেছেন লোকেশ রাহুল। তবে কত নম্বরে লোকেশ খেলবেন, তা মাথাব্যথার কারণ ভারতীয় থিংকট্যাংকের কাছে।

শুভমান গিল ফিরছেন এবং তিনে খেলবেন প্রায় নিশ্চিত। বিরাট কোহলিকে চার নম্বর থেকে সরানোর কোনও প্রশ্ন নেই। এহেন পরিস্থিতিতে সুনীল গাভাসকারের পরামর্শ, অ্যাডিলেডের গোলাপি টেস্টে ছয় নম্বরে খেলুক লোকেশ। দ্বিতীয় টেস্টের জন্য এদিন পছন্দের একাদশ বেছে নিয়েছেন ভারতীয় কিংবদন্তি। সানির মতে, পারথের উইনিং কম্বিনেশনে তিনটি পরিবর্তন আবশ্যক।

রোহিত, শুভমানের প্রত্যাবর্তনে বাদ পড়ছেন দেবদত্ত পাডিক্কাল ও ধ্রুব জুরেল। একমাত্র স্পিনার হিসেবে ওয়াশিংটন সুন্দরের বদলে রবীন্দ্র জাদেজা। পারথে ব্যাটে-বলে খুব খারাপ করেননি ওয়াশিংটন। কিন্তু গোলাপি বলের দ্বৈরথে অভিজ্ঞ জাদেজাকে দরকার বলে মনে করেন গাভাসকার।

গাভাসকার বলেন, 'প্রথম একাদশে দুটো পরিবর্তন নিশ্চিত রোহিত শর্মা ও শুভমান গিলের প্রত্যাবর্তনের ফলে। ব্যাটিং অর্ডারেও রদবদল হবে। ওপেনিংয়ে লোকেশের বদলে যশস্বীর সঙ্গে রোহিত। শুভমান তিন নম্বরে। রাহুল ছয়ে। পাডিক্কাল ও জুরেল বাদ পড়ছে। এছাড়া ওয়াশিংটনের বদলে জাদেজাকেও দলে দেখা যেতে পারে।'

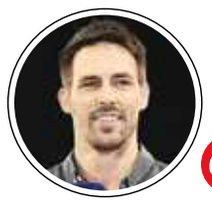

মার্নাস লাবুশেনের ব্যাডপ্যাচ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। অ্যাডিলেডের দ্বিতীয় টেস্টে ওকে বসিয়ে অন্যদের সুযোগ দেওয়া উচিত। পারথে খারাপ খেলার জন্যই এই কথা বলছি না। টেস্টের বদলে ওর শেফিল্ড শিল্ডে খেলা উচিত। দ্বিতীয় টেস্টে না খেললে সেই সুযোগ পাবে মার্নাস। আমার বিশ্বাস, এর ফলে উপকৃত হবে ও।

মিচেল জনসন

এদিকে, পারথে জঘন্য হারের পর থেকে সমালোচনার ঝড় বইছে অজি শিবিরে। চিন্তা বাড়িয়েছে স্টিভ স্মিথ, মার্নাস লাবুশেনের অফফর্ম। বিশেষত লাবুশেন। শেষ ১০ টেস্টে মাত্র ১টা হাফ সেঞ্চুরি। পারথে জোড়া ব্যর্থতা (২ ও ৩ রান), বুমরাহদের সামনে লাবুশেনের অসহায় ব্যাটিং, সমালোচনার আগুনে ঘি ঢেলেছে।

লাবুশেনকে ছাঁটাইয়ের দাবি জনসনের

মিচেল জনসন গোলাপি টেস্ট থেকে লাবুশেনকে বাদ দেওয়ার দাবিও পর্যন্ত তুলেছেন।

প্রাক্তন অজি স্পিডস্টার বলেন, 'মার্নাস লাবুশেনের ব্যাডপ্যাচ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। অ্যাডিলেডের দ্বিতীয় টেস্টে ওকে বসিয়ে অন্যদের সুযোগ দেওয়া উচিত। পারথে খারাপ খেলার জন্যই শুধু একথা বলছি না। টেস্টের বদলে এখন ওর শেফিল্ড শিল্ডে খেলা উচিত। দ্বিতীয় টেস্টে না খেললে সেই সুযোগ পাবে মার্নাস। আমার বিশ্বাস, এর ফলে উপকৃত হবে ও।'

লাবুশেনের চলতি ফর্মের কথা তুলে ধরে জনসনের দাবি, গত দশ টেস্টে মাত্র একবার দশের গণ্ডি পেরোতে সমর্থ হয়েছেন। প্রবল চাপে রয়েছেন, বাইশ গজে বোলারদের সামলাতে রীতিমতো যুদ্ধ করতে হচ্ছে, তা লাবুশেনের ব্যাটিংয়েই পরিষ্কার। চেষ্টা করছেন। কিন্তু প্রয়াসটা কাজে আসছে না। এই অবস্থায় কিছুদিন বিশ্রাম, ঘরোয়া ক্রিকেট খেললে লাভবান হবেন লাবুশেনই। বয়স সবে তিরিশ। প্রত্যাবর্তনের সুযোগ, সময় সবই রয়েছে।

প্রস্তুতি ম্যাচের জন্য অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিসের থেকে ব্যাগি গ্রিন টুপি নিচ্ছেন স্কট বোল্যান্ড। ক্যানবেরায় শনিবার।

দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত বিকল্প বোল্যান্ড

গোলাপি টেস্টে জোশহীন অজিরা

ক্যানবেরা, ৩০ নভেম্বর : দিনরাতের অ্যাডিলেড টেস্টের আগে ধাক্কা অস্ট্রেলিয়া শিবিরে।

ঘুরে দাঁড়ানোর গুরুত্বপূর্ণ দ্বৈরথে তারকা পেসার জোশ হ্যাজেলউডকে পাচ্ছে না ক্যাঙারু ব্রিগেড। সাইড স্ট্রেনের সমস্যায় গোলাপি বলের টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন পেস ব্রিগেডের অন্যতম ক্ষুরধার অস্ত্র। ব্যাকআপ হিসেবে টেস্ট না খেলা দুই সেরা সিন অ্যাবট, ব্রেন্ডন ডাগেটের নাম ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। তবে হ্যাজেলউডের পরিবর্ত হিসেবে প্রথম একাদশে স্কট বোল্যান্ডই সম্ভবত খেলতে চলেছেন।

২০২৩-এর জুলাইয়ে অ্যাডিলেডেই শেষ টেস্ট খেলেছিলেন বোল্যান্ড। হ্যাজেলউডের চোটের কারণে অ্যাডিলেডেই ভারতের বিরুদ্ধে প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে। ভারতের বিরুদ্ধে ক্যানবেরার মানুকা ওভালে দু'দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে প্রধানমন্ত্রী একাদশে রয়েছেন বোল্যান্ড। শনিবার বৃষ্টির কারণে অবশ্য প্রস্তুতি ম্যাচের প্রথম দিনের খেলা ভেস্তে যায়।

হ্যাজেলউডের অনুপস্থিতি নিশ্চিতভাবে ভারতের জন্য কিছুটা হলেও স্বস্তির। প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্কসমৃদ্ধ পেস ব্রিগেডে হ্যাজেলউড গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পারথ টেস্টের প্রথম ইনিংসেও চার উইকেট নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে যশস্বী জয়সওয়াল, বিরাট কোহলিদের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের মাঝেও দলের অন্যতম কৃপণ বোলার ছিলেন হ্যাজেলউডই।

গত অস্ট্রেলীয়া সফরে অ্যাডিলেডে গোলাপি বলের টেস্টে ৩৬ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল ভারতীয় দল। ৫ ওভার বল করে ৮ রান দিয়ে পাঁচ উইকেট নেন হ্যাজেলউড। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বাঁদিকে লো-গ্রেড স্ট্রেন-এ কাবু হ্যাজেলউড। সূত্রের খবর, শুধু দ্বিতীয় টেস্টেই নয়, বাকি সিরিজে তারকা পেসারকে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তার মেঘ।

সম্ভাব্য পরিবর্ত স্কট বোল্যান্ড অবশ্য আশ্বস্ত করছেন সমর্থকদের। জানান, দায়িত্ব নিতে তিনি প্রস্তুত। ছন্দেই রয়েছেন। মুখিয়ে আছেন মাঠে নামার জন্য। হ্যাজেলউডকে না পাওয়া ধাক্কা হলেও অজি সাজঘরের পরিবেশ ঠিকই আছে। আত্মবিশ্বাসী গলায় শনিবার বোল্যান্ড বলেন, 'মরশুমের শুরুতে খুব বেশি ম্যাচ খেলিনি আমি। মাঝে কিছু চোট সমস্যা ছিল। তবে এখন হাঁটু আর পা ঠিকঠাক রয়েছে। বল হাতে দলের ভরসার মর্যাদা রাখার ব্যাপারে আমি আত্মবিশ্বাসী।'

পারথ টেস্টে বাকি দল যখন মাঠে ব্যস্ত, তখন নেটে গোলাপি বলে অ্যাডিলেডের প্রস্তুতি সারেন বোল্যান্ড। বোল্যান্ড বলেন, 'আমি এবং জোশ ইনগ্লিস গোলাপি বলে পারথে প্রস্তুতির সুযোগ পেয়েছিলাম। দু'দিনের প্রস্তুতি ম্যাচও পাচ্ছি। আশা করি, কাল আবহাওয়া সমস্যা হবে না।' আপাতত চলছে ভারতীয় ব্যাটারদের নিয়ে বোলিং ছকও তৈরির কাজ। বলেন, 'ভারতের প্রত্যেক ব্যাটারের জন্য দলগতভাবে পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেছি আমরা। গত ম্যাচে যশস্বী ভালো ব্যাট করেছে। লোকেশ রাহুলও। অ্যাডিলেডে ওদের নিয়ে পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন হবে।'

> ভারতের প্রত্যেক ব্যাটারের জন্য দলগতভাবে পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেছি আমরা। গত ম্যাচে যশস্বী ভালো ব্যাট করেছে। লোকেশ রাহুলও। অ্যাডিলেডে ওদের নিয়ে পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন হবে।
>
> **স্কট বোল্যান্ড**

ভারতের হাতে সিরিজের প্রথম টেস্টেই নাস্তানাবুদ অজি শিবির। বিশেষ করে ভাবাচ্ছে ব্যাটিং ভরাডুবি। পাশাপাশি যশস্বী জয়সওয়াল, ফর্মে ফেরা বিরাট কোহলিকে আটকানোর চাপও থাকবে হ্যাজেলউডহীন বোলিংয়ের জন্য। বোল্যান্ড অবশ্য দাবি করছেন, তাঁরা মোটেই চাপে নেই। দলের অন্দরমহলে ব্যক্তিগত পারফরমেন্স নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে। তবে একটা ম্যাচ হেরে মাথা খারাপে রাজি নয় কেউ।

শর্তসাপেক্ষে হাইব্রিড মডেলে রাজি পাকিস্তান

কাঁটা নিয়ে আইসিসি শীর্ষপদে বসছেন জয়

দুবাই, ৩০ নভেম্বর : মাঝে কয়েক বছরের ব্যবধান।

আবার বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি'র শীর্ষপদে এক ভারতীয়। রাত ফুরোলেই ভারতীয় বোর্ড সচিবের তকমা ঝেড়ে আইসিসি'র চেয়ারম্যান পদে আসীন জয় শা। সিদ্ধান্তে সিলমোহর অনেকদিন আগেই পড়েছিল। রবিবার সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। জগমোহন ডালমিয়া, শারদ পাওয়ার, এন শ্রীনিবাসন, শশাঙ্ক মনোহরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আইসিসি'র সর্বোচ্চ পদে জয়।

রবিবার দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হাজির চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি-কাঁটাও। ভারত বনাম পাকিস্তান দ্বৈরথে শর্ত, পালটা শর্ত, দাবি, পালটা দাবিতে উত্তেজনার পারদ ঊর্ধ্বমুখী। এর মাঝে এদিন কিছুটা স্বস্তির খবর, হাইব্রিড মডেলে রাজি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। নিরপেক্ষ কোনও দেশে ভারতের খেলার দাবি নাকি মেনে নিচ্ছেন মহসিন নাকভিরা। অবশ্য শর্তসাপেক্ষে।

মহসিন নাকভিরা মূলত দুটি শর্ত দিয়েছেন। এক, ভারতে অনুষ্ঠিত আইসিসি টুর্নামেন্টেও পাকিস্তানের জন্য হাইব্রিড মডেল রাখতে হবে। অর্থাৎ, পাকিস্তান দলও ভারতের বদলে নিরপেক্ষ কোনও দেশে তাদের ম্যাচ খেলবে। দুই, আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল লাহোর থেকে সরানো চলবে না। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পিসিবি প্রধান পালটা হুমকির সুরে বলেছেন, একতরফা কোনও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিলে, তাঁরা মানবেন না।

২০৩১ পর্যন্ত তিন-তিনটি মেগা টুর্নামেন্টের আয়োজক ভারত। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যৌথভাবে ২০২৬-এ টি২০ বিশ্বকাপ, ২০২৯-এ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং ২০৩১-এ বাংলাদেশকে সঙ্গে নিয়ে ওডিআই বিশ্বকাপের আসর বসবে ভারতে। বাস্তব হল, শর্তপূরণ আইসিসি'র হাতেও নেই। ফলে হাইব্রিড মডেল মেনে নিয়েও মুখ বাঁচানোর পাক প্রয়াসের পরিণতি কী হতে চলেছে, উত্তর সময়ের গর্ভে।

রবিবার আইসিসি'র শীর্ষপদে বসেই যে জট খোলার গুরুভার জয় শা'র কাঁধে। মহসিন নাকভির পাক বোর্ড আরও কতটা নমনীয় হয় এবং জয় কী ভূমিকা নেন, তা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। পাকিস্তানের সামনে অবশ্য দ্বিতীয় রাস্তাও নেই। আইসিসি জানিয়ে দিয়েছে, হাইব্রিড মডেল না মানলে পুরো টুর্নামেন্টই সরানো হবে। ভারতের সম্ভাব্য নিরপেক্ষ কেন্দ্র দুবাই। বাস্তব বুঝতে পেরে আরব আমিরশাহি ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মুবাশির উসমানির সঙ্গে বৈঠকও করেছেন মহসিন নাকভি। যেখানে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে আলোচনা হয়েছে দুই বোর্ড প্রধানের মধ্যে।

খবর, হাইব্রিড মডেলের পালটা হিসেবে অতিরিক্ত অর্থ নাকি দাবি করেছে পিসিবি। আয়োজক হিসেবে প্রাপ্য অর্থের পাশাপাশি আরও ২০ মিলিয়ন ডলার চাইছে। থাকছে আইসিসি'র বার্ষিক আয়ের লভ্যাংশের প্রদেয় অর্থ বাড়ানোর দাবিও। যদিও পিসিবির এক আধিকারিক এই দাবি নস্যাৎ করেছেন।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের নতুন ওয়ান ডে জার্সি প্রকাশের অনুষ্ঠানে হরমনপ্রীত কাউরের সঙ্গে জয় শা।

এদিকে, বিসিসিআই সচিবপদে বিদায়ি দিনে জয় শা'র মুখে ক্রিকেটারদের প্রশংসা। চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে প্রথম সারির তারকারা অংশগ্রহণ নিয়ে বলেন, 'দেশের প্রথমসারির টি২০ টুর্নামেন্টে সিনিয়ার ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণ টুর্নামেন্টের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। উঠতি প্রতিভারা যাঁদের সঙ্গে খেলে শেখার সুযোগ পাচ্ছে। সিনিয়াররা তাঁদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিচ্ছে, নিশ্চিতভাবে যা প্রশংসনীয়।'

জয়ে ফিরতে মরিয়া বাংলা

মুস্তাক আলি ট্রফিতে সামনে আজ মেঘালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : পথটা সাময়িকভাবে কঠিন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়নি। বাকি থাকা তিনটি ম্যাচ জিততে পারলেই বাংলা সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির পরের পর্বে যেতে পারবে।

জয়ের হ্যাটট্রিকের পর আচমকা ধাক্কা। সম্মানের ম্যাচে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে হার। ভেঙ্কটেশ আইয়ার, রজত পাতিদারদের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার রাত ভুলে রবিবার মেঘালয়ের বিরুদ্ধে নতুন শুরু চাইছে টিম বাংলা। বিকেলের দিকে রাজকোট থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'কুড়ির ক্রিকেটে একটা খারাপ দিন যেতেই পারে। হতে পারে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে সফল হইনি আমরা। কিছু ভুল হয়েছে। দ্রুত সেই সমস্যা কাটিয়ে সামনে তাকাতে হবে আমাদের। রবিবার মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। জয়ে ফিরতে পারলেই অনেক সমস্যা মিটবে। কারণ, জয় একটা অভ্যাস।'

> কুড়ির ক্রিকেটে একটা খারাপ দিন যেতেই পারে। হতে পারে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে সফল হইনি আমরা। কিছু ভুল হয়েছে। দ্রুত সেই সমস্যা কাটিয়ে সামনে তাকাতে হবে আমাদের। রবিবার মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

কাল মেঘালয়ের বিরুদ্ধে রাজকোটের এসসিএ স্টেডিয়ামে সুদীপ ঘরামিরা জয়ে ফিরবেন কিনা, সময় বলবে। তার আগে মহম্মদ সামিকে নিয়ে হঠাৎই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। গতকাল মধ্যপ্রদেশ ম্যাচে চার ওভার বল করে কোনও উইকেট পাননি সামি। কিন্তু এই চার ওভার করতে গিয়ে কোমরে আচমকা অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন তিনি। যদিও বাংলা দল সূত্রে খবর, সামির চোট গুরুতর কিছুই নয়। গতকালের ম্যাচে কোমরে অস্বস্তি অনুভব করার পরও তিনি বল করেছিলেন। সামির সঙ্গেই রয়েছেন বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ফিজিও নীতীন প্যাটেল। তাঁর সঙ্গে সামির ফিটনেস নিয়ে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে জানিয়েছেন, সামি ঠিক আছেন। ফিট ও ছন্দে থাকা সামিকে এখন প্রয়োজন বাংলারও। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'সামি চ্যাম্পিয়ন বোলার। যথেষ্ট অভিজ্ঞও। ও ছন্দে থাকলে আমাদের অনেক সমস্যা কমে যাবে।'

গতকাল ম্যাচের মাঝে কোমরে অস্বস্তি অনুভব করেন মহম্মদ সামি।

বিশ্ব দাবায় ফের ড্র গুকেশের

সিঙ্গাপুর, ৩০ নভেম্বর : ডোম্বারাজু গুকেশ ও ডিং লিরেনের মধ্যে বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের পঞ্চম রাউন্ডের ম্যাচও শেষ হল ড্র-তে। কালো ঘঁটি নিয়ে শনিবার ম্যাচ ড্র রাখলেন ১৮ বছরের গুকেশ। এদিনের ম্যাচ ড্র হয় ৪০ চালের পর। ড্রয়ের ফলে দুইজনের পয়েন্ট দাঁড়াল ২.৫। বাকি আরও ৯ রাউন্ড। প্রথম ৭.৫ পয়েন্টে পৌঁছানো প্রতিযোগীই হবেন চ্যাম্পিয়ন।

শনিবার প্রথমবার প্রকাশ্যে এল রোহিত শর্মার সদ্যোজাত ছেলের ছবি। হিটম্যানের স্ত্রী রীতিকার কোলে বসে রয়েছে তাঁর ছেলে।

অ্যাডিলেডেও সফল হবে ভারত : সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : পারথে ২৯৫ রানের বিরাট জয়। আর সেই জয়ের রেশ ধরেই টিম ইন্ডিয়া তৈরি হচ্ছে ৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলা দ্বিতীয় টেস্টের জন্য।

স্যর ডনের দেশে ভারতীয় দলের শেষ সিরিজের সময় অ্যাডিলেডেই ৩৬ রানে অলআউট হয়েছিলেন বিরাট কোহলিরা। প্রশ্ন হল, গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টে এবার টিম ইন্ডিয়ার ভাগ্যে কী রয়েছে? আজ সন্ধ্যায় সিএবিতে হাজির হয়ে এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক জানিয়েছেন, পারথের পর অ্যাডিলেডেও সফল হবে টিম ইন্ডিয়া। মহারাজের কথায়, 'অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সফল হওয়া সবসময় কঠিন। কিন্তু পারথে দুর্দান্তভাবে টেস্ট জয়ের পর আমার মনে হয় অ্যাডিলেডেও ভারতীয় দল সফল হবে। ওদের আত্মবিশ্বাস এখন বিশাল।'

টিম ইন্ডিয়া শেষ পর্যন্ত সফল হবে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু অ্যাডিলেড টেস্টে ভারতীয় দলের ব্যাটিং অর্ডার কী হবে? অধিনায়ক রোহিত শর্মা ফিরছেন। শুভমান গিলও ফিট হয়ে গিয়েছেন। এমন অবস্থায় সৌরভের পর্যবেক্ষণ হল, 'রোহিত, শুভমানরা ফিরতই। আমার মনে হয়, যশস্বীর সঙ্গে রোহিতই ওপেন করুক। আর শুভমান পুরো ফিট হয়ে মাঠে নামলে তিন নম্বরে খেলুক।'

আক্রাম-টমসনের সমগোত্রীয় বুমরাহ, দাবি ফ্লেমিংয়ের

সিডনি, ৩০ নভেম্বর : নামের পাশে সবে ৪১টি টেস্ট।

যদিও একচল্লিশের কেরামতিতেই ক্রিকেটমহলের মনজুড়ে জসপ্রীত বুমরাহ। বর্তমান প্রজন্মেরই শুধু নয়, কেউ কেউ সর্বকালের সেরা ফাস্ট বোলারদের মধ্যেও রাখছেন ভারতীয় স্পিডস্টারকে। ড্যামিয়েন ফ্লেমিংয়ের কথায়, 'দ্য টার্মিনেটর'। বল হাতে নিয়ে ব্যাটারদের দুর্বলতা খুঁজে সেখানেই অস্ত্র প্রয়োগ- বুমরাহ একেবারে ভিন্ন জাতের বোলার।

ব্রেট লি, ওয়াকার ইউনিস কিংবা শোয়েব আখতারের সঙ্গে নয়, জসপ্রীত বুমরাহকে কিংবদন্তি ওয়াসিম আক্রাম, জেফ টমসনের সমগোত্রীয় বলে মনে করেন ফ্লেমিং। প্রথম সারির অজি দৈনিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় পেসার বলেন, 'ব্যাটারদের বিরুদ্ধে চাল দেওয়ার ক্ষেত্রে সবসময় এক পা এগিয়ে বুমরাহ। হাতে শুধু একঝাঁক অস্ত্র থাকা নয়, অস্ত্রের নিখুঁত প্রয়োগের দুরন্ত ক্ষমতা রয়েছে ওর মধ্যে।'

স্মিথদের 'বিরাট-দাওয়াই' পন্টিংয়ের

> ব্যাটারদের বিরুদ্ধে চাল দেওয়ার ক্ষেত্রে সবসময় এক পা এগিয়ে বুমরাহ। হাতে শুধু একঝাঁক অস্ত্র থাকা নয়, অস্ত্রের নিখুঁত প্রয়োগের দুরন্ত ক্ষমতা রয়েছে ওর মধ্যে।
>
> **ড্যামিয়েন ফ্লেমিং**

বেশিরভাগ বোলারদের থেকে কেন বুমরাহ আলাদা, সেটাও ব্যাখ্যা করলেন ফ্লেমিং। প্রাক্তনের মতে, মূলত ফাস্ট বোলারদের গতির ৬০ শতাংশ আসে রান-আপ থেকে। ৪০ শতাংশ বোলিং অ্যাকশনের মাধ্যমে। বুমরাহর বলের গতির ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ অবদান রান-আপের। ৭০ শতাংশই আসে অ্যাকশন থেকে বল ছাড়ার সময়। ফলে ব্যাটারদের পক্ষে বুমরাহর চোরা গতিটা বোঝা সহজ নয়।

ব্রেট লি, শোয়েব আখতার, ওয়াকার ইউনিসদের বলের গতি নিয়ে ব্যাটাররা আগাম আন্দাজ পেলেও বুমরাহর ক্ষেত্রে উলটো। ফ্লেমিংয়ের দাবি, এখানেই ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আক্রাম, জেফ টমসনের সঙ্গে মিল বুমরাহর। আক্রামদের মতে, ছোট রান-আপে এসেও বোলিং অ্যাকশনে গতি অনেকটা বাড়িয়ে নিতে পারে।

ব্যাটারদের জন্য বড়সড়ো চ্যালেঞ্জ।

এদিকে রানের খরা কাটাতে স্টিভেন স্মিথ, মার্নাস লাবুশেনকে বিরাট-দাওয়াই দিলেন রিকি পন্টিং। প্রাক্তন অধিনায়কের পরামর্শ, স্মিথরা ফর্মে ফিরতে বিরাটের পথ অনুসরণ করুক। পন্টিং বলেন, 'পারথে মার্নাসকে সবথেকে অস্বস্তিতে লেগেছে। মানছি কঠিন পিচে অত্যন্ত উঁচুমানের বোলিংয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে ওকে। কিন্তু এখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর রাস্তা ওকেই খুঁজে নিতে হবে।'

পন্টিংয়ের সংযোজন, 'নিজের ব্যাটিংয়ের ওপর বিশ্বাস রেখেছিল বিরাট। দ্বিতীয় ইনিংসে তারই প্রতিফলন। প্রথম ইনিংসের তুলনায় একেবারে অন্যরকম প্লেয়ার লাগছিল। নিজের শক্তি, ক্ষমতায় নজর দিয়েছিল। ঠিক এটাই প্রয়োজন মার্নাস, স্মিথের। নিজেদের রাস্তায় হাঁটুক, সাফল্যের তাগিদ দেখাক ক্রিজে নেমে।'

পারথ টেস্টের জসপ্রীত বুমরাহর সাফল্য নজর কেড়েছে প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারদেরও।

QR কোড স্ক্যান করে
Website থেকে গয়না কিনুন
Gifty
Gift Voucher
উপহার দেওয়ার
সেরা ও সহজ মাধ্যম
শ্রেষ্ঠত্ব ও সাশ্রয়ের
শুভ পরিণয়!
বিয়ের গয়না সেরা দামে,
সেরা জায়গায়, অসামান্য
অফারে কেনাকাটা
আনন্দময়!
কেনাকাটার
শুভক্ষণ,
অফারে
ভরবে মন!
২৯শে নভেম্বর
থেকে
৪ঠা ডিসেম্বর,
২০২৪
১০ এ ১০
দশ লাখ টাকার
গয়না কিনলে
₹১০,০০০
ছাড়!*
(মজুরিতে)
সুবর্ণ সুযোগ!
গ্রাম প্রতি
সোনার গয়নায়
₹৩০০+₹১০০*
ছাড়!
(মজুরিতে)
খেলার ছলেই
সোনার টপস্!
গয়না কিনুন
লাখ টাকার,
ছক্কা ফেললে
টপস্ টা সোনার।
(প্রতি ক্রেতার জন্য একটি চাল)*
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
অঞ্জলি জুয়েলার্স
অ্যাপ ইনস্টল করুন
ও সহজেই অনলাইনে
কেনাকাটা করুন
অঞ্জলি জুয়েলার্স
সবার জন্য
বত্রিশ বছর ধরে বাঙালির মন জুড়ে
32
বছর উদ্‌যাপন
সূচনা ১৯৯২
নতুন শোরুমঃ তমলুক - পদুমবাসান, ওয়ার্ড ০১১, মেচেদা-হলদিয়া হাইওয়ে, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬৩৬, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭২। কাটোয়া - ৪/১, কাছারি রোড, গোয়েঙ্কা মোড়, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান - ৭১৩১৩০, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩
গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ০৩৩ ২৫৮৫ ৪৪৫৫, ৯৮৩০৭ ০১০৬২ চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৯৮৩০৬ ১১৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ নয়াদিল্লি - ০১১ ২৬২১ ০৩০১, ৯৩১১২ ৩০৬৭১ আউটলেটঃ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।
গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ | anjalijewellerskolkata anjalijewellersbharat anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন:
Page29/AJ/1124